
মাসুদ রানা
গুপ্তচক্র
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা গোল্ড সিরিজ



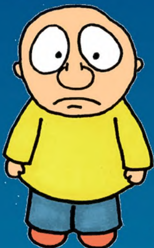


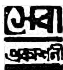












মাসুদ রানা

সিরিজের অন্যান্য বই

ধ্বংস-পাহাড়	ভারত-নাট্যম
স্বর্ণমৃগ	দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা	দুর্গম দুর্গ
শত্রু ভয়ঙ্কর	সাগর-সঙ্গম—১
সাগর সঙ্গম—২	রানা! সাবধান॥
বিস্মরণ	রত্নদ্বীপ
নীল আতঙ্ক—১	নীল আতঙ্ক—২
কায়রো	মৃত্যু-প্রহর
গুপ্তচক্র	মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার	জাল
অটল সিংহাসন	মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক	শয়তানের দূত
এখনো ষড়যন্ত্র	প্রমাণ কই?
বিপদজনক—১	বিপদজনক—২
রক্তের রঙ—১	রক্তের রঙ—২
অদৃশ্য শত্রু	পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর—১	বিদেশী গুপ্তচর—২
ব্ল্যাক স্পাইডার—১	ব্লাক স্পাইডার—২
গুপ্তহত্যা	তিন শত্রু
অকস্মাৎ সীমান্ত—১	অকস্মাৎ সীমান্ত—২
সতর্ক শয়তান	নীলছবি—১
নীলছবি—২	প্রবেশ নিষেধ—১
প্রবেশ নিষেধ—২	পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ—১	এসপিওনাজ—২

লালপাহাড়

গুপ্তচক্র

এক খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও মজা পাবেন

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার
ইন্টেলিজেন্সের একজন
অন্যতম দুঃসাহসী স্পাই।
গোপন মিশন নিয়ে দেশে
বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে
পদে পদে তার বিপদ, রোমাঞ্চ,
ভয় আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ
বাঙালী যুবকটির
সাথে পরিচয় করা যাক

প্রকাশিকা :
ফরিদা ইয়াসমীন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৭০
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে, ১৯৭৩
তৃতীয় প্রকাশ : মার্চ, ১৯৭৭

প্রচ্ছদ : হাশেম খান

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ,
২৪নং মোহিনীমোহন দাস লেন,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগ ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩ সেগুন বাগান, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনী : ২৫১৩৩২

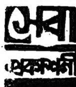


GUPTACHAKRA
By
Qazi Anwar Hussain

মাসুদ রানা

গুপ্তচক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন



এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক
জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির কিম্বা বাস্তব
কোন ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

১

'জালিয়ে খেল ছুঁড়ীটা।'

'ডাইনী, নির্ঘাৎ ডাইনী। গুণ করেছে বুড়োকে।'

'তার চে' চল ওকেই গুম করে দি।'

'আমার হাতে ছেড়ে দে—একেবারে ফিনিশ···'

চার বন্ধু একসঙ্গে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লো।

'কিন্তু দোষ আসলে বুড়োর। ওই একটা পুঁচকে মেয়ের কথায় আমাদের মত পি. সি. আই.-স্কেল্‌স্‌দের অপমান।'

'না, অপমান সইবো না।'

'সইবো না।'

'কিছুতেই না।'

চারটে চা পড়ে পড়লো চায়ের টেবিলে।

'আমাদের হৃদয়টা নাকি কঠিন হয়ে গেছে।'

'তাই বুড়ো ধেই ধেই করে নেচে সবার রুমে কবিতার বই পাঠালো।'

'ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল।'

'জানালায় নক্সা করা পর্দা।'

চার বন্ধু হোঃ হোঃ করে উঠলো।

'সেদিন ইণ্টারকনে ওর সঙ্গে দেখা। ভদ্রতা দেখিয়ে হাসতে গেলাম। বললো কি না, আপনাদের দাঁতগুলো এত সুন্দর কিন্তু দাঁত ব্রাশ করেন না কেন।'

'আমি সেদিন ওকে কফি অফার করলাম এখানে. বললো কি জানিস—বললো, ধন্যবাদ, তৃতীয় শ্রেণীর কফি অফারের জন্যে, কফি আমি খাই না!'

'নবাবের বেটী এখানকার কফি তৃতীয় শ্রেণীর!'

'চল, বুড়োর কাছে চরমপত্র নিয়ে দি—হয় ও ছুঁড়ী থাকবে না হয় আমরা।'

চারজন গুম হয়ে বসে রইলো।

পাকিস্তান কাউণ্টার-ইণ্টেলিজেন্স হেড কোয়ার্টারে তুমুল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিক্ষোভ পি. সি. আই, চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খানের পার্সোনাল সেক্রেটারী সোহানা চৌধুরীকে নিয়ে। এদের বিক্ষোভের কারণ, বছরখানেক হল এ অফিসে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে মেয়েটি। এত বছরের ঐতিহ্য সব কিছু রাতারাতি পুরানো হয়ে গেল অফিসের? সব কিছু যেন বদলে যাচ্ছে। বিশেষতঃ মেজর জেনারেল রাহাত খান।...এই এক বছরে মেজর জেনারেলের চোখের মণি হয়ে উঠেছে মেয়েটি। একাই বৃদ্ধের সব স্নেহ দখল করে বসেছে।

আসলে রাগের কারণ এটাই।

বৃদ্ধ এই ছুকরীর সঙ্গে নাকি হেসে হেসে কথা বলে। এখন তার ঘরে কারো ডাক পড়লে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির উপর অন্ততঃ তিনটে কথা শুনিয়ে দেন। প্রত্যেকের রুমে একটা বুক-শেল্‌ফ দেওয়া হয়েছে। তাতে রেফারেন্স বই ছাড়াও কিছু কিছু কাব্য গ্রন্থও সাজিয়ে দেওয়া

হয়েছে। প্রত্যেকদিন সকালে টেবিলের ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল দেওয়া হয়। অফিসের ছাদে একটা বাগানও হয়েছে এ জন্য।

সবার ধারণা, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ এই সোহানা চৌধুরী।

সোহানা কারো সঙ্গে আলাপ করে না। নাসের আলাপ জমাতে চেষ্টা করলে দু'টো কথা শুনিয়ে দিয়েছে হেসে হেসে। এক এক দিন এক এক গাড়িতে করে অফিসে আসে। কোনোদিন ডজ, কোনোদিন মার্সিডিস বেঞ্জ বা শেভ। উর্দিপরা ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিলে তবে গাড়ি থেকে নামেন নবাব পুত্রী। পোশাক পরে গাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। অফিসে পোশাকের ব্যাপারে খুব ফর্মাল, কিন্তু বাইরে ওকে দেখা যায় একটা মাস্তান হাঁকিয়ে বেড়াতে। ইন্টারকনে বল রুমে গো গো পোশাকে নাচতে নাকি ওর জুড়ি নেই, শোনা যায় রমনা ক্লাবে টেনিসে মেজর জেনারেলের পার্টনার। সাঁতারে কয়েকবার প্রাইজ পেয়েছে। গুলশানে প্রাসাদের মত বাড়ি—আর্কিটেক্ট লুই কানের ডিজাইন।

সোহানা চৌধুরীর পুরো জীবনী উদ্ধার করেছে পি. সি. আই-এর চারজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট—সলিল, সোহেল, জাহেদ, নাসের। এর নার্সারী কেটেছে দার্জিলিং, তারপর সুইজারল্যান্ডের স্কুলে। ইংল্যান্ডেও ছিল কিছুদিন। হঠাৎ মেয়ের কি হল, সোজা এসে ভর্তি হল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু পড়া-শুনা শেষ না করেই চাকরি নিয়ে বসেছে। বাড়ির লোকেরা বলে, খেয়াল। পি. সি আই এজেন্টরা বলে, ঢং! বাবা পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের একজন তো বটেই—তোমার এ ঘোড়া-রোগ কেন? আবার নাকি সিকিউরিটি টেস্টে পাশ করে ছয় মাস স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

'মানাটা আবার বাইরে।'—বললো সলিল।

'বাইরে পাঠালো কে?'—নাসের বললো কণ্ঠে রহস্য মিশিয়ে, ওই শালীই। নেক্সট মান্থে স্না আমাকে যেতে হবে।'

'রানার তো ফিরে আসার কথা?'

'রেহানাকে জিজ্ঞেস কর।'

সোহেল ইণ্টারকমের সুইচ অন করলো। রেহানার গলা শোনা গেল। 'ইয়েস?'—রেহানা বললো, 'তোমার বস্ কবে ফিরবে?'

'ট্রেনিং থেকে?'—রেহানা বললো, ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। এখন করাচী গেছে, ওখান থেকে মেজর জেনারেলের কাছে এক মাসের ছুটি চেয়েছে ফোনে এইমাত্র।'

'কে বললো?'

'সোহানা।'

'আবার সোহানা!'—ক্ষেপে উঠলো সোহেল, ছুটি গ্রানটেড?'

'না।'

রেগে সুইচ অফ করে দিল সোহেল। বললো, 'এটাও ওই ছুকরীর কাজ। একমাস হেল্থ ক্লিনিকে থাকার পর অন্ততঃ একমাস বিশ্রাম দরকার। আমি ছিলাম স্না·········দেখিস, রানা রিজাইন দিয়ে বসবে এবার।'

রানা মারীর নারী-বিবর্জিত হেল্থ ক্লিনিক থেকে একমাস পর বেরু হয়ে সোজা করাচীতে এসে হাজির হয়। হোটেল ইণ্টারকনে উঠে প্রথমেই ফোন করে থাই এয়ারের ফিয়া রাওকে।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ দু'মাস আগে করাচীতেই। স্পোর্টিং টাইপের মেয়ে। আজ রাতে ওকে নিয়ে সারা করাচী ঘুরে বেড়াবে, দেখবে রাতের নগরী। একমাসের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি সেলিব্রেশনের

চেয়ে ভাল পথ রানা খুঁজে পায় নি।

পরদিন সকালে রানা ডায়েল করলো ঢাকায়—রাহাত খানের নাম্বারে।

'হ্যালো,' ?—সোহানার কণ্ঠ, পাকিস্তান ট্রেডার্স'।'

'মাসুদ রানা,'—রানা স্থির কণ্ঠে বললো, 'ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দিন।'

'মাসুদ রানা!'—ওপাশের কণ্ঠে বিস্ময় শোনা গেল, 'দেখুন তো,. আপনার আজকে অফিসে রিপোর্ট করার কথা...।'

'আই ওয়ান্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহাত খান।'—মেয়েটাকে থামিয়ে দিয়ে রানা উচ্চারণ করলো নামটা। নীরবতা।

রানা হাত বাড়িয়ে পাশে বসে থাকা ফিয়ার পিঠে হাত রাখলো। মুখটায় রঙ করছিল মেয়েটা, হাসলো। চুলগুলো ঢেকে দিয়েছে একটা চোখ, সরিয়ে দিল চুল মাথা ঝাঁকিয়ে।

'হ্যালো?'—রাহাত খানের জলদগম্ভীর কণ্ঠ।

'রানা বলছি।'

উত্তর শোনা গেল না।

'স্যার' আমি এক মাসের ছুটি চাই। হেল্থ ক্লিনিকে থেকে বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছি স্যার...।'

রানার বাঁ হাতটা ফিয়া দু'হাতে ধরে বুকে টেনে নিয়ে গাল ঘষতে লাগলো।

'তোমাকে আজকে অফিসে রিপোর্ট করার কথা!'— মেজর জেনারেল রাহাত খান প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন বাক্যটি। একটু নীরব থেকে বললেন 'তোমাকে এক দিনের ছুটি দিলাম, কাল অফিসে রিপোর্ট করবে। এখনই সিট বুক কর!'

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা গেল। রানা এক সেকেণ্ড চুপ

করে থেকে রিসিভার ক্রাডলে আছড়ে রাখলো। বললো 'খুন করবো!'

'কাকে?'—ফিয়ার কালো ভেজা ভেজা চোখে কৌতূহল। তামাটে শরীর। রোদে-ভরা দেশের রোদে পোড়া মেয়ে। মসৃণ ত্বক, অদ্ভুত মসৃণ ও চকচকে। সারা গায়ে চর্বির লেশ নেই। আছে অশ্বিনীর ক্ষিপ্রতা। চোখে মায়া। আর আছে সুন্দর নির্লজ্জতা।

রানা চোখ ফিরিয়ে নিল। বললো, 'খুন করবো মেয়েটিকে।'

'কোন্ মেয়ে?'

'আমার সময় কম। থাই এয়ারে আজকে বিকেলের ফ্লাইটে কোনো সিট পাওয়া যাবে?'—রানা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আজকে আর হক্‌স বে' যাওয়া হল না।'

পরদিন সকাল দশটা। রানাকে দেখা গেল মতিঝিল পি· সি, আই-এর হেডকোয়ার্টারের করিডোরে। রানার রুমের দরজায় রেহানা দাঁড়িয়ে। রানাকে বেশ লাগছে ছাইয়ে ট্রপিক্যাল স্যুটে। দীর্ঘ একহারা চেহারা, ব্যাক ব্রাশ করা চুল। পরিচিত ভঙ্গীতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল।

'হ্যালো বস।'—নাসরীন রেহানা হাসিমুখে বললো, 'তোমাকে ওয়েলকাম করতে তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।'

রানা ঘরে প্রবেশ করে চারজনকে দেখলো। কারো মুখে কথা নাই, এক মনে সবাই সিগারেট টানছে।

রানা বুঝলো, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। নইলে নাসের কথা না বলে এত চুপচাপ বসে! রানা 'হ্যালো এভরিবডি' বলে নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে পড়লো। তবু কেউ কোন কথা বললো না। নাসরীন রেহানার দিকে তাকিয়ে দেখলো, মুখে মৃদু হাসি।

'বস, কফি ?'—নাসরীন রেহ না বললো।

'কফি পরে হলেও চলবে।'—নড়ে-চড়ে বসে সোহেল, 'জরুরী কথা আছে।'

রানার চোখের দৃষ্টিটা প্রশ্নবোধক হয়ে উঠলো।

'তোর জন্য এ্যাসাইনমেণ্ট রেডী '

'এ্যাসাইন…!'

'ইলোপমেণ্ট।'

'ইলোপ…!'

'হ্যাঁ।'—জাহেদ বললো, 'তিনদিনের মধ্যে।'

'কাকে ?'

'সোহা…ওই শালীকে, নবাব পুত্রীকে !'—গরগর করে উঠলো সোহেল।

'না স্না, একেবারে ফিনিশ করে দে —।'

রানা হাসতে গিয়ে গত কালকের কথা, গত একমাসের কথা মনে করেই ক্ষেপে উঠলো। বললো, আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলি কেন ?' তোরা এ্যাদ্দিন কি ঘাস কাটছিলি ?'

'মানে তুই …..'

'হ্যাঁ, ওই পাজী মেয়েটাই আমাকে মারীতে পাঠিয়েছে। সেখানে আমাকে 'ডু ইট ইয়োরসেলফ' শিখিয়েছে। কি করে শার্টের বোতাম লাগাতে হয়, পানি গরম করতে হয়, ডিম ভাজতে হয়… ঘোড়ার ডিম !' —রানা বললো, 'আমি রিজাইন দেবো !'

'না '- সলিল বললো, পি. সি. আই-তে আমাদের হক আছে। বুড়োর ভীমরতি ধরতে পারে, আমাদের ধরে নি।'

'আমরা স্ট্রাইকে যাবো !'—বললো জাহেদ।

'তার চে' স্না ঘেরাও কর।'—নাসের বললো।

'না, ওই বিচ্ছু মেয়েটাকে শায়েস্তা করা দরকার।' —রানা বললো, 'ওই মেয়েটার মাথায় যত শয়তানী বুদ্ধি...।'—কথা শেষ করতে পারলো না। ইণ্টারকমে সিগন্যাল।

'মিষ্টার মাসুদ ?'—সবাই চমকে উঠলো। ইণ্টারকমে নারীকণ্ঠ। সোহানা।

সবাই চুপ।

'মাসুদ রানা বলছি।'

'জেনারেল আপনাকে দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে দেখা করতে বলেছেন। রিপিট...ওয়ান জিরো থ্রি ফাইভ...'

'আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ'—রানা সুইচ অফ করে দিল। ঘড়ি দেখলো রানা, এখন দশটা উনত্রিশ।

নাসরীন রেহানা ঘড়ি দেখলো। বললো, 'ওয়ান জিরো টু নাইন...।'

রানা ওর দিকে কটমট করে তাকালো। ত্রিশ সেকেণ্ড নীরবতার পর রানা বললো, জেনারেল আগে কোন দিন ঐ ছুঁড়ীকে দিয়ে আমাকে ডাকেন নি।'

'ওই সুন্দরীই বুড়োর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে।'

ঠিক চৌত্রিশের মাথায় উঠে দাঁড়ালো রানা। বললো, 'আজকেই কিছু একটা দফারফা করে ছাড়বো।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'গুড মর্নিং মিষ্টার মাসুদ,'—চোখ তুলে তাকালো সোহানা। বললো, 'জেনারেল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'এখনো ত্রিশ সেকেণ্ড সময় হাতে আছে।' রানা বললো, 'আজ সন্ধ্যায় কি করছেন ?'

'আজ।'—সোহানা অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে তাকালো। বড় বড় দু'টো চোখ। ডিম্বাকৃতি মুখ। সিংহলি বটিকের শাড়ী। একই কাপড়ে স্লিভলেস ব্লাউস। ঠোঁটে গোলাপী লিপস্টিক ভারী করে বুলানো, কপালে গোলাপী টিপ। আজ চুলগুলো খোপা করা। কাঁধ পর্যন্ত চুলে এত বড় খোপা হয়? রানা দেখলো মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, সেই হাসিতে ছড়িয়ে পড়লো রক্ত। মেয়েটির কান দু'টো লাল হয়ে গেছে। না, লজ্জাও পেতে জানে। সব দিকে চৌকস। মাথা নিচু করলো। দ্রুত বললো, 'আজ...আজ আমি বেশ ব্যস্ত থাকবো সন্ধ্যায়।'

'কাল বা পরশু...?'—রানা হাসলো না, তার নিষ্ঠুর চোখ দু'টো স্থির হয়ে রইলো মেয়েটির উপর। সোহানা আরো একবার রানার দিকে তাকিয়ে ইন্টারকমের সুইচ অন করে বললো, 'স্যার, মাসুদ রানা।'

'পাঠিয়ে দাও।'

সোহানা সুইচ অফ না করেই রানার দিকে তাকালো। কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল রানা ইন্টারকমের সুইচের দিকে তাকিয়ে। সোহানার ঠোঁটে হাসি।

মেজর জেনারেলের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো রানা।

টার্কিস টোবাকোর গন্ধে ভরে আছে ঘরটা। চার মাস একুশ দিন পর ঘরটাতে এসেছে রানা। কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। না ঘরের, না ঘরের মালিকের। একটু পরিবর্তন হয়েছে মাত্র ঘরের কোণে। একটা ভাসে রয়েছে কতকগুলো রজনীগন্ধা। রানার মনটা আবার খিঁচড়ে গেল। মনে মনে কয়েকটা গাল উচ্চারণ করলো। তাকিয়ে রইলো বৃদ্ধের দিকে। একটা কথাও বলেন নি তিনি। বাঁকানো পাইপটা

কামড়ে ধরেছেন, গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা ফাইল দেখছেন। পাইপটা নামিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, টেবিলের আরেকটা ফাইল একটু ঠেলে দিলেন সামনে।

অর্থাৎ রানাকে দেখতে হবে। রানা উঠে দাঁড়িয়ে ফাইলটা যত্নের সঙ্গে নিয়ে আবার বসলো। লাল ফিতে খুলে রানা দেখলো বিশেষ কিছু নেই—একটা কাগজের উপর পেস্ট করা খবরের কাগজের একটা টুকরো। কোণায় লেখা তারিখ, 'নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। তারপরেও কতকগুলো কাটিং রয়েছে, প্রত্যেকটা কাটিং-এর শীর্ষে তারিখ এবং কাগজের নাম লেখা। একবার কাগজের নামগুলোয় চোখ বুলিয়ে ভাল করে দেখলো, কর্মখালির বিজ্ঞাপন মনে হচ্ছে। সর্বনাশ! রিজাইন দেবার কথা শুনলো কোত্থেকে এই বুড়ো? বুড়ো এক মনে ফাইলটা দেখছেন।

রানা পড়ে ফেললো প্রথম বিজ্ঞাপনটা। কেমিক্যাল, টেকনিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের বিজ্ঞাপন! হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রানা। তার জন্যে না। 'যহা বাঁচা বেঁচে গেলাম' ভাব নিয়ে রানা মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটা বিজ্ঞাপন পড়ে গেল। লোক চাই। মাইক্রো মিনিয়েচারাইজেশন, হাইপার সোনিকস্, এ্যারো ডাইনামিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স, রাডার, এ্যাডভান্সড্ ফুয়েল টেকনোলজি, ফিজিক্স—ইত্যাদি ব্যাপারে লোক চাই। বেতনের স্কেল দেখে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। অবিশ্বাস্য গগনচুম্বী বেতন। বিজ্ঞাপনগুলো বের হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায়। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানীশ থেকে রানা বুঝতে পারলো, বিজ্ঞাপনগুলোর বিষয়বস্তু মোটামুটি এক, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়েছে ফার-ঈস্টের বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ফার্ম। রহস্যজনক বিজ্ঞাপন। কিন্তু এর সঙ্গে পি. সি. আই., বা পাকিস্তানের কি সম্পর্ক? অবশ্যি পাকিস্তান টাইমস্-এরও একটা কাটিং আছে।

রানা আবার পড়লো বিজ্ঞাপনগুলো। জেনারেল তাকে ভালো করে পড়ার সুযোগ দিচ্ছেন। তার মানে, এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন তিনি।

'কি বুঝলে?'—অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে রানা চোখ তুলে তাকালো বৃদ্ধের মুখে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কাঁচা পাকা ভুরু দু'টো সংবেশিত করছেন। তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। মুখের অজস্র বলি-রেখার মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, এইমাত্র একটা প্রশ্ন করেছেন তিনি। অথচ কোটরে বসা চোখে প্রশ্নটা লেগে রয়েছে। রানা এই কঠোর বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ আগেই বিষোদগার করেছে। করাচী থেকে ফেরার পথে হাজারবার মুণ্ডুপাত করেছে। অথচ এর সামনে এলেই কেমন যেন অসহায় হয়ে যেতে হয়।

রানার উত্তর দিতে দেরী দেখে বৃদ্ধের বাঁ ভুরুটা একটু উপরে উঠলো।

'মনে হচ্ছে, অনেকগুলো দেশ এবং ফার্মের নামে বিজ্ঞাপনগুলো করা হলেও এর পেছনে একটা যোগসূত্র আছে। একই ফার্ম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এক্সপার্ট সংগ্রহের চেষ্টা করেছে বিভিন্ন নামে।'—রানা কথাগুলো গড়গড় করে বলে থমকে গেল। দেখলো বৃদ্ধের চোখে প্রশ্নটা এখনো রয়েই গেছে। রানা আবার বিজ্ঞাপনগুলো দেখে বললো, 'প্রচুর বেতন দিয়ে শ্রেষ্ঠ লোক সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। সর্বশেষ বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়েছে আটমাস আগে প্যারিসের 'লা ফিগারো' পত্রিকায়। এদের বিজ্ঞাপনের ধরনটা অদ্ভুত, প্রত্যেকটি চাকরি-প্রার্থীকে বিবাহিত হতে হবে এবং সস্ত্রীক কাজে যোগদান করতে হবে, কিন্তু বাচ্চা-কাচ্চা সঙ্গে নেওয়া চলবে না।'

রানা আবার তাকালো বৃদ্ধের চোখে। এবং বলতে লাগলো, 'স্যার, এরা যে ধরনের এক্সপার্ট চেয়েছে তাতে মনে হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য অশুভ কিছু। সব ক'জনকে একত্র করলে বিরাট কিছু একটা করা যেত

পারে। মিসাইল তৈরী করতেও এ ধরনের এক্সপার্ট প্রয়োজন।'

'হুম্'—এতক্ষণে বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন, এতক্ষণে খেয়াল করলেন পাইপের আগুন নিভে গেছে। গ্যাসলাইটারে আগুন ধরালেন। একটা টান দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ। এসব বৈজ্ঞানিক মিসাইল তৈরীর প্রয়োজনে লাগতে পারে। এবং এও তোমার ধারণা থাকতে পারে যে, মিসাইল যে-কেউ ইচ্ছে করলেই তৈরী করতে পারে না। ইট্স এ বিগ প্রোজেক্ট। হ্যাঁ, পাকিস্তানের তরফ থেকেই বিজ্ঞাপনগুলো দেওয়া হয়েছিল। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝবে, কোনখানে ফার্মের ঠিকানা নেই, যোগাযোগের জন্যে পোষ্ট বক্স নাম্বার দেওয়া আছে মাত্র। পাকিস্তানই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ করে টোকিও বা হংকং-এর পথে পাঠিয়ে দেয়।'

'টোকিও কেন?'

'টোকিওর পথে বলেছি। হ্যাঁ, এই বৈজ্ঞানিক দলে মোট আটজন সদস্য ছিল। এবং দু'জন ছিল পাকিস্তানী। এটা আট মাস আগের ঘটনা। এ আট মাসে এদের কোন খবর পাওয়া যায় নি। আমার অনুসন্ধান মতে, এরা কেউ টোকিও বা হংকং পৌঁছয় নি।'

'পৌঁছবার কথা ছিল কি?'

রিভলভিং চেয়ারটা কাত হয়ে গেল। এদিকে না তাকিয়েই কথাটার উত্তর দিলেন জেনারেল, 'না, ছিল না।'—একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু সেটা এখানে আমাদের জানার কথা নয়। এটা টপ সিক্রেট ব্যাপার। হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটা তোমাকে জানতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে সব কিছু। তার আগে আমাদের ধরে নিতে হবে, আমরা কিছুই জানি না।'—ঘুরে বসলেন মেজর জেনারেল, 'আজ রাত দু'টোর ফ্লাইটে রওনা হচ্ছো তুমি।'

'আজ…আমি…'

ড্রয়ার টেনে খুললেন জেনারেল। বের করলেন আর একটা কাগজ। কাগজটা ভাঁজ করাই ছিল, সেটা এগিয়ে দিলেন, 'তুমি কেন যাচ্ছো, এটা পড়লেই বুঝতে পারবে।'

রানা কিছু না বুঝেই বিজ্ঞাপনটা পড়লো। একই বিজ্ঞাপন, এবার চেয়েছে শুধু একজন এ্যাডভান্সড্ সলিড ফুয়েল এক্সপার্ট। রানা কিছু না বুঝে তাকাল প্রাচীন-মুখশ্রীর দিকে। বৃদ্ধ রানার জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'এটা সলিড ফুয়েল এক্সপার্টের জন্যে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপণ। প্রথমবার এই পোস্টের জন্যে গিয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে ডঃ বরকত উল্লাহ। নিশ্চয় নাম শুনেছো। আর দ্বিতীয় পাকিস্তানী ছিলেন যিনি তাঁকে তুমি ভাল ভাবেই চেন, সেলিম খান। নিউক্লিয়ার ফিজিসিষ্ট ডঃ সেলিম খান। শ্রীনগর থেকে তুমিই তাঁকে উদ্ধার করে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছিলে।'—মেজর জেনারেল ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ফটো বের ক'রে রানার সামনে দিলেন, 'ফটোগুলো দেখে নাও। প্রথম ফটোটা ডঃ বরকতউল্লার, তার পরের জন ডঃ সেলিম খান। এঁদের নামে তোমার প্রয়োজন নেই, চেহারাগুলো মনে রাখার চেষ্টা কর।'

ফটোগুলো দেখতে দেখতে রানা বললো, 'এঁরা কি কারো হাতে বন্দী হয়েছেন বা…?'

'কিছুই আমরা জানি না।'—মেজর জেনারেল বললেন, 'কোথায়, কি ভাবে, কি হচ্ছে—কিছুই আমাদের জানা নেই। জানার প্রশ্নও উঠতো না…।'

'কোনো সূত্র ছাড়া কিভাবে আমি কাজে এগুবো?'

'সলিড ফুয়েল এক্সপাট, আমেরিকার এম, আই. টি, থেকে এম, এস, মিউনিকের পি. এইচ. ডি., ডক্টর মাসুদ রানা হিসেবে তুমি যাচ্ছো।'

'স্যার—,'…রানা ভাবলো বুড়োর মাথা একেবারেই বিগড়ে গেছে।

বুড়োর জানা উচিত, মাসুদ রানা গাড়ির পেট্রল ছাড়া আর কোন ফুয়েল সম্পর্কে পেটে বোমা মারলেও একটা কথা বলতে পারবে না। কিন্তু বুড়োর মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। পাইপে নতুন টোবাকো ভরছেন। রানা পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে নিয়ে বললো 'আমি এ চাকরিতে প্রথম ধাপেই আউট হয়ে যাবো, স্যার। কারণ...'

পাইপের মুখটা নেড়ে রানাকে থামিয়ে দিয়ে পাইপে আগুন ধরিয়ে আরেকটা ফাইল বের করলেন বৃদ্ধ, এগিয়ে দিলেন একটা কাগজ। বললেন, 'তোমার নিয়োগ-পত্র। ওরা তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে কম্‌প্লিট্‌লি স্যাটিস্‌ফায়েড, টেলিগ্রাম মারফত কাজে যোগ দিতে বলছে। এই যে তোমাদের টিকেট।'

'আমাদের?'

'মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস্ মাসুদ রানা।'—বলে এবার একটু হাসলেন যেন।

'আমি স্যার, বিয়েই করি নি।'

'করা উচিত ছিল। বয়স তো কম হল না?'—বৃদ্ধ সহজ কণ্ঠেই বললেন। বলেই কাঠিন্য আনলেন কণ্ঠে, তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনমাস আগে বিয়ে হয়েছে তোমাদের। পাকা কাগজ-পত্র আছে, বিয়ের সাক্ষী হিসেবে অনেকগুলো বিখ্যাত লোকের সইও আছে।'

'কিন্তু আমার সই?'

'পি, সি, আই, এর ফরজারী বিভাগটা সম্পর্কে তোমার ধারণা আরো একটু উঁচু হওয়া উচিত।'—মেজর জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন। হাতের এনভেলপটা এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। বললেন, 'এতে সব পাবে। খামটা সঙ্গেই রাখবে। আর হাঁ', রান', দেন-মোহরের টাকার অঙ্কটা তোমার জেনে রাখা উচিত।'—মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ। হেসেই মুখ ফিরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'একলাখ।'

'এ…ক…লা…খ!'—হালকা হবার সুযোগ পেয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে রানা বললো, 'অর্ধেকটা এখনই দিতে হবে না তো?'

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন না। বোঝা যাচ্ছে, রানার অজান্তে তার একটা পাকাপোক্ত বিয়ে দিতে পেরে মনে মনে বেশ কৌতুক বোধ করছেন বৃদ্ধ। রানা ভয়ে ভয়ে বললো, 'স্যার, দেখতে কেমন মেয়েটা? কানা খোঁড়া নয় তো?'

'কানা-খোঁড়া!'—মেজর জেনারেল টেবিলে ফিরে এলেন। বললেন, না, না, মেয়েটি খুব ভাল। এপথে অনেকদিন থেকে লেগে আছে একটা এ্যাসাইনমেন্টের জন্যে। কিন্তু তেমন কোন সুযোগ পায় নি। এবার যখন সে জানলো, একটা মেয়ে দরকার, নিজেই সে প্রস্তাব দিল, এড়াতে পারি নি।'

'কে স্যার? পি. সি. আই-এর এ্যাসাইনমেন্টের খবর যে জানে এবং…'

'ও হো'—মেজর জেনারেল ইণ্টারকমের সুইচ অন করে বললেন, 'মিসেস্ মাসুদ রানা, কাম ইন, প্লিজ।'

রানা ঘরের দরজাগুলো দেখলো। পিছনের দরজাটা খুলে গেল। পিছন ফিরে তাকালো রানা, দেখলো দরজায় দাঁড়িয়ে সোহানা। দু'পা এগিয়ে এলো মেয়েটি, আবার থমকে দাঁড়ালো। রানা বিস্মিত চোখ মেজর জেনারেলের দিকে ফেরালো। দেখলো কৌতুকে ভরা দু'টো চোখ।

রানা বললো, 'এ যাবে?'

'হ্যাঁ।' বলে সোহানার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আয় বোস।'

উ-উহ্ বোস, এতো। আমার বেলায় যত ইশারা-ইঙ্গিত। বিয়েটাও দিল এক ইশারায়। এর বেলায় বোস। সোহানা বসতে যাচ্ছিল ওপাশের চেয়ারটিতে, বাধা দিলেন জেনারেল। রানার পাশের চেয়ারটিতে

বসতে ইঙ্গিত করলেন। নিজেও বসলেন। রানা বললো, 'স্যার,
এসব বিপদ··· ।'

'সোহানা নিজের সম্পর্কে সচেতন।'—জেনারেল আবার পুরোনো মেজাজে ফিরে গেছেন। বললেন, 'তোমাদের আজকে রাত দু'টোর প্লেনে রওয়ানা হতে হবে। ফিলিপিনো এয়ারে করাচী-কলম্বো-ব্যাঙ্কক-ম্যানিলা-টোকিও তোমাদের রুট। এই রুটেই ডঃ বরকতউল্লাহ গিয়েছিলেন। শুধু বরকতউল্লাহ নয়, আগের আটজন বিভিন্ন রুটে গেলেও ম্যানিলা সবার কমন-স্টপেজ ছিল। অর্থাৎ ম্যানিলা থেকেই তোমার কাজ শুরু। এবার বল, পুরো ঘটনাটা তুমি কি ভাবে নিলে ?'

রানা পাশে বসা সোহানাকে দেখলো। ও বেচারী এদিকে তাকাতে গেলে দু'জনের চোখা-চোখি হয়ে গেল। সোহানা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'স্যার, কফি ?'

'নিশ্চয়ই।'

সোহানা পাশের ঘরে চলে গেল।

রানা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বললো, 'আমি বুঝলাম, কোনো একটা বন্ধু রাষ্ট্রকে আমরা সাহায্য করছিলাম কিছু এক্সপার্ট যোগাড় করে দিয়ে। গোপনে সাহায্য করতে গিয়ে কিছু চাতুর্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। এখন বন্ধু রাষ্ট্রটি কিছু একটা আমাদের কাছে লুকোতে চাইছে বা এড়াতে চাইছে। দু'রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা নষ্ট হতে পারে সে জন্যে অফিশিয়ালি কিছু বলা যাচ্ছে না, অথচ আমাদের জানা দরকার, আমরা সত্যি সত্যি কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি কিনা। তাই আমাদের এই মিশন।'

'অনেকটা ঠিকই ধরেছো।'—সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ। বললেন, 'তবে আরো একটা সন্দেহ তোমার মনে থাকা উচিত—তৃতীয় কোন শক্তি এর পেছনে কাজ করতে পারে। আরেকটি ব্যাপার ঠিকই ধরেছিলে,

যে সব এক্সপার্ট ওখানে নেওয়া হয়েছে তাদের দিয়ে শক্তিশালী কোনো মারণাস্ত্র তৈরী করা সম্ভব।'

সোহানা দু'জনার সামনে দু'কাপ কফি রাখল এবং নিজের কাপটি নিয়ে এসে আগের চেয়ারটিতে বসলো। কফিতে চুমুক দিয়ে মেজর জেনারেল বললেন, 'এটুকুই তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে আশা করি। দু'জন এক সঙ্গে থাকবে, পরস্পরকে সাহায্য করবে। আর...।' —একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালো রানা। সঙ্গে সঙ্গে সোহানাও উঠলো।

বৃদ্ধ দু'জনকে দেখলেন। একজন কঠিন কঠোর দৃঢ় পুরুষ মূর্তি। অন্যজন···সোহানাকে দেখতে দেখতে ভাবলেন, ভুল হল না তো? এ মেয়ে পারবে কষ্ট সহ্য করতে? না, আজ পর্যন্ত তিনি ভুল ডিসিশন নেন নি। এবারও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

'যাও বেরিয়ে পড় তোমরা।'—বৃদ্ধ বললেন, 'উইশ ইওর বেস্ট অব লাক।'—সাঁ করে ঘুরে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। ওরা দু'জন দেখছিল, আলোর পটভূমিতে ঋজু শরীরটা, দীর্ঘ দেহ, একটু বেঁকে গেছে—ধনুকের বক্রতা।

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ঘর থেকে বের হয়ে এসেই দু'জন মহা বিপদে পড়লো। সোহানা নিজের চেয়ারে বসে ড্রয়ার খুলে কাল্পনিক কিছু খুঁজতে লাগলো। ভাবলো, রানা বেরিয়ে যাক আগে।

রানা ওকে দেখছিল দাঁড়িয়ে পড়ে।

সোহানা রানার দিকে না তাকিয়েও তার দৃষ্টিটাকে অনুভব করছিল। রানাকে কথা বলতে না শুনে তাকালো কুমীরের চামড়ার বড় আকারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে। বললো 'মারীর হেল্প

সেণ্টারে থেকে আপনার শরীরটার বেশ উন্নতি হয়েছে।'

রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হলো। তাতে উছলে পড়লো একটা কৌতুক। বললো, 'হেল্‌থ সেণ্টারে পাঠিয়েও বুড়ো ক্ষান্ত হন নি, এখন হেল্‌থ ইনস্‌পেক্টর নিয়োগ করলেন।' —রানার কণ্ঠ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বললো, 'এ সবের মন্ত্রণাদাত্রীটা কি আপনিই?'

'আ—আমি!' —সোহানা ডান হাতটা বুকে রাখলো বিস্ময়ের সঙ্গে।

'বুড়োর আর ক'টা আদরের বন্ধু কন্যা আছে?' —রানা বললো, 'আদরের ঠেলায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দায়মুক্ত হলেন।

'কিসের দায়?'—সোহানার কান আরো লাল হয়ে ওঠে লজ্জায় এবং রাগে।

'বুড়োর কি বুদ্ধি! চালাকী করে মেডিক্যাল চেক আপের নামে দিব্যি কাপড় আয়রন কর', জামার বোতাম লাগানো শিখিয়ে দিলেন।' —রানা বললো, 'দেখুন ওগুলো আমি কোনদিন করতে পারবো না বলে দিচ্ছি।'

'আপনি করবেন না তবে কে করবে?'—আবার বুকের উপর হাত রাখলো, 'আমি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' — রানা হাসলো, 'মিসেস মাসুদ রানা।'

'মাই ফুট, মিসেস।'

'বেশি রাগবেন না, মিসেস রানা। কাজের কথা বলছি, শুনুন। আজ থেকে, আমার কথামত চলতে হবে।'

'মিশন শেষ হওয়া পর্যন্ত।'—সোহানা শুদ্ধ করে দিল। মিশন শেষ হবে, বলা যায় না।'—রানা বললো, ঠিক দশটায় আপনাকে আমার বাড়িতে দেখতে চাই। বিদায়ের কাজটা বাড়িতে সেরে আসবেন। আর একটা কথা, কবিতার বই সঙ্গে নিবেন।

'কবিতার বই!'

'অবকোর্স'। এটাকে সত্যিকারের হানিমুন মনে না করাটাই উচিত।'

রানা সুইংডোর ঠেলে পেছনে দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়েই বেরিয়ে গেল।

সোহানা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রানা নিজের রুমে গিয়া দেখল, ওরা চারজন ঠায় বসে আছে। এদের কথা ভুলে গিয়েছিল ও।

'কি হল, কি করবি?'—চারজনের ব্যগ্র প্রশ্ন।

'অপারেশন সাক্সেসফুল। আজ রাত দু'টোয় এয়ার পোর্টে উপস্থিত থাকবি। ওকে ইলোপ করছি।'

'ইলোপ!'

রানা কোন কথা না বলে সিনিয়র সার্ভিস ধরালো।

রাত দেড়টায় একটা ট্যাক্সী থেকে রানা নামলো। নেমেই দেখলো চারটা মূর্তি এবং রেহানা দাঁড়িয়ে। রানা হাত বাড়িয়ে দিল গাড়ির ভেতরে। সোহানা হাত ধরে নামলো। গভীর নীল রঙের ফ্রেঞ্চ জর্জেটের শাড়ী। চওড়া হলদে পাড়। হলদে ব্লাউজ। খোঁপা করা চুল। হাতে সোনার বালা, কপালে নীল রঙের টিপ। চারজনের আটটা বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো সোহানা। রেহানার দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল। রানার পরনে নীল রঙের স্যুট, হালকা নীল শার্ট, লাল টাই। সোনার টাই পিন যেন সোহানার হলদে পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে পরা। পোর্টার মাল পত্র নিয়ে চলে গেল। রানা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে চারজনের দিকে তাকালো। বাঁ হাতটা রাখলো সোহানার পিঠের উপর দিয়ে বা কাঁধে। সোহানা

রানার দিকে তাকিয়ে দেখলো, কিছু বললো না। রানা ওদের দিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললো, তাড়াহুড়োর মধ্যে তোদেরকে জানাতে পারিনি...তোদের সংগে পরিচয় করিয়ে দি, মিসেস মাসুদ রানা।'—সোহানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওদের তো তুমি চেনো ডার্লিং।'

সোহানা রেগে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'আমাদের দেরী হয়ে গেছে।'—বলে গটগট করে এগিয়ে গেল।

'কি ব্যাপার?'—ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সোহেল।

'ঝামেলা, ঝামেলা!'—রানা এগিয়ে যেতে যেতে বললো, 'তোরা বুঝবি না, বিয়ে তো আর করিস নি।'

পাঁচজন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

'ওদের মানিয়েছে কিন্তু।'—রেহানা বললো, 'তোমাদের উচিত রানার বিয়েটা সেলিব্রেট করা। বুড়োটাকে একা পাবে এবার তোমরা।'

কিন্তু কে শোনে এখন রেহানার কথা।

প্লেন ছেড়ে দিলে ওরা ওপরের রেস্তোরাঁ থেকে নেমে এল। পার্কিং লটে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রেহানা ফিসফিস করে বললো, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান।'

পাঁচজনই দেখলো শীর্ণ ছায়ামূর্তি। কিন্তু একা নয়।

ছায়ামূর্তি দু'টো। একটা কালো ডজ-এ গিয়ে উঠলো।

ওদের কাছে পুরো ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে গেল।

'কি ভাবছো?'—মেজর জেনারেল রাহাত খান জিজ্ঞেস করলেন পাশে বসা সাদুল্লাহ চৌধুরীকে। গাড়িটা আস্তে আস্তে গুলশানের

দিকে এগুচ্ছে। একটু থেমে কোন উত্তর না পেয়ে বললেন, 'মেয়ের কথা ভাবছো? ভাবছো, কেন ঠেলে দিলাম এই বিপদের মুখে?'

'না জেনারেল, ওসব ভাবছি না। ওর মা মারা যাবার পর থেকে মেয়ে আমার কাছ-ছাড়া। দেশ-বিদেশ ঘুরে একেবারে বখাটে হয়ে গিয়েছিল। তুমিই ওকে মানুষ করে তুললে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ এভাবে শান্ত হয়ে উঠতে দেখে।' —চৌধুরী বললেন, 'তুমি যা করবে নিশ্চয়ই তাতে খারাপ কিছু হবে না।'

রাহাত খানের তরফ থেকে কোন উত্তর এলো না। কি যে ভাবছেন তিনি। হঠাৎ বললেন, 'জানো চৌধুরী, ওরা সবাই আমাকে বিশ্বাস করে তোমার মতোই। তুমি যেমন জানতে চাও নি, ওরা কোথায় গেল, ওরাও তেমনি জানতে চায় না, কি হবে এসব করে। ওরা আমাকে বিশ্বাস করেই জীবন দেয়।'

'তখন ওরা ভাবে, দেশের জন্যেই মরলাম।'

'কিন্তু দেশ এদের কি দেয়?'—অন্ধকারে জেনারেলের কণ্ঠ কেঁপে গেল, 'নেতা মরলে আমরা স্মৃতিসৌধ তৈরী করি, বিদেশে কোন সৈনিক মরলে তার মৃতদেহ দেশের পতাকায় ঢেকে এনে ফেয়ারওয়েল স্যালুট করি, সৈনিকের বীরত্ব নিয়ে কত গাথা রচিত হয়। কিন্তু একজন স্পাই মারা গেলে তাকে দেশের নাগরিক বলে অস্বীকার করি। করতে হয়। তবু এরা একটা বিশ্বাস নিয়ে দেশের কাজে এগিয়ে যায়। হ্যাঁ চৌধুরী, তোমার মেয়েও এমনি এক বিশ্বাস নিয়ে একটা বিশেষ মিশনে গেল। ইচ্ছে করেই পাঠালাম। ওর অনেক সখ বড় একটা কিছু করার। না করতে পারলে হয়তো আবার আগের মত বখাটে হয়ে উঠতো। পোষ মানাবার জন্যেই ওকে পাঠালাম। ভয় হচ্ছে এবার?'

'ভয়?'—হাসলেন চৌধুরী, হয়তো হচ্ছে। কিন্তু আমি ভাবছি

'ওদের দু'জনকে মানাচ্ছিস বেশ।'

'হ্যাঁ।'—মেজর জেনারেল বললেন, জানো চৌধুরী, আমার এই প্রথম নিজের উপর অবিশ্বাস এসে যাচ্ছে। ভাবছি, ভুল করলাম না তো?'

দু'জন আর কোন কথা বলতে পারলো না।

২

ম্যানিলায় রাত দশটায় ল্যাণ্ড করলো ফিলিপিনো এয়ারের DC-7 বিমানটি। আগামীকাল সকালে টোকিও যাবে। এ লাইনে টোকিওর যাত্রী-সংখ্যা একেবারে নগণ্য। কেননা, নন-হল্টেজ অন্যান্য এয়ার-লাইন থাকতে এখানে কেউ ওঠে না যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে।

ম্যানিলা হোটেলে নিয়ে চললো যাত্রীদের এয়ার ওয়েজের নিজস্ব বাস।

বাসে যাত্রীরা অন্ধকারে ম্যানিলা শহর দেখতে ব্যস্ত। সোহানা আস্তে করে বললো, 'রাত না হলে বেশ হত।'

'হ্যাঁ', ম্যানিলা বে-র সূর্যাস্ত দেখা যেত।'—রানা বললো, 'অপূর্ব।'

'আমি সূর্যাস্তের কথা ভাবছি না।'

'তবে কি ইন্ট্রামুরোস দেখার কথা ভাবা হচ্ছে?'

'কি?'

ইন্ট্রামুরোস, ওয়াল্ড্ সিটি।'—রানা বললো, 'যখন ম্যানিলা স্পেনিয়ার্ডদের হাতে ছিল তখনকার শহর। ম্যানিলা হোটেলের এক-দিকে ম্যানিলা-বে, অন্যদিকে প্রাচীন শহর…।'

'ও-সবে আমার আগ্রহ নেই।'

রানা এবার আর কিছু বললো না। ভাবলো : মেয়েটা এ্যাডভেঞ্চারের

জন্যে লুকিয়ে আছে। অথচ ভয় পেয়েছে। বারবার ঢোক গিলে গলা ভিজাচ্ছে।

ম্যানিলা হোটেলে সমুদ্রের দিকে তিন-তালায় ওদের স্যুট। রুমে ঢুকেই রানা বললো, 'তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে নিতে হবে।'

'আমি গোসল করবো।'—ঘোষণা করলো সোহানা।

'সময় কম।'

'সারারাতটাই তো রয়েছে।'

'কিন্তু গোসল করার জন্যে নেই।'—একটু ভেবে রানা দয়া দেখিয়ে বললো, 'ঠিক আছে। তবে বাথরুমের শাওয়ারের নিচ থেকে কিডন্যাপ করলে নিজেকেই কেঁদে ভাসাতে হবে। কেননা, কেউ ককটেল ড্রেস পরে শাওয়ারের নিচে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় না।'

সোহানা তড়িৎ গতিতে একটা স্যুটকেস নিয়ে বাথ-রুমে ঢুকলো। রানা হেসে নিজের কাপড় ছাড়তে লাগলো। এবং কাপড় বের করার জন্যে স্যুটকেস খুলে হো হো করে হাসলো। সোহানার স্যুটকেস। রানার স্যুটকেস সোহানা নিয়ে গেছে ভেতরে। ভাবলো, দরজা নক করে স্যুটকেসটা বদল করে নেওয়া দরকার। কিন্তু ভেতরে তখন শাওয়ারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নকল বউ-এর সঙ্গে এক ঘরে থাকার বিপদটা বুঝতে পারছে ও।

রানা বিছানায় বসলো শর্ট্‌স্ পরেই। রিসিভার তুলে ডায়েল করলো রুম-সার্ভিসে। ডিনার এখানেই সার্ভ করতে বললো। শেষে অর্ডার দিল ব্লাক-ডগ হুইস্কির।

শাওয়ার বন্ধ হয়েছে। রানা কান পেতে রইলো। হ্যাঁ, বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে সোহানার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। 'মেজর রানা,

মেজর…।'

'মেজর রানা বললে জবাব পাবে না।'

'এখানে কেউ নেই, সবার সামনে তো নাম ধরেই ডাকবে বলেছি।'

'সবার সামনে জবাব পাবে।'

একটু নীরবতার পর শোনা গেল, 'রানা, আমি ভুল করে আপনার স্যুটকেসটা---- ।'

'তোমার স্যুটকেস।'

'হ্যা, তোমার স্যুটকেসটা নিয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে, বদলে নাও।'—গম্ভীর গলায় বললো রানা।

'আমি বেরুতে পারবো না, তুমি একটু দিয়ে যাবে ওটা?'

'দিতে পারি যদি খাবার পর পাশের লুনেটাতে যেতে রাজী হও।'

'আমি রাজী আছি।'—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল সোহানা।

রানা হেসে স্যুটকেসটা নিয়ে বাথ রুমের সামনে দাঁড়ালো।

নক করে বললো, 'জানতে চাইলে না, লুনেটা কি?'

'আপনার....তোমার সাথে একসঙ্গে থাকার চেয়ে খারাপ কিছু নিশ্চয়ই নয়।'—সোহানা উত্তর দিল, 'তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল, ম্যানিলায় আমি আগেও দু'মাস থেকে গেছি।'—দরজার হুক খুললো, একটু ফাঁক হল। বেরিয়ে এল একটা স্যুটকেস। রানা ভেজা হাতটাতে অন্য স্যুটকেসটা ধরিয়ে দিয়ে হুকুম দিল, শাড়ী না, স্লাকস্ পরবে।'

দরজা সশব্দে বন্ধ হল।

সোহানা যখন বেরিয়ে এলো তখন ওর অন্য চেহারা। গোল্ডেন কর্ডের বেল-বটম, হলদে শার্ট, কোমরে চওড়া কালো বেল্ট। চুল ছেড়ে দেওয়া। ঠোঁটে অরেঞ্জ লিপস্টিক। রানাও পরলো ফিলিপিনো

জংলা ছাপের শার্টের সঙ্গে খয়েরী কর্ডের জ্যাকেট ও প্যান্ট।

ডিনার খেতে খেতে রানা ব্ল্যাক ডগ থেকে পেগ তিনেক পান করলো। সোহানা পান করবে না বললো। অভ্যাস নেই। জিজ্ঞেস করলো, 'লুনেটা যাবেন, বলেছিলেন। যাবেন?'

'বেশি রাত হয়ে গেছে।'

'লুনেটা গার্ডেনে বসে সমুদ্রে সূর্যাস্ত কোনদিন দেখেছেন?'

'না।'—রানা বললো, 'অনেক শুনেছি। কিন্তু ভাল কিছু দেখার সুযোগ আমার হয়ে ওঠে না।'

'জানেন? মেজর...'

'জানে, রানা!'—সংশোধন করলো রানা।

এত বড় একটা লোককে নাম ধরে ডাকতে পারবো না। —লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললো সোহানা।

'তোমার হাসব্যাণ্ডকেও তুমি মেজর বলে ডাকবে?'

'কিছু বলব নিশ্চয়, কিন্তু সেটা হাসব্যাণ্ডকে, আপনাকে নয়।'

'বন্ধুকে নাম ধরে ডাকে না মানুষ?'—রানা হঠাৎ সহজ ভাবেই বললো কথাটা।

'ডাকে। আপনি তো বন্ধুও নন।'

'তবে কি?'

'কলিগ।'—একটু ভেবে বললো সোহানা।

'হ্যাঁ, তোমাকে সেই হিসেবে চলতে হবে। এখানে আমার কথামত চলতে হবে। অফিস থেকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: তোমাকে আমার স্ত্রীর ভূমিকায় ঠিক ঠিক অভিনয় করতে হবে।' —কথাটা বলতে বলতে রানা উষ্ণ হয়ে উঠলো, গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিল। আবার মুখ না তুলেই বলে চললো, অফিসে কি মেয়ের অভাব ছিল? কেন তুমি এলে? যা পারবে না তা করতে এলে কেন?'

'এসেছি অফিসের নির্দেশে। অফিসের নির্দেশ, লোকের সামনে আমাকে অভিনয় করতে হবে—তার বেশী কিছু নয়।'—সোহানাও ক্ষেপে উঠলো, 'হ্যাঁ, শুধু অভিনয়, এবং লোক দেখানো অভিনয়। এ ছাড়া আমাদের সম্পর্ক দু'জন কলিগেরই।'

সোহানা গিয়ে দরজা খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়ালো।

'মিস্ কলিগ!'—রানা ডাকলো।

সোহানা ঘরে এসে দাঁড়ালো। ওর চোখের কোণ ভেজা ভেজা।

'কবিতা ত খুব পড়েন।' 'চার্জ ফর দ্য লাইট ব্রিগেড' পড়েছেন?'

'মানে পড়েছি।'—অবাক হল সোহানার কণ্ঠ।

'লিডারকে কিভাবে মানতে হয়, দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'এ মিশনে লিডার কে?'

'আপনি।'

'গো টু দ্য বেড।'—রানার গলায় কঠিন আদেশ ধ্বনিত হল। সোহানা ওকে মাতালের প্রলাপ মনে করতে পারলো না। সোহানা নাইট গাউন বের করার জন্যে স্যুটকেসে হাত দিতে রানা বললো, 'এ পোষাকেই ঘুমাতে হবে।'—সোহানা দু'সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে বিছানার কাছের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

কতক্ষণ কেটে যাবার পর দেখলো, তার ঘুম আসছে না। কোণের টেবিলে রানা এখনো একভাবে বসে। হ্যাঁ, বসে আছে, ড্রিঙ্ক করছে না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে রানাকে দেখছিল সোহানা। নিষ্ঠুর ধরনের দৃঢ়তা আছে প্রফাইলে। গম্ভীর হয়ে থাকলে খুনী মনে হয়। খুনী ছাড়া আর কি!...কিন্তু এত ছেলেমানুষ কেন?

চোখ লেগে এল সোহানার। গত রাত ঘুমোনো হয় নি। গত-কালটা সারাদিন করাচী শহরে ঘুরে কেটে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়লো ও।

রানা সোহানার কথা ভাবছিল না। ভাবছিল ডক্টর মাসুদ রানার কথা। ম্যানিলায় ডক্টর রানা উধাও হবে আজ রাতেই? ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত, রানা ভাবলো। ওরা তার ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করছে? একটা ব্যাপার সন্ধ্যায় লক্ষ্য করেছে, এ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা যায় না। দরজাটা আবার দেখে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো ও আলো নিভিয়ে দিয়ে। অন্ধকারে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। ফ্যাকাশে হয়ে এল অন্ধকার।

পাশের বিছানায় তাকিয়ে দেখল গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে সোহানা।

রানাও ঘুমিয়ে পড়লো একসময়।

ঘুম ভাঙলো শীতল একটা স্পর্শে। গলার কণ্ঠার উপর কেউ আঙুল চেপে ধরেছে প্রচণ্ড শক্তিতে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো, একজন তার বুকের উপর ঝুঁকে এসেছে। আর গলায় চেপে ধরেছে আঙুল নয়, থারটি এইট ক্যালিবারের বিশাল মাউজার। তাকে চোখ মেলতে দেখে একটু আলগা হল পিস্তলের চাপ।

'বুঝতে পারছি, এটা একটা পিস্তল। ওটাকে দূরে রেখেও ভয় দেখানো চলে।'—রানা বললো। লোকটা রানাকে ভাল করে দেখে বিছানা থেকে নেমে মাউজার দিয়ে রানার মাথা নিশানা করে রইলো।

রানা উঠে বসে চারদিকে তাকালো। সোহানার মুখে রুমাল চেপে ধরা হয়েছিল, এখন শুধু পিস্তল কানের কাছে ধরে রাখা। রানাকে উঠে বসতে দেখে সোহানা কিছু বলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ঠোঁট কেঁপেই থেমে গেল। বেচারী বুঝতে পারছে পৃথিবীর সবকিছু

অভিনয় নয়।

তিনজন পিস্তলধারী। সবার পরনে নীল-কাল পোষাক। সোহানার গালে আঙুলের দাগ দেখা যাচ্ছে। বোঝা যায়, বেশ জোরেই মুখ চেপে ধরেছিল যাতে চেঁচাতে না পারে।

পিস্তলধারীদের সবারই মঙ্গোলীয়ান চেহারা। ওদের নীল-কাল পোষাক এবং হাতের মাউজার সব মিলিয়ে মিলিট্যান্ট ভাব আছে। রানা ভাবলো, এভাবে সহজে ধরা দেওয়া কি সন্দেহের কারণ হবে না? সোহানা একভাবে তাকিয়ে আছে। পাশে দাঁড়ানো লোকটা ওকে জোর করে বসিয়ে রেখেছে। রানার চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে সোহানা।

'ওরা আমাকে….।'

'চুপ।'—থামিয়ে দিল পাশে দাঁড়ানো পিস্তলধারী।

ঘরের কোণে দাঁড়ানো পিস্তলধারী রানার সামনে এসে দাঁড়ালো। রানা দেখলো, লোকটার মাথায় নেভীর ক্যাপ। এতক্ষণে কথা না বললেও বোঝা যায়, এ-ই দলনেতা। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কি চান? এসবের কারণ কি? আমার সঙ্গে সামান্য কিছু ইয়েন আছে। ট্রাভেলার্স চেক আছে। সেটা আপনাদের দরকারে আসবে না, রিস্কি ব্যাপার। আমার স্ত্রীর গহনা অবশ্যি আপনারা নিতে পারেন যদি…।'

'আপনারা দু'জন পোষাক পরেই ঘুমিয়ে ছিলেন কেন?'—দু'জনকে চমকে দিল প্রশ্নটা।

'আমি ড্রিঙ্ক করে ক্লান্ত ছিলাম। তাছাড়া সকালেই আমাদের প্লেন…।'—লোকটা রানার কথায় কান দিচ্ছে বলে মনে হল না।

'আশা করি, এখন কোন ক্লান্তি নেই?'—লোকটার ঠোঁটে হাসির রেশ দেখা গেল, কিন্তু সারা মুখে তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। সোহানার

দিকে তাকালো, 'মিসেস্ মাসুদ' আপনি আপনার স্বামীর পাশে বসে আপনার স্বামির ক্লান্তি দূর করতে আমাদের সাহায্য করুন।'—আবার হাসলো লোকটা। রানাকে বললো, 'আপনার স্ত্রীকে কিন্তু খুব দুর্বল মনে হল না। আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে ওঁকে বাগে আনতে।'

সোহানা রানার পাশে এসে বসলো। রানা ওর হাতের উপর হাত রেখে একটু চাপ দিল। তিনজনের তিনটি পিস্তল দু'জনকে নিশানা করে রাখলো।

'আকিকো?'

'ক্যাপ্টেন।'—দু'জনের একজন এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালো।

'বাইরে গিয়ে হোটেল ডেসকে ফোন করে জানাও, ডক্টর এবং মিসেস্ মাসুদ রানার নামে একটা কল আছে। ওদের বলবে, ফিলিপিনো এয়ারের প্লেন কাল সকালে সিডিউল মানতে পারবে না, আরো চার ঘণ্টা লেট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ডক্টর রানা জরুরী কাজে টোকিও যাচ্ছেন। জাপান এয়ার লাইনের একটা প্লেনে টোকিও অভিমুখে যাচ্ছে রাত তিনটায়। তাদের এই প্লেনেই সিটের ব্যবস্থা করেছে ফিলোপিনো এয়ার।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন।'—আকিকো বাইরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে ক্যাপ্টেন বাধা দিল, 'শোন ছোকরা, ফোন করে দু'মিনিট অপেক্ষা করবে। তারপর ফিলিপিনো এয়ারের স্টেশন ওয়াগনটা এনে দাঁড় করাবে হোটেলের দরজায়। ডেসকে রিপোর্ট করবে—বুঝলে?'

মাথা নেড়ে আকিকো চলে গেল বাথরুমের ভেতর দিয়ে। ক্যাপ্টেন একটা চেয়ারে বসলো। মাউজারটা নামিয়ে রাখলো উরুর উপর। পকেট থেকে চুরোট বের করে ধরালো। গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। রানার সিগারেটের তেষ্টা পেয়ে বসলো। বললো, 'আমাদের নিয়ে কি করতে চান?'

'একটু বেড়িয়ে আসবেন আমার জাহাজে করে।'—ক্যাপ্টেন চুরোটে টান দিল। বললো, 'বিয়ে করেছেন কদ্দিন?'

রানা সোহানার দিকে তাকালো। বাঁ হাতটা তুলে দিল ওর কাঁধে। সোহানা আরো কাছে সরে এল। রানা বললো, 'তিন মাস।'

'তবে আমার জাহাজে আপনাদের নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হবে।' —ক্যাপ্টেন বললো, 'ভালো লাগবে।'

'কিন্তু…?'

'কোন প্রশ্ন করবেন না। সবাই আপাততঃ ধারণা করবে, আপনি জাপান চলে গেছেন।'—ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালো। মাউজারটা তুলে বললো, 'দু'জন এবার উঠে দাঁড়ান। মাথার পিছনে হাত রাখুন। ঠিক আছে…নাগুচি?'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।'

'ওদের জিনিস-পত্র সার্চ করা হয়েছে?'

'না, ক্যাপ্টেন।'

'শীঘ্রী সার্চ কর।'

এক মিনিটে ওদের স্যুটকেস সার্চ করা হলো। কিছু পাওয়া গেল না। বালিশের নিচে, বা অন্য কোথাও কিছু নেই।

'কিছু নেই ক্যাপ্টেন।'—জানালো নাগুচি।

সোহানা রানার দিকে তাকালো।

ক্যাপ্টেন হঠাৎ সোহানার সামনে এসে দাঁড়ালো। আস্তে করে বললো, 'আপনার হ্যাণ্ড-ব্যাগটা কোথায়, মিসেস্ মাসুদ?'

'হ্যাণ্ড-ব্যাগ?'—সোহানা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

'হ্যাঁ, যেটা আপনার হাতে ছিল। কুমীরের চামড়ার তৈরী—এয়ার পোর্টে দেখেছি।'

সোহানা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলো। একটু থেমে থেকে বললো,

'বেড-সাইড ক্যাবিনেটে।'

ক্যাপ্টেন হেসে নাগুচিকে ইশারা করলো। নাগুচী বের করে আনলো ব্যাগটা। হাতে দিল ক্যাপ্টেনের। ক্যাপ্টেন ওজন নিয়েই হাসলো। বললো, 'ওজনটা কিন্তু কম না!'

রানা দেখলো, সোহানার মুখের রক্ত সরে গেছে। ব্যাগটা খুলে বিছানার উপর ঢেলে দিল ক্যাপ্টেন। চিরুণী, রুমাল, লিপিষ্টিক, মানিবেগ ক্লিপ-পেন — যাদু-বাক্সের হাজার রকম জিনিস বেড়িয়ে পড়লো। কিন্তু তাতে ভয়ঙ্কর কিছু পাওয়া গেল না।

হাসলো ক্যাপ্টেন। বললো, 'দেখুন ডক্টর মাসুদ, নতুন বিয়ে করেছেন, হয়তো ভ্যানেটি ব্যাগের গোপন খবর এখনো জানা হয় নি। দেখুন, মেয়েরা ষোল থেকে ছেচল্লিশ পর্যন্ত একরকম থাকে কি ভাবে। হাঃ হাঃ...'

— হাসি থেমে গেল ক্যাপ্টেনের। ব্যাগটা বিছানার উপর ফেলে দিতে গিয়ে ফেললো না। গভীর আগ্রহে ব্যাগের ভিতরটা দেখলো, চারিদিক হাতিয়ে হাতিয়ে ভিতরের একটা ক্লিপে চাপ দিল। কার্পেটের উপর কিছু পড়লো।

ক্যাপ্টেন তুললো সেটা মেঝে থেকে। পয়েন্ট টু-টু বেরেটা। ছোট্ট একটা পিস্তল।

'এটা কি ম্যাজিক সিগারেট লাইটার, না পারফিউম স্প্রেয়ার?' —সোহানাকে জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেন।

সোহানা রানার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো, 'আমার স্বামী একজন বিজ্ঞানী আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে নামকরা লোক। দু-দুবার তার জীবননাশের হুমকির সম্মুখীন হয়েছি।'

'গত তিন মাসেই?'—ক্যাপ্টেন বললো, 'মানে তিন মাস হলো আপনাদের বিয়ে হয়েছে ...।'

থতমত খেয়ে সোহানা বললো, 'বিয়ের আগে আমি ওর সেক্রেটারী

ছিলাম। পিস্তল রাখার জন্ম পুলিশের পারমিশন আছে...'

'ঠিক আছে, এটা আপাততঃ আমার কাছে থাকছে এবং আপনার স্বামীর জীবন রক্ষার দায়ীত্বও আমাদের। নাগুচি...'— ক্যাপ্টেন এবার নিজের পিস্তলটা উঁচু করে ধরে বললো, 'তুমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও, দেখ আকিকো এলো কি না।'

নাগুচি বেরিয়ে গেল। রানা ক্যাপ্টেনের কার্যকলাপে একটা সুষ্ঠতা দেখতে পেল। বোঝা যায়, এটাই ওর কাজ। এভাবেই এই ক্যাপ্টেন ধরে নিয়ে গেছে বৈজ্ঞানিকদের, এখান থেকেই। রানা তো ধরাই দিতে এসেছে।

দরজায় নক হল।

ক্যাপ্টেন দ্রুত ব্যালকনির দরজার পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। হাতে ম'উজার উদ্যত।

বেল-বয় ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে আকিকো। আকিকোর হাতে এবার একটা রেইন-কোট দেখা গেল। রেইন-কোটটা যে অকারণে ডান হাতের উপর ফেলে রাখে নি, বোঝা যায়। রানা জুতো পরলো। বেল-বয় জিনিস-পত্র নিয়ে বের হয়ে গেল আকিকো ওদের বের হতে নির্দেশ দিল।

নিচে নেমে এল রানা ও সোহানা। পেছনে আকিকো। ডেস্কে পৌঁছে রানা চাবি দিল। দু'এক জায়গায় সই করলো। ফিলিপিনো রিসেপশনিস্ট ছেলেটি রানার পিছনের কারো উদ্দেশ্যে মাথা নত করলো। বললো, 'গুড মর্নিং ক্যাপ্টেন মন দিউ। আপনার লোককে পেলেন?'

'না। ওরা আগেই নাকি এয়ারপোর্ট চলে গেছে। আমাকে এই রাতে আবার এয়ারপোর্ট যেতে হবে। একটা ট্যাক্সির জন্যে বলুন।'—ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন।

'ট্যাক্সির জন্যে বলছি।'—বলে থেমে গেল ফিলিপিনো ছেলেটি,

'এখনি ট্যাক্সি পাওয়া গেলেও দশ মিনিট সময় অন্ততঃ লাগবে। ড্রাইভারগুলো বড় আলসে। আপনার নিশ্চয়ই খুব তাড়া রয়েছে?'

'আমার সব কাজের তাড়া থাকে।'—ক্যাপ্টেন মন দিউ বললো, 'কাজের লোক আমি।'

ক্লার্ক রানার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'এই তো ডক্টর ও মিসেস মাসুদ রানা এয়ারপোর্ট যাচ্ছেন। এঁদের সঙ্গে আপনিও যেতে পারেন।'

'আপনার পরিচয় জেনে খুশি হলাম, ডক্টর মাসুদ।'—হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন। বললো, 'আমার নাম মন দিউ। আমাকে যদি এয়ারপোর্ট পৌঁছুবার ব্যবস্থা করে দেন....বাধিত হই।'—রানা ক্যাপ্টেনের হাতের শক্ত বাঁধন থেকে হাত বের করে নিল। দেখলো, কিছুক্ষণ আগের সেই কঠোরতা নেই। কেমন যেন ফূর্তিবাজ ভাব ফুটে উঠেছে মুখে। কিন্তু বাঁ হাতটা পকেটে আছে, ও হাতে ধরা মাউজার।

গাড়ির ব্যাক সিটে বসলো ক্যাপ্টেন এবং নাগুচি। মাঝের সিটে রানা ও সোহানা। ড্রাইভ করছে অন্য একজন, তার পাশে বসা আফিকো।

ম্যানিলা রানা এবং সোহানার কাছে পুরোনো শহর। ওরা শহর দেখছিল না। শহরের আলোগুলো সরে সরে যাচ্ছিল, আবার কখনো অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি এগুচ্ছিলো। ওদের কথায় বোঝা যাচ্ছে, ফিলিপিনো এয়ারের লোক এদের সঙ্গে আছে। এ ড্রাইভারটা?··· গাড়িটা ফোর্ট শান্তিয়াগোর পাশ দিয়ে এগিয়ে ডালপান ব্রীজে গিয়ে থামলো। ম্যানিলা শহরের বুক চিরে বেরিয়ে গেছে পাসিজ (Pasig) নদী। পাসিজ নদী-মোহনার কাছাকাছি ডালপান সেতু। ক্যাপ্টেন মন দিউ গাড়ি থেকে নামতে নির্দেশ দিল ওদের।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো রানা। পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো সোহানা। রানা ওর হাত ধরলো। অনুভব করলো সোহানার দ্রুত

পালসের গতি। ওদের জিনিস-পত্র নামানো হল। গাড়িটা সাঁ করে বের হয়ে গেল। ডালপান ব্রীজের উপর দিয়ে অদৃশ্য হল।

ওদের ওঠানো হল ছোট একটা মোটর-বোটে। এবং মুহূর্তের মধ্যে গুটগুট শব্দ তুলে বোট ছুটে চললো সমুদ্রের দিকে। কালো পানি, অন্ধকার রাতের প্রতিফলন। আশে-পাশে জ্বলছে, জোনাকীর মত আলো। এদিক ওদিক মোটর বোটের গুঞ্জন, মানুষের স্পন্দন।

—বোট ছুটে চলছে সমুদ্রের মোহনার উদ্দেশ্যে। ওদের উপর আকিকো ও নাগুচির পিস্তল একভাবে চেয়ে আছে। সোহানা সব কিছুর সঙ্গে আমেরিকান গ্যাঙস্টার ম্যাগাজিনে পড়া কোন ঘটনা মিলাতে চেষ্টা করছে কি?

মিনিট বিশেক পর বোট থেমে গেল। রানা দেখতে পেল সামনে একটা দৈত্যের মত কালো ছায়া। এখানে জায়গাটা প্রায় নির্জন। দূরে ম্যানিলা শহরের আলো। আরো দূরে মোটর-বোট, নৌকার আলো। কালো ছায়াটা ছোট আকারের সমুদ্রগামী স্কুনার। বোটটা স্কুনারের সঙ্গে লেগে দাঁড়ালো। আকিকো কার উদ্দেশ্যে যেন কি বললো—ওপর থেকে নেমে এলো রোপ-ল্যাডার। ক্যাপ্টেন উঠে গেল সবার আগে। আকিকো রানাকে উঠতে নির্দেশ দিল। রানা সোহানার হাত ছেড়ে দিল। সোহানা হাতটা আবার আঁকড়ে ধরতে গেল। রানা বাংলায় আস্তে করে বললো, 'ভয় না পাবার চেষ্টা কর।'

উপরে উঠে এলো সবাই। বোটের ড্রাইভার আবার বোটটা চালিয়ে এগিয়ে গেল শহরের দিকে।

রানা স্কুনারটার পুরোপুরি চেহারা সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। চারিদিকটা স্যাঁৎসেতে। ওদেরকে ভিতরে নিয়ে আসা হল। এর মধ্যে রানা অনুমান করলো, এটা সত্তর

ফিটের মত লম্বা। পানির লেভেল থেকে ডেকের উচ্চতা আট-নয় ফিটের মত।

এখানে সবাই নিজেদের মধ্যে চাইনিজে কথা বলছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন ইংরেজী ছাড়া কথা বলে না। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অন্যরা ভাঙা ইংরেজীতেই কথা বলে। এদের কেউ আসলে জাপানী নয়, রানা অনুমান করলো।

ক্যাপ্টেন দিউ নাবিকদের একজনকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের গেস্ট এসে গেছেন, রিসেপশনের ব্যবস্থা হয়েছে, পাও লিং?'

'সব তৈরী ক্যাপ্টেন।'

'এদের ঘর দেখিয়ে দাও। আমি আমার কেবিনে যাচ্ছি।'—ক্যাপ্টেন দিউ বললো, 'ডঃ মাসুদ, আপনার সঙ্গে পরে দেখা হবে।'

রানা বুঝতে পারলো নোঙর তোলা হচ্ছে। অন্ধকার কেটে যাবার আগেই এরা নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবে। পাও লিং রানাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে চললো। পিছে আকিকো পিস্তল ধরে আছে। ডেকের এক প্রান্তে এসে নিচু হয়ে একটা চৌকো ঢাকনা তুলল নাগুচি। টর্চ জেলে ভিতরে দেখলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'নেমে পড়ুন ভেতরে।'

রানা প্রথমে নামলো। দশ তাকের লোহার খাড়া মই। সোহানাও নেমে এলো। ওর মাথা ভিতরে যেতেই উপর থেকে মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। বল্টু লাগানর শব্দও শুনলো ওরা। সোহানা অন্ধকারে মই থেকে নামবে কিনা ভাবলো। রানা ওকে ধরে নামিয়ে আনলো। এক মিনিট দু'জন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। অন্ধকারে চোখ কিছুটা অভ্যস্ত হলে চারিদিকটা ঘুরে দেখলো। একটা লোহার নেটে আবরিত টিমটিমে আলো উপরে জ্বলছে। ঘরটা জাহাজের মাল-ঘর। চারিদিকে কাঠের বাক্স।

নোংরা, অন্ধকার, ভেজাভেজা ভাব যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ। বৃষ্টিতে দু'জনই ভিজে গেছে। তারপর ইঞ্জিনের একঘেয়ে শব্দ। রানা চারদিকের কাঠের দেয়াল দেখে বুঝলো, বের হবার একটাই পথ, যে পথে ঢুকেছে। হাসলো মনে মনে: এখানে বন্দী হতেই আসা, অথচ বেরুবার কথা ভাবছে। অভ্যাস হয়ে গেছে। মানুষের বেঁচে থাকার সাধারণ প্রবণতা তাকে প্ররোচিত করেছে বেরুবার কথা চিন্তা করতে। এভাবে বন্দী করে তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? সোহানার চেহারা দেখে মনে হল ভাবছে সবকিছুকে এখন থেকে মেনে নিতে হবে। এখন দু'জনই নিয়তির হাতের পুতুল। নিয়তি! অন্ধকারে নিয়তির কথা ভাবতে গিয়ে সেই চেনা বলিরেখার অকারণ বিভ্রান্তিতে ঢাকা দু'টো চোখ মনে পড়লো। মেজর জেনারেল এখন কি ম্যাপের সামনে বসে হিসেব কষছেন?

রানা এগিয়ে গেল কাঠের এয়ার-টাইট দরজার দিকে। এটা জাহাজের পিছনের দিক। সামনের দিকে একটা ছিদ্র পাওয়া গেল। তাতে চোখ লাগিয়ে ওপাশে কি আছে দেখার চেষ্টা করলো, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ডিজেলের গন্ধে বুঝতে পারলো, ওটা ইঞ্জিন-ঘর। একটা খোলা দরজা দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখলো, পুরানো নোংরা ল্যাট্রিন। বেসিনের ট্যাপ খুলে দেখলো, পানি আছে। সমুদ্রের পানি নয়। এক কোণে দেখতে পেল, ছয় ইঞ্চি ডায়া-মিটারের ফোকর। উঁকি মারার চেষ্টা করলো, পারলো না।

রানা সোহানার পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'হানিমুন কেমন জমেছে?'

উত্তর দিল না সোহানা। রানা পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট এবং লাইটার বের করলো। একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে লাইটার জ্বালালো। সিগারেটে আগুন নেবার আগে সোহানার

মুখের সামনে ধরলো। না হানিমুন তেমন পছন্দ হচ্ছে না মেয়েটার। জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। এমন চেহারায় দেখা হয় নি মেয়েটাকে। অসহায় করুণ। বড় বড় চোখ দু'টো ভাষাহীন। চুল এলোমেলো, ভিজে। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে নিয়ে নিভিয়ে দিল লাইটটার। ডান পায়ের জুতোটা খুললো। মই-এর দিকে এগিয়ে গেল।

'কি হচ্ছে?'—সোহানা বললো, 'এখন কি করবেন?'

মই বেয়ে উঠে গেল রানা। বললে, 'রুম সার্ভিস।'—জুতোর হিল দিয়ে ঢাকনার গায়ে সজোরে কয়েকবার ঠুকলো। কাঠের ঢাকনায় শব্দ হল বেশ।

'আপনার এখন অস্ত্র জাতীয় কিছু খুঁজে বের করা উচিত।'—সোহানা বললো, 'নইলে নিশ্চয়ই ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।'

'মারলে তো এই সমুদ্রে এত কষ্ট করে নিয়ে এল কেন?'—রানা হাসলো, 'মাথায় ঘিলু আছে? মারলে ঢাকাতেই মারতে পারতো। তোমার মনে রাখা উচিত, তুমি যার তার স্ত্রী নও, ডক্টর মাসুদ রানা তোমার স্বামী। ওরা ডক্টর মাসুদ রানাকে ব্যবহার করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে—মারতে হয় পরে মারবে। তাছাড়া ক্যাপ্টেন দিউকে আর যাই মনে হোক, খুনে মনে হয় না।'—রানা আরো কয়েকবার হিল ঠুকলো।

উপরের পাটাতনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। এবার কেউ ঢাকনা খুলছে। ঢাকনা কিছুটা ফাঁক হল। টর্চের আলো এসে ভেতরে পড়লো। উঁকি দিল পাও লিং। বললো, 'আপনারা ঘুমোতে চেষ্টা অথবা অন্য কিছু করছেন না কেন? শুধু শুধু গোওগোল!'

'আমাদের জিনিস পত্র কোথায়?'—রানা বললো, 'শুকনো কাপড় ছাড়া অন্য কিছু করা বা ঘুম কোনটাই সম্ভব নয়।'

—সুটকেস এল। সেই সঙ্গে এল ক্যাপ্টেন দিউ। তার এক হাতে পিস্তল অন্য হাতে টর্চ। ডিজেলের গন্ধ উপচিয়ে ক্যাপ্টেনের

মুখের হুইস্কির গন্ধে ভরে গেল এক মুহূর্তের জন্যে। আবার পুরানো বমি আসা গন্ধ। ক্যাপ্টেন বললো, 'স্যুটকেসগুলো ভালোমত চেক করতে সময় লাগলো—কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'না বেশ আরামেই আছি।'—রানা বললো, 'এ ঘরটা কারা সেন্টেড করেছে?'

হো হো করে হাসলো ক্যাপ্টেন দারুণ রসিকতা মনে করে। বললো, 'শুকনো নারকেলের শাঁস আর হাঙরের কাঁটা রাখা হয়েছিল।' ফরাসী রেস্তোঁরায় তেত্রিশ বছরের পুরানো নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডির গন্ধ নেবার মত করে শ্বাস দিয়ে ক্যাপ্টেন বললো, 'গন্ধটা বেশ স্বাস্থ্যকর, সবাই বলে!'

'তা বটে!'—রানা রেগে বললো, 'এ জেলে কতক্ষণ থাকতে হবে আমাদের?'

'সকাল আটটায় আপনাদের ব্রেকফাষ্ট দেওয়া হবে।'—প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ক্যাপ্টেন। তারপর সোহানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'দুঃখিত মিসেস্ মাসুদ, এ জাহাজে আপনার মত মহিলারা খুব একটা চড়েন না—তাই তেমন আরামের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আপনারা জুতো পায়ে দিয়েই ঘুমোবেন।'

'কেন?'

'পিকিং-ককরোচেস'—ক্যাপ্টেন বললো, 'এরা পায়ের তলার প্রতি খুব পক্ষপাতিত্ব দেখায়!'—ক্যাপ্টেনের হাতের টর্চ জ্বলে উঠলো। আলো গিয়ে পড়লো এক কোণে। রানা সোহানা দু'জনই দেখলো, আরশোলা, চীনা আরশোলা। আকারে বিরাট। এবার ভয় পেয়েছে সোহানা। রানার কনুই জড়িয়ে ধরলো। বললো, 'এত বড়।'

'শুকনো নারকেলের শাঁস আর ডিজেল তেল খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে।'—পাও লিং দাঁত বের করে বললো, 'ডি. ডি. টি.-ও।

ওরা...।'

'হয়েছে, ওদের জীবনী শোনার আগ্রহ ডক্টরের এখন নেই।'—ক্যাপ্টেন রানার হাতে নিজের টর্চটা দিয়ে বললো, 'এটা রাখুন, সকালে দেখা হবে।'—বলেই উপরে উঠে গেল।

ওরা বেরিয়ে গেলে রানা কাত হয়ে থাকা তক্তা টেনে উপরে তুলতেই মাঝখানের জায়গাটায় একটা প্লাটফর্ম হয়ে গেল। রানা বসে পড়ে সোহানাকেও বসে পড়তে ইঙ্গিত করলো। সোহানা পাশেই বসলো। রানা স্যুটকেসটা টেনে বললো, 'শার্ট'টা বদলে নাও।'

সোহানা স্যুটকেস খুলে একটা শার্ট বের করে উঠে দাঁড়ালো। রানার দিকে পেছন ফিরে শার্ট'টা খুলে এক কোণে ফেলে দিতে নতুন শার্টে পিঠটা ঢেকে ব্রার হুক আলগা করলো। বের করে আনলো দুই হাতের ভেতর থেকে। ছুড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে।

সোহানা শার্টের বোতাম লাগিয়ে এসে দাঁড়ালো এদিকে। বসে পড়লো রানার পাশে। রানা স্যুটকেস দু'টো মাথার কাছে রেখে বললো, 'শুয়ে পড়।'—পাশ ঘেঁষেই শুয়ে পড়লো সোহানা। রানা বুঝলো, স্যুটকেস মাথায় দিতে বেচারীর কষ্ট হচ্ছে।

রানা শুয়ে পড়ে বললো, 'আমার হাতে মাথা রাখবে?'

সোহানা কিছু বললো না। রানা হাতটা সোহানার মাথার নিচে দিয়ে কাঁধের উপর টেনে আনলো চুল-ভরা মাথাটা! সোহানা একটু নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে নিল। হাতটা রানার বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখলো। রানা ওর চুলের গন্ধ পাচ্ছিল। বুকের নরম স্পর্শ মনে এক বিচিত্র অনুভূতি ছড়াচ্ছিল। কিন্তু ভাবছিল, অন্য কথা...। হঠাৎ সোহানা বললো, 'টর্চটা দাও তো একটু।'

রানা কোন কথা না বলে ওর বুকের উপর রাখা হাতে টর্চটা দিল। সোহানা টর্চের আলো আরশোলাগুলোর উপর ফেললো।

ওরা একটু নড়ে চড়ে গেল।

'রানা?'

'বল।'

'এত বড় আরশোলা দেখেছো আগে?'

'তোমার মত ছেলেমানুষ দেখি নি।'

সোহানা আলো নিভিয়ে মাথা সরিয়ে নিতে গেল। রানা নড়তে দিল না। সোহানা চুপ করে পড়ে রইল। রানা ওর মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললো, 'ঘুমোতে চেষ্টা কর। কখন আবার ঘুমোতে পারবে তার ঠিক নেই।'

স্কুনারটা প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। ঘুমোতে পারলো না রানা বাকী রাতটা। কিন্তু সোহানা ঘুমের অতলে হারিয়ে গেল।



সোহানার মাথাটা রানার কাঁধ থেকে নেমে গেছে। ও রানার হাতটা আঁকড়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। স্কুনারের প্রচণ্ড দোলায় হঠাৎ উঠে বসলো। ঘুমঘুম চোখে রানাকে দেখে হাসলো। রানা ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কেমন লাগছে?'

'উ'''ম ··ভাল।'—বাঁ হাতটা তুলে কালো-চওড়া ব্যাণ্ডে বাঁধা ঘড়িটা দেখলো। বললো, 'সাড়ে আটটা। আমরা এখন কোথায় আছি?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও।'—উঠে বসতে বসতে বললো রানা।
কামরাটা এখন বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা ভেন্টিলেশনের ফোকড় দেখা গেল। রানা প্লাটফর্ম থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এ জায়গাটা ফাঁকা। রানার কানে কতকগুলো কথা ভেসে এল। উপরে কেউ কথা বলছে। একটা বাক্স টেনে নামালো। এবং তার উপর দাঁড়িয়ে ফোকড়ে কান লাগালো। ট্রাম্পেট আকারের ভেন্টিলেটর হেড-ফোনের কাজ দিচ্ছিল। মৃদু কথাও এখানে শব্দ-তরঙ্গে এসে এম্প্লিফাই হয়ে যাচ্ছিল। রানা দু'জনের কণ্ঠে কথা-বার্তা শুনছে— তারা ভেন্টিলেটরের কয়েক ফুট দূরেই যেন রয়েছে। চীনা ভাষায় কথা বলছিল ওরা, যা রানার বোধগম্য নয়। তবু কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে নেমে এল বাক্স থেকে।

'এটা কি হল?'

'কিছু না। তবে এখান থেকে আমরা ডেকের কথাবার্তা শুনতে পাবো, বুঝতেও পারবো যদি তারা চাইনিজে না বলে।'

'চাইনিজ।'—সোহানা বললো, 'আরো একটা কথা তোমাকে জানানো উচিত ছিল, এ মিশনে আমার আসার যোগ্যতার মধ্যে একটা— আমি চাইনিজ জানি কিছু কিছু।'

রানা মুগ্ধ হয়ে তাকালো সোহানার দিকে। বুড়োর বুদ্ধি আছে। মনের ভাব প্রকাশ না করে শুধু বললো, 'ক্ষিধে পেয়েছে?'

মাথা নাড়লো সোহানা। পেয়েছে।

রানা আবার জুতোর হিল ঠুকে দিয়ে এলো। ঢাকনা খুলে গেল। উঁকি দিল পাও লিং-এর পিস্তল, তারপর তার ভোঁতা মুখটা। রানা বললো, 'সকালেই খাবার দেবার কথা ছিল।'

'দশ মিনিটের মধ্যেই এসে যাচ্ছে।'—আবার ঢাকনা বন্ধ হল।

দশ মিনিটের আগেই ঢাকনা খুলে গেল আবার। একটা ছোকরা

নেমে এল ট্রে হাতে নিয়ে।

ওদের দু'জনের চোখ খয়েরী রঙের অদ্ভুত একটা জিনিসের উপর হোঁচট খেল। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি জিনিস?'

'ভালো—পুডিং।'—বললো ছেলেটি, 'খুব ভাল। এই যে কফি। এটাও খুই ভাল।'—ছেলেটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বললো। ওরা কিছু বলার আগেই ছেলেটা মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

রানা পুডিং এর কিছুটা অংশ তুলে মুখে দিয়ে দেখলো জঘন্য স্বাদ। সোহানা রানাকে মুখে দিতে দেখেই বমি করার উপক্রম করলো। রানা হেসে ফেললো। সোহানা বললো, 'না খেয়েই থাকতে হবে। শুধু কফিই খাওয়া যাক।'—কফির পটটা টেনে নিল ও। রানার চোখ আটকে গেল কাঠের বাক্সের উপরে। বললো, 'ন', না খেয়ে থাকতে আমি পারবো না।' —উঠে গেল বাক্সের কাছে। ভেতরে টর্চ মেরে বললো, 'জিনের বোতল মনে হচ্ছে।'

'ক্ষিদের চোটে শর্ষেফুল ছাড়া আর কিছু দেখছি না আমি।'—সোহানা বললো, 'তুমি দেখছ জিন।'

রানা বাক্সের একটা কাঠ খসিয়ে ফেলল। এগুলো এত হাল্কা কেন? ভেতরে হাত দিয়ে খড়ের ভেতর থেকে বের করে আনলো একটা বোতল। মুখ খুলে গন্ধ শুকে চুমুক দিয়ে দেখলো। হ্যাঁ, ফান্টা জাতীয় পানীয়। রানা আরো একটা বোতল বের করে সোহানাকে দিল। সোহানা বললো, 'এতে পেট ভরবে?'

'দাঁড়াও না, এ-ঘরে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

রানা মহা উৎসাহে অন্য বাক্সগুলোয় কি আছে খুঁজতে লেগে গেল। সোহানাও সাহায্যের জন্যে হাত লাগালো। প্রথম তাকের এক সারি খাবারের প্যাকিং-বক্স থেকে ওরা বের করলো ফলের বাক্স, পনির, এবং

মাংস। দু'জন মিলে পেট ভরে খেয়ে আরো দু' বোতল পানীয় পান করলো। খাওয়া শেষ করে সোহানা বললো, 'এবার আর এক দফা ঘুম দেওয়া যাক।'—রানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি তো সারারাত ঘুমোতে পারো নি।'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি দেখলে কেমন করে?'

'বুঝতে পারা যায়।'—সোহানা বললো, 'তুমি জেগে কি ভাবছিলে? ওদের হাতে তো আমরা ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছি, তাই না?'

'ভাবছিলাম, এরা কারা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'এরা কি, জানি না। তবে···'—সোহানা বললো প্যাকিং বাক্সগুলো দেখিয়ে, 'এগুলো কম্বোডিয়ান সরকারের।'

'কি করে বুঝলে।'

'বাক্সের গায়ে চাইনিজ ভাষায় লেখা আছে।'

রানা বললো, 'আর কি লেখা আছে?'

'প্রত্যেকটার গায়ে লেখা বাতিল। এটাতে আছে এ্যালকহল কমপ্রেস, ফ্লিট এয়ার আর্ম।'

এবার রানা এক পাশের বাক্সগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমটা সরিয়ে ফেললো, 'এটাতে কি লেখা আছে?'

'বায়নোকুলার—জিনিসগুলো আসলে রেড চায়না কম্বোডিয়াকে দান করেছে।'—সোহানা অন্য বাক্সগুলোর লেখা পড়ে গেল, 'এয়ার ক্রাফ্-টের লাইফ বেল্ট।'—রানা বাক্সটা খুললো। উপরের লেবেলে মিথ্যে নেই: লাল রঙের লাইফ-বেল্ট, কার্বন-ডাই-অক্সাইট চার্জ করা হলদে সিলিণ্ডার রয়েছে সঙ্গে। সঙ্গে রয়েছে আরেকটি সিলিণ্ডার। তার উপর, চাইনিজ পড়তে না জানলেও বুঝতে অসুবিধা হল না, এটা শার্ক রিপেলেন্ট।

'এ স্টুনারটা যদি চাইনিজ বা কম্বোডিয়ান সরকারী জিনিষ হয়

তবে এরা আমাদেরকে কিডন্যাপ করলো কেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' —সোহানা জিজ্ঞেস করলো, নিজেই বললো, 'অবশ্যি এ লেখাগুলো এরা নিজেরাও লিখতে পারে।'

'এরা চাইনিজ হোক আর কম্বোডিয়ান হোক—কোন সাহসে আমাদের এখানে এসব জিনিস পত্রসহ বন্দী করলো? এখান থেকে যদি পালাতে চাই, অনায়াসে পালানো যায়।'—রানা বললো, 'অবশ্যি এরা নিয়ে যাচ্ছে ডঃ মাসুদ রানাকে, স্পাই মাসুদ রানাকে নয়।'

রানা আরেকটা বাক্স খুলে ভেতর থেকে নীল কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বের করলো। এতে 'বিপদ' কথাটা কয়েক ভাষায় লেখা আছে। ইংরেজীটা পড়লো—'অ্যামোন্যাল'। রানা খুব সাবধানে ওটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখলো। সোহানা মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা কি?'

'পঁচিশ পারসেণ্ট অ্যালমনিয়াম পাউডার। শক্তিশালী ব্লাসটিক এক্সপ্লোসিভ। এ স্কুনার এবং এর সব ক'জনকে উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট'—রানা বললো, 'এভাবে এই গরম জায়গায় অসাবধানে রাখলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।'—পরের বাক্সটা আর দেখলো না। বললো, 'ওতে নিশ্চয়ই নাইট্রোগ্লিসারিন আছে।'

রানার কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠেছে। সোহানা হঠাৎ বললো, 'তুমি ভয় পাচ্ছো?'

'ভয়!' রানা বললো—'না। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছি।'—রানা দেখলো মেশিনগানের বেল্ট এ্যামুনেশন। কিন্তু আর কিছু দেখার চেষ্টা করলো না। সোহানার মুখ সাদা হয়ে গেছে। দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে, যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। রানা পিছনের দিকে এগিয়ে গেল। চোখ বুলিয়ে নিলো জিনিসগুলোর উপর: ছয়টা ডিজেলের ড্রাম রয়েছে, তাতে ভর্তি কেরোসিন ও ডি. ডি. টি। পাশে সাজানো অনেকগুলো ফ্রেশ-

পানির ড্রাম। পাঁচ গ্যালনের ড্রাম, সহজেই বহন করা যায়। বোঝা যায়, এ পানি স্কুনারের জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। একটা লোহার চকচকে বাক্স দেখে কৌতূহলে ডালাটা খুললো। চোখে পড়লো কিছু পুরানো নাট বল্টু, রাখা রয়েছে; হাতুড়ি জ্যাক, বটল স্ক্রু ইত্যাদি।

সোহানাকে নীরব দেখে তাকালো রানা। দেখলো, বসে পড়েছে ও গতকালের 'বিছানায়'। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। দু'চোখে একটা শূন্য, অসহায় দৃষ্টি। রানা দ্রুত পায়ে ওর কাছে এসে দাঁড়ালো। সোহানা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে, হাসার চেষ্টা করলো, পারলো না। কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ—সোহানা বললো, 'আমি অসুস্থ বোধ করছি।'

রানা চারদিকটায় মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে গত রাতের মত বাঁ পায়ের জুতো খুলে মই বেয়ে উপরে উঠে গেল, ঠুকলো সজোরে।

এবার ডালা খুললো ক্যাপ্টেন দিউ নিজে। রানাকে মইয়ের মাথায় দেখে হাতের চুরোটটা নামালো। কিন্তু তার মুখ খোলার আগেই রানা বললো, 'ক্যাপ্টেন, আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার বাতাস দরকার। ডেকে এসে বসতে পারে ও?'

'অসুস্থ!'—ক্যাপ্টেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো, 'জ্বর!'

'না, সী সিক।'

ক্যাপ্টেন দুঃখিত হয়েছে। কিছু না বলে ডেকটা দেখলো। তারপর বললো, 'দাঁড়ান, এক মিনিট।'—দূরে দাঁড়ানো আকিকোকে কি যেন ইঙ্গিত করলো। আকিকো ডেক টেবিলে রাখা বায়নোকুলারটা নিয়ে ক্যাপ্টেনের হাতে দিল। ক্যাপ্টেন ৩৬০০ দিগন্তরেখায় দৃষ্টি-ক্ষেপণ করে চোখ থেকে ওটা নামিয়ে বললো, 'আপনার স্ত্রী উপরে আসতে পারেন। ইচ্ছে করলে আপনিও।'

নীল, যথা কাঁচের মত আকাশে জলজলে সাদা সূর্য। পশ্চিম দিকে সমুদ্রের রঙ সবুজ মেশানো নীল, পূর্বের রঙ গাঢ় সবুজ, সূর্যের প্রতিফলনে চকচক করছে। বাতাস ঢেউ দিয়ে খেলছে, কানের কাছে বাতাসের একঘেয়ে শব্দ বেজে যাচ্ছে। সোহানার খোলা চুল উড়ছে। রানা দেখলো, চারদিকে কোনকিছু নেই। চোখ যতদূর যায় মেলে দেখার চেষ্টা করলো—কোথাও কোন জাহাজের চিহ্ন দেখলো না।

'দেখ, একটা পাখিও নেই, উড়ন্ত মাছ পর্যন্ত না।'—ভয় ফুটে উঠলো সোহানার কণ্ঠে, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'কোথায় যাবো তা জানলে ত প্লেন চার্টার করে চলে আসতাম। ঘুমাও।'

'হু··· ম্.।'—সোহানা ডেক-চেয়ারে গা বিছিয়ে চোখ বন্ধ করলো।

রানা দেখলো, ডেকের ওপাশে একটা ভেন্টিলেটরের মুখে দাঁড়িয়ে আছে নাগুচি, হাতে সাব-মেশিনগান। রানা মেশিনগানের ক্ষুধার্ত মুখ থেকে চোখটা সরিয়ে স্কুনারের উপরে নিবদ্ধ করলো। দেখলো, রাতে যা ভেবেছিল তা নয়। স্কুনারটা বেশ বড়, অন্ততঃ একশো ফিট লম্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার স্কুনার। রানা দেখলো, রেডিও-রুম এবং তার সামনের ভেন্টিলেটরের ট্রাম্পেটমুখ রেডিও-রুমের দিকে ফেরানো। রেডিও-রুমের ওপাশে ক্যাপ্টেনের কেবিন। রানার বিস্মিত চোখের দৃষ্টি সোহানার উপর ফিরে সহজ হল। ঘুমুচ্ছে? চোখ বন্ধ। বুক একতালে ওঠা নামা করছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে। শার্টের একটা বোতাম খোলা। বাতাস ঢুকে ফুলে ফুলে উঠছে শার্টটা। আবার লেগে যাচ্ছে ব্রেসিয়ার-হীন বুকের সঙ্গে। সুন্দর লাগছে কাত হয়ে থাকা চুলে ঢাকা করুণ মুখ, বুকের নরম অবস্থান। বাতাস, সমুদ্র, সূর্য। রানা চোখ বুঁজলো। ভাবলো, বাতাস, খোলা চুল, সমুদ্র, আমি, সোহানা। ভাবলো সোহানা ও আমি। ভাবলো আমি।

ঘুম থেকে উঠে বসলো রানা। ঠিক তখন দুপুর। মাথার উপর খাড়া সূর্য। দেখলো, পাশে বসা ক্যাপ্টেন। দেখলো, সোহানার মুখ চুলে ছেয়ে গেছে। গভীর ঘুমে একেবারে তলিয়ে গেছে মেয়েটি।

ক্যাপ্টেন বললো, 'আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপাততঃ এটা চলবে ?'—ক্যাপ্টেন ইঙ্গিত করলো হাতের গ্লাসটার দিকে।

রানা বললো, 'ওতে কি আছে —সায়ানাইড ?'

'স্কচ।' — ক্যাপ্টেন না হেসে বললো, এবং পাশের বোতল থেকে আর একটা গ্লাস ভরে এগিয়ে দিল। সোহানাকে দেখিয়ে বললো, 'উনি খুব ক্লান্ত।'

'ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে!'—রানা স্কচে চুমুক দিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলো, 'আপনি কার হয়ে কাজ করছেন?'

'কি কাজ?'—গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল ক্যাপ্টেন দিউ। অবাক হয়ে তাকাল রানার চোখে।

'আমাদেরকে এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়, এবং কেন?'

'আপনার আরো একটু ধৈর্য থাকা উচিত, ডক্টর মাসুদ।'

'আমাদেরকে কতক্ষণ থাকতে হবে এভাবে?'

একটু চিন্তিত দেখা গেল ক্যাপ্টেনকে। বললো, আমিও তাই ভাবছি। ওরা আগে খুবই উৎসাহী ছিল অথচ এখন অন্য কথা বলছে, বুঝতে পারছি না।'

'ওরা ওসব কথা গতরাতে বললে আপনাকে এত ঝামেলায় পড়তে হত না?'— চট্ করে প্রশ্ন করলো রানা।

'তখন ওরা জানতো না। এই পাঁচ মিনিট আগে ওদের সঙ্গে

কথা বলেছি রেডিওতে। আবার কথা বলবো নাইনটিন আওয়ারে, ঠিক সাতটায়, তারপর আপনার সম্পর্কে আমরা অন্য কিছু ভাববো।' —ক্যাপ্টেন কথাগুলো বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর তাকালো সোহানার দিকে। এক নজরে তাকিয়ে থেকে বললো, 'আপনি ভাগ্যবান ডক্টর মাসুদ। বড় মিষ্টি দেখতে আপনার স্ত্রী।'

'ভাগ্যে তা সইবে কি?'

উত্তর দিলো না ক্যাপ্টেন। কিছুক্ষণ নীরবে পান করে চললো, তারপর বললো, 'আমার একটি মেয়ে আছে এই বয়সী – হয়তো দু'এক বৎসর কম হবে বয়স। পড়াশুনা করছে পিকিং বিদেশী ভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানে ও এশিও ভাষার উপর ডিগ্রী নিচ্ছে। ও জানে, ওর বাবা কম্বোডিয়ান নেভীতে আছে। হয়তো ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

'আপনি কোন্ দেশী?'

'দেশ?' — ক্যাপ্টেন চুপ করে থেকে বললে, 'এক সময় ছিল ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু এখন দেশে ঢোকার অনুমতি নেই। এখন আমার দেশ কম্বোডিয়া।'

'ওখানকার নতুন সরকার আবার আপনাকে পরদেশী করে দেবে?'

ক্যাপ্টেনের মুখটা হঠাৎ করুণ মনে হল। উঠে দাঁড়ালো। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কার জন্যে এ কাজ করছেন?'

উত্তর দিল না ক্যাপ্টেন। বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেল।

বিকেল পাঁচটা। সোহানা পায়চারী করছিল ডেকের উপর। বলছিল, তার ভীষণ ভালো লাগছে। রানা দেখল, শীত শীত

বাতাসে কুঁকড়ে যাচ্ছে ও। এখন নিচ থেকে একটা কিছু নিয়ে আসা প্রয়োজন। ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে বায়নোকুলার। বললো, 'ডক্টর', এবার আপনাদেরকে নিচে যেতে হবে।'

রানা অনুমান করলো, তার শক্তিশালী বায়নোকুলারে নিশ্চয়ই কোন জাহাজ বা দ্বীপ ধরা পড়েছে। কোন রিস্ক নিতে চায় না সাবধানী ক্যাপ্টেন

নিচে মই বেয়ে নামতে নামতে সোহানা বললো, 'আবার হোটেল হিলটনের প্রেসিডেন্‌শিয়াল স্যুটে একটা রাত !'

'রাতটা হয়তো কাটাতে হবে না।'—রানা বললো, 'আজ সন্ধ্যায় আমাদেরকে এখান থেকে বেরুতে হবে। নইলে ওরাই বের করে ফেলে দিবে সমুদ্রে পায়ে বেড়ী দিয়ে।'

'মানে।'—সোহানা বললো, 'তুমি না বলেছিলে ক্যাপ্টেন আমাদেরকে মেরে ফেলবে না ?'

'কিন্তু মনে হয়, আমি ধরা পড়ে গেছি।'—রানা বললো, 'ক্যাপ্টেন আজ সারাদিন ড্রিঙ্ক করেছে, কিছু একটা ভাবছে, সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছে। আমি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে। যারা আমাদেরকে চেয়েছিল তাদের আর আমাদের দরকার নেই।'

'কেন ?'

'যে জন্যে ফুয়েল এক্সপার্ট দরকার পড়েছিল সে কাজ শেষ হয়ে গেছে অথবা ওরা কোন ভাবে খবর পেয়ে গেছে, আমি নকল লোক।'

'ক্যাপ্টেন বললো ?

'পরিষ্কারভাবে কিছুই বলে নি। তবে ক্যাপ্টেন নিজেই একটা বিপাকে জড়িয়ে পড়েছে, অনুমান করছি। সাতটায় ঠিক খবর পাওয়া যাবে।'—রানা দেখলো, সোহানা আবার ভয় পেয়ে গেছে। রানা ওর

কাঁধে হাত রাখলো, 'ভয় পেয়েছো?'

'ভয়? হ্যাঁ। হঠাৎ আমি আমার ভবিষ্যৎটা দেখার চেষ্টা করলাম, সেখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না অন্ধকার ছাড়া।'—সোহানা বসে পড়ল, 'তোমার ভয় হচ্ছে না, রানা?'

'হচ্ছে।'—রানা আস্তে করে উচ্চারণ করলো।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'—অস্থির কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো সোহানা। তারপর কয়েক সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'ভয় পেলে এই সীমাহীন সমুদ্রের বুকে পালাবার কথা বলতে পারতে না, এ সৌখিন চিন্তা তোমার মাথায় আসতো না।'

'ভয় পেলেই তো মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারায়, তাই না?'—রানা এগিয়ে গেল সেই বাক্সগুলোর দিকে। বললো, 'কাণ্ডজ্ঞান হারালেও এটুকু বিশ্বাস করতে পার, আমি মৃত্যুর ভয়ে আত্মহত্যা করবো না। মরার আগে বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে হবে।'

হঠাৎ উপরে ঢাকনার বল্টু খোলার শব্দ শোনা গেল। রানা কোণ থেকে সরে এসে সোহানার পাশে বসে কাঁধের উপর হাত তুলে দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে আনলো। ঢাকনাটা খুলে যেতেই আবার ছেড়ে দিল। রাতের খাবার দিয়ে গেল আকিকে। ওর মুখ গম্ভীর।

ডিনার খেয়ে রানা বললো, 'তুমি ভেন্টিলেটরের নিচে দাঁড়িয়ে ওরা কি বলে তার প্রত্যেকটা কথা শোনার চেষ্টা কর। আমি ততক্ষণে কিছু গুছিয়ে নিই।'—রানা একটা বাক্স টেনে তার উপর সোহানাকে উঠিয়ে দিয়ে চলে এল পেছনের দিকে লোহার মইয়ের কাছে। তিন সিঁড়ি উঠে একটা আনুমানিক হিসেব করে নিল ঢাকনা ও শেষ সিঁড়িটার দূরত্ব। নেমে এসে লোহার সেই নাট-বল্টুর বাক্সের ডালা খুললো। বের করলো জ্যাক, দেখলো মাঝের হাতল ঘুরিয়ে, তেল দেওয়াই আছে। দু'টুকরো শক্ত কাঠ জোগাড় করে একপাশে গুছিয়ে

রেখে রানা এয়ার-ক্রাফট্ টাইপের 'লাইফ' লেখা বাক্সটা খুললো। মোট বারোটা লাইফ-বেল্ট রয়েছে। রবার ক্যান্‌ভাসে মোড়া—চামড়ার ফিতে সাধারণ লাইফ-বেল্ট থেকে একটু অন্যরকম দেখতে। CO_2 সিলিণ্ডার ও শার্ক রিপেল্যাণ্ট ছাড়া আরো একটা ছোট ওয়াটার প্রুফ সিলিণ্ডার রয়েছে—তার থেকে একটা তার চলে গেছে কাঁধের ফিতের সঙ্গের লাল আলোয়। সিলিণ্ডারে ব্যাটারী আছে।

রানা সব গুছিয়ে রেখে ঘড়ি দেখলো, সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। রানা সোহানার কাছে এল। সোহানা একভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিছু শুনছো?'

'হুঁ'—সোহানা যেন লজ্জা পেল। বললো, 'দু'জন চাইনিজ ম্যাকাও অঞ্চলের মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করছে।'

'ইণ্টারেস্টিং?'—শার্ট খুলে ফেলে স্যুটকেস থেকে একটা নীল গেঞ্জি বের করে গায়ে দিল।

'ইণ্টারেস্টিং?'—একেবারে লাল হয়ে বললো, 'বাজে!'

রানা একটা শর্টস্ নিয়ে ওপাশে চলে গেল। প্যাণ্টের জিপার নামিয়ে খুলে ফেলে দিল। শর্ট'স্ পরলো। এসে আবার দাঁড়ালো সোহানার কাছে।

সোহানা এ চেহারায় রানাকে দেখে নি। ও চোখ ফিরিয়ে নিল। আবার তাকালো রানার দৃঢ়পেশী পোড়াটে শরীরের দিকে। লোকটাকে কেমন ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। মুখটা গম্ভীর করে রাখলে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। অথচ মেজর-জেনারেল বলেন, রানার মধ্যে একটা মন আছে—সংবেদনশীল মন।

রানা বললো, 'তোমাকেও এরকম কিছু পরতে হবে। যাও তিন মিনিট সময় দিলাম।'

সোহানা কোন কথা বলতে পারলো না। হুকুম। গম্ভীর মুখ। একাগ্রভাবে কিছু ভাবছে রানা। সোহানা নেমে এল প্যাকিং বাক্স থেকে। স্যুটকেস খুললো। দেখলো, রানা প্যাকিং বাক্সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তিন মিনিটে হল না। সাত মিনিট পরে ফিরে এল সোহানা একটা প্যাকিং বাক্সের আড়াল থেকে। ওর পরনে গভীর নীল রঙের শর্টস, টাইট হাতাকাটা একই রঙের অরলনের সোয়েটার। রানা তাকালো সোহানার দিকে। চোখ একমুহূর্তের জন্যে প্রশংসা করলো মেয়েটিকে। তারপর নেমে পড়লো বাক্স থেকে। বললো, 'তুমি শুনতে থাকো, ওরা এখনই কথা বলবে। এখন ঠিক সাতটা। এখানে দাঁড়াও, প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।'

রানা দাঁড়ালো। আবার চলে গেল পেছনের দিকে। ক্যানভাসের বেল্ট লাগানো দু'টো পানির ড্রাম বের করে এনে ঝাঁকালো। না, কোনোদিন দিয়ে পানি বেরোতে পারে না। অতএব ঢুকবেও না। ল্যাট্রিনের দরজা দিয়ে ও দু'টোকে নিয়ে গিয়ে ট্যাপ খুলে দিল এবং ছুটে এলো সোহানার কাছে। সোহানা কথা শুনছে। রানার দিকে তাকাবার অবসর নেই। রানা বুঝলো, তার খাটুনি বৃথা যাবে না। পালাতে হবে। উঠে দাঁড়ালো রানা ছোট একটা প্যাকিং-বক্সের উপর সোহানাকে ধরে। হ্যাঁ, ওরা কথা বলছে। ক্যাপ্টেন এবং আরেকজন। সোহানা বললো, 'আমাদের জন্যে ওরা আর্সেনিক মিশিয়ে ড্রিঙ্ক পাঠাবে।... তারপর সমুদ্রে ফেলে দেবে।'—রানা শুনলো ক্যাপ্টেনের নিচু গলার স্বর। ক্যাপ্টেন চায় না ক্রুদের আর কেউ একথা জানুক।

সোহানার হাত ধরে নামিয়ে আনলো ও। বললো, 'রেডি।'

সোহানা বললো, 'ওরা দু'ঘণ্টা সময় দিয়েছে আমাদের। রাত ন'টায় আমাদের পানিতে ফেলা হবে।

রানা কোনো কথা না বলে দ্রুত হাতে দু'টো লাইফ-বেল্ট তুলে নিল। দু'টোই পরিয়ে দিল সোহানাকে। বললো, 'কিছুতেই CO_2 সিলিণ্ডারের রিলিজ-বাটনে চাপ দিও না। পানিতে নামার পর ওটা ছেড়ে দেবে।'—রানা নিজের শোল্ডার-স্ট্র্যাপে হাত গলালো। এবং স্ট্র্যাপ এ্যাডজাষ্ট করতে করতে পানির খালি ড্রাম দু'টো নিয়ে এলো। বললো, 'এতে কিছু কাপড় নাও। দু'জনেরই কিছু কিছু নেবে। এটাতে এক ঢিলে দু'পাখী মারা হবে। যদি লাইফ-বেল্ট কোনভাবে নষ্ট হয় তবে ড্রামে ভাসা যাবে, আর শুকনো কাপড়-চোপড় রাখার ব্যবস্থাও হল।'

রানা ভেন্টিলেটরের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। না, কেউ কোন কথা বলছে না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রচণ্ড ধারায় বৃষ্টি, আশীর্বাদের মত।

এবারে রানা জ্যাক এবং কাঠের টুকরো দু'টো নিয়ে এসে লোহার মইয়ের নিচে রাখলো। সোহানার উদ্দেশ্যে বললো, 'রেডি?'

সোহানা মাথা নাড়লো।

রানা মই বেয়ে উপরে উঠে গেল। মইয়ের শেষ তাকে কাঠের টুকরোটা রেখে তার উপর বসালো জ্যাক। উপরে ঢাকনার সঙ্গে অন্য কাঠের টুকরোটা লাগিয়ে জ্যাকের মাঝখানের হাতলে প্যাঁচ কষল। জ্যাকের মাথা ঢাকনার সঙ্গে আটকে গেল। তাকালো সোহানার দিকে। ইশারা করলো সোহানাকে ভেন্টিলেটরে কান লাগাতে। সোহানা ভেন্টিলেটরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ইশারায় জানালো, কেউ নেই। রানা প্যাঁচ কষল। জ্যাকের মাথাটা চাপদিতে লাগলো কাঠের ঢাকনায়। দশ-বারোবার প্যাঁচ কষার পর কাঠের ঢাকনায় একটা মচমচ ধ্বনি শোনা গেল। শোনা গেল বৃষ্টির শব্দ আরো দুবার প্যাঁচ দিতে মড়মড় করে ভেঙে গেল ঢাকনার একটা দিক। রানা সোহানার হাতে নামিয়ে দিল জ্যাক, কাঠের টুকরো।

তুলে ফেললো ভাঙা ঢাকনা। হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে অপেক্ষা করলো দশ সেকেণ্ড। না, কোন গুলির শব্দ শোনা গেল না। খুলে ফেললো ঢাকনা। মাথা বের করলো। তাকিয়ে দেখলো, কেউ কোথাও নেই। প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি হচ্ছে। রানা বেড়িয়ে পড়লো। ইঙ্গিত করলো সোহানাকে। পনেরো সেকেণ্ডের ভেতর সোহানা উঠে এল দু'টো ড্রাম সহ। এগিয়ে গেল স্কুনারের পিছনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে, নিঃশব্দে। রেলিং-এর পাশে সরে গিয়ে এগিয়ে চললো। তারপর পেল ধরার মত কাছি একটা। ইঙ্গিত করলো সোহানাকে নামতে। সোহানা একটু ইতস্ততঃ করেই একটা ড্রাম নিয়ে নেমে পড়লো। পানিতে সোহানার অবতরণের শব্দ পেয়ে রানাও ঝুলে পড়লো। পড়লো কালো পানিতে। কেউ ওদের দেখলো না, কেউ পানির শব্দও শুনলো না। স্কুনারটা অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের সঙ্গে মিশে। কোন আলো জ্বালে নি ওরা।

প্রচণ্ডভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। রানা ডাকলো, 'সোহানা!'

সোহানার উত্তর পেল না। আবার ডাকলো।

ঢেউয়ের সঙ্গে এসে আছড়ে পড়লো সোহানা। রানা ওকে ধরে ফেললো। ও বললো, 'বৃষ্টির ছাঁট বড় লাগছে।'—একটু থেমে দম নিল, 'ওরা যখন জানবে, আমরা পালিয়েছি তখন ফিরে আসবে না?'

'না', অত বোকা ওরা নয়। ওরা ভাববে, আমরা মরবোই।'—রানা বললো, 'তবে আর্সেনিক খেয়ে অ্যাসেফিকে মরার চেয়ে লাইফ-বেল্ট পরে মরা অনেক ভাল, কি বল?'

সোহানার পছন্দ হল না কথাটা। বললো, 'এখন কি করবো? সাঁতার কাটবো?'

'সাঁতার কাটবো তো বটেই। কিন্তু কোন্‌দিকে কাটি বলতো?'—

রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এশিয়ার দিকে, না সাউথ-এ্যামেরিকার দিকে?'

'এসব বাজে কথা না বললেই কি নয়?' — রেগে গেল সোহানা।

'আমি একটু স্ফূর্তি আনার চেষ্টা করছি মনে।'—রানা বললো, 'স্রোত ও বাতাস একই দিকে যাচ্ছে, এদিকে সাঁতার কাটা আমাদের পক্ষে সবচে' সহজ।'

দু'জন একটু একটু করে এগুতে লাগলো। দশ মিনিট সাঁতার কেটে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছিল। এবং···ধীরে ধীরে ওদের কথা বন্ধ হয়ে এল। ক্লান্তির সঙ্গে ধীরে ধীরে একটা ভয় এসে ওদেরকে গ্রাস করলো।

ঘণ্টা আড়াই এভাবে সাঁতার কাটার পর সোহানা বললো, 'আমি আর পারছিনা। পা অবশ হয়ে আসছে।'

রানা ওকে ধরে ফেললো। আধঘণ্টা কেটে গেল। স্রোত ওদের এগিয়ে নিচ্ছিল। বৃষ্টির ছাঁট কিছুটা কমে এসেছে ততক্ষণে। হঠাৎ রানা চিৎকার করে উঠলো, 'সোহানা? মাটি।'

সোহানা পা নামিয়ে দিল।

ওরা দু'জন চার ফুট পানিতে দাঁড়িয়ে। সোহানা বললো, 'নিশ্চয়ই কোন দ্বীপ।'

কিন্তু ওরা কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকার হাতড়ে এগুতে লাগলো। উঠে এলো ডাঙায়।

রানা ড্রাম দু'টো টেনে তুললো। সোহানা বসে পড়লো মাটিতে তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়লো। রানা বসলো না, বললো, 'আমি পাঁচ মিনিটে আশপাশটা দেখে আসছি।' —অন্ধকারে এগিয়ে গেল। সোহানা চোখ বুঁজলো। কিছুই ত ভাবতে পারছে না।

পাঁচ মিনিট নয়, রানা ফিরে এল দু'মিনিটের মধ্যেই। কারণ

দশ পা যেতেই আবার নামতে হয়েছে পানিতে। রানা সোহানার সামনে দাঁড়াল, বললো, 'এটা কোন দ্বীপ না। সমুদ্রের মাঝখানে জেগে ওঠা একটা পাথর মাত্র।'

সোহানা কোন উত্তর দিল না। রানা বললো, 'কোরাল রীফ, প্রবালের একটা চাঁই। যা হোক, আমরা বেঁচে আছি।'

'হ্যাঁ'।—সোহানা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, 'বেঁচে আছি অথচ এখনো আমি ভাবতে পারছি না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। এ বেঁচে থাকাটা বড্ড বেমানান লাগছে — পুরোপুরি এ্যান্টি-ক্লাইমেক্স। এটা সত্যি বলে আমি মনে করতে পারছি না।'

রানা বুঝলো, এ মেয়ের কাব্য জেগেছে। ওকে বেশি না ঘাঁটানোই ভালো। পানির ড্রামের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো সোহানার পাশ ঘেঁষে। শিউরে উঠলো রানা। উপরে এই বৃষ্টি, নিচে কোরালের খোঁচা খেয়ে রাত কি ভাবে কাটবে? সোহানা রানার একটা হাত ধরে চোখ বুঁজে আছে। রানা ওর চেহারা না দেখেও অনুমান করতে পারলো, মেয়েটি ইণ্টারকনের সাঁতারের মেডেলগুলোর কথা নিশ্চয়ই ভাবছে না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এমন রাত, এমন বিশ্রী এবং বড় রাত রানার জীবনে আর এসেছে বলে মনে করতে পারলো না। সোহানা না ঘুমালেও কোন সাড়া-শব্দ করছে না।

রানা পুরো ঘটনাগুলো গুছিয়ে ভাবার চেষ্টা করলো। চেষ্টা করলো কয়েকটা প্রশ্ন মনে মনে তৈরী করে উত্তর খোঁজার: ১। ক্যাপ্টেন দিউ কার জন্যে কাজ করছে? ২। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? ৩। কেন দিউ তাকে 'পরিত্যাক্ত' হবার সম্ভাবনার কথা জানালো? ৪। কেন রেডিওতে নির্দেশ পাবার সময়টা বললো? ৫। তাদের সমুদ্রে ফেলা হবে জেনেও এই কোরাল-রীফের কাছ দিয়ে বুনার পাস

করালো কেন? ৬। কেন রেডিও-রুমের সামনে ভেন্টিলেটরের মুখ পিছন দিকে ঘোরানো ছিল? ৭। ক্যাপ্টেন দিউ দ্বিধায় ভুগছে কেন? কিসের দ্বিধা?

রানার মনে প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে বাজাতে লাগলো। বৃষ্টি থেমে গেল এক সময়। সমুদ্রের বাতাস আর ঢেউয়ের শব্দ রানাকে প্রশ্নগুলো ভুলিয়ে দিল। চোখে দুনিয়ার ক্লান্তি এসে ভর করলো। ঘুমের আগে আবছা অনুভব করলো, মানুষের উপস্থিতি, আলোর সংকেত। ঘুমে সে অচেতন হয়ে পড়লো।

সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় ঘুম ভাঙলো রানার। না সূর্য নয়, চোখ মেলেই রানা দেখলো দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। সোহানাও ঘুম ভেঙে উঠে বসে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, চোখ বিস্ফারিত হল অন্য লোকের উপস্থিতিতে।

এরা কারা?

আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। একসার ঢিবির মত সাজানো রয়েছে কোরাল নীল সমুদ্রে। চমৎকার সবুজ, হলুদ, বেগুনি এবং সাদায় অপূর্ব লাগছে দেখতে। কোরাল বেষ্টনী একটা লেগুন সৃষ্টি করেছে। গভীর নীল রঙ লেগুনের। অন্যদিকে অদ্ভুত আকারের দ্বীপ চোখে পড়লো একটা। এটা র কেটের মত লেগুনকে অন্যদিক দিয়ে বেষ্টন করেছে। এর উত্তর দিকটা সমুদ্র-সমতল থেকে খাড়া উঠে গেছে উপরে। পূর্ব-দক্ষিণ দিকটা সমুদ্রের সঙ্গে এসে মিশেছে। দ্বীপটি লম্বায় মাইলকয়েক হবে। উত্তর দিকের নীল পাহাড়ের শৃঙ্গে সূর্যের আলো পড়েছে। নিচের দিকে নারকেল গাছের সারি।

লোক দু'টো নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলো। ওরা এসেছে একটা ভেলায় করে। সোহানাকে রানা চীনা ভাষায় কথা বলতে নিষেধ করলো। জিজ্ঞেস করলো, ওদের কথা বুঝতে পারে কি না।

সোহানা বললো, 'এরা চীনাই বলছে, কিন্তু অন্য ধরনের। ওরা ওদেরকে নিতেই এসেছে। কেউ ওদের পাঠিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে রানার মনে হল, এরা এত দ্রুত খবর পেল কি করে? জেলে বলে তো এদের মনে হচ্ছে না।

পানির ড্রাম দু'টো কাঁধে নিল লোক দু'টো। রানা সোহানার হাত ধরে গিয়ে উঠলো ওদের ভেলাতে।

আধঘণ্টা লাগলো লেগুন পার হয়ে তীরে পৌঁছুতে। লোক দু'টোকে চেহারা দেখে সন্দেহজনক বলে মনে হয় না। সাধারণ পলিনেশীয়ান দ্বীপের লোকদের মতই দেখতে। তীরের কাছে এসে রানা দেখলো নারকেল আর অপরিচিত গাছের ছায়ায় ছোট একটা জন-বসতি। ভেলা এসে থামলো অনেক নারকেলের গুড়ি ভাসিয়ে তৈরী জেটিতে। নেমে এল ওরা। সোহানা রানার কাছ ঘেঁষে আছে। ওর চোখ অবাক হয়ে দেখছে চারদিক। লোক দু'টো ওদের ইশারা করলো অনুসরণ করার জন্যে। এগিয়ে চললো ওরা লোক দু'টের পিছনে পিছনে বালির বেলাভূমি ধরে।...রানা এবং সোহানা থমকে দাঁড়ালো।

একজন নগ্ন শ্বেতাঙ্গ সূর্যের আলোতে শুয়ে আছে একা। ওদেরকে দেখে উঠে দাঁড়ালো কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে। লোকটার মাথায় সোনালী চুল। মিউটিনি অন বাউন্টির ক্যাপ্টেন ফ্লেচার এখানে এল কি করে!

লোক দু'টো এগিয়ে গিয়ে সোনালী চুলের ফ্লেচারের সঙ্গে কথা বললো। কি কথা, ওরা শুনতে পেল না। দেখলো, সাহেব চলে গেল। নারকেল গাছের ছায়ায় ঘেরা একটা ছাউনিতে অদৃশ্য হল। সোহানা বললো, 'সাহেব এখানে কেন?'

'আমরা এখানে কেন?'— রানা বললো, 'আমরা ঘরকুনো বাঙ্গালী হয়ে চলে আসতে পারলাম, আর সাহেব পারবে না?'

'সাহেবটা কিন্তু আমাদের দেখে খুশী হয় নি।'—সোহানার চিন্তিত কণ্ঠ, 'অথচ ওর সাহায্য ছাড়া আমরা বিপদে পড়বো।'—তাকালো সোহানা নেটিভ লোক দু'টোর দিকে। দেখলো, কেউ নেই। ওরা চলে গেছে।

এমন সময় সাহেবকে দেখা গেল আবার। লাল-হলদে ফুল-পাতা শার্ট এবং পাজামা পরেছে। মাথায় পানামা টুপি। এগিয়ে এল ওদের দিকে। সোহানা দেখলো, সাদা দাঁড়িতে ঢাকা মুখ, কেমন যেন একটু খামখেয়ালী হাঁটার ভঙ্গি। এসে ইংরেজীতে বললো, 'আপনারা কোত্থেকে এলেন? বেড়াতে? আসুন, আসুন—নিশ্চয়ই একটা এ্যাড-ভেঞ্চারের গল্প শোনা যাবে।'—সাহেব কোন সম্ভাষণ ছাড়াই কথা বলতে শুরু করলো। এবং হঠাৎ থেমে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললো, 'অন্য কোন মতলব নেই তো?'

'মতলব?'- রানা অবাক হল।

'সখ, সখের কথা বলছিলাম।'—সাহেব আবার ফিরে চললো। ওরা অনুসরণ করলো তাকে। গিয়ে পৌঁছুলো একটা কাঠের বাড়িতে। ছোট্ট বাড়ি, মাটি থেকে চার ফিট ওপরে নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া কুঠিটা। সুন্দর একটা বারান্দা। সাহেব ওদের নিয়ে গেল বসার ঘরে। ঘরটার দেওয়াল দেখা যায় না বইয়ের স্তূপে।

সোহানা দেখলো, দু'একটা এনটিকস এবং আফ্রিকান পুতুল ঘরের একোণে ওকোণে যত্নের সঙ্গে সাজানো। পুরো ঘরে একটা আদিমতার ছাপ। অথচ সুন্দর।

রানা কয়েকটা বাক্যে দ্রুত এখানে আগমনের ঘটনা বলে গেল। ম্যানিলা হোটেল, কিডন্যাপ, ক্যাপ্টেন দিউ, হত্যার পরিকল্পনা, পলায়ন।

'বসুন, বসুন। বসে পড়ুন। আপনারা আমার গেস্ট, পরে শুনবো আপনার কথা। প্রথম কফি খান, খুব ক্লান্তি লাগছে আপনাদের।' —বলে একটা হিন্দু মন্দিরের মন্দিরার মত একটা ঘণ্টা বেদম জোরে নাড়া দিল। সোহানা রানা দু'জনই চারদিকে অবাক হয়ে চোখ ফেরাতে লাগলো। দেখলো, বৃদ্ধ ক্ষেপে উঠেছে, মন্দিরা নেড়েই চলেছে। এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ালো তামাটে রঙের এক নারী। সোরাং জড়ানো কোমরে, বুকে কাঁচুলী। সারা গায়ের একমাত্র অলঙ্কার—যৌবন। মসৃণ গায়ের রঙ কালো চোখ, পিঠে ছেড়ে দেওয়া চুল। নাভির অনেক নিচে নামিয়ে পরা ত্রিকোণ কাপড়—সোরাং। রানা স্প্যানীশ গিটারে নারকেল পাতা দোলানো একটা সুর শুনতে পেল যেন! সোহানা ভাবল, গগ্যাঁর কোন ছবি।

চেঁচিয়ে কি যেন বললো স্থানীয় ভাষায়। মেয়েটি চলে গেল পর্দার আড়ালে। বৃদ্ধ বললো, 'কোচিমা। এখানকার মেয়ে। আমার জন্যে কাজ করতো ওদের পুরো পরিবার।'

রানা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আমার নাম মাসুদ রানা, দেশ পাকিস্তান, পেশা বিজ্ঞানী, সলিড ফুয়েল টেক্‌নোলজিস্ট। আর ইনি আমার স্ত্রী, সোহানা মাসুদ।'

রানা বৃদ্ধের বাড়িয়ে দেওয়া বিশাল হাতটা হাতের মুঠোয় ধরলো। বৃদ্ধ টুপিটা নামিয়ে হাসলো, 'ফুয়েল টেক্‌নোলজিস্ট। আর্কিওলজিস্ট না।' — হাঃ হাঃ করে হাসলো। বললো, 'আমি হচ্ছি...'

'আপনি আর্কিওলজিস্ট?'— সোহানা জিজ্ঞেস করলো। উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললো, 'আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি ডক্টর পীয়ের অলিন। প্রফেসর অলিন। সুইডেনের বিশ্ববিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট।

প্রফেসর এবং রানা অবাক হয়ে তাকালো। রানা ভাবলো, মেয়েটা

এখানে এসেই ফ্ল্যাটারী শুরু করলো, দেখি! ডঃ অলিন বিস্ময়ের সঙ্গেই বললো, 'আমাকে আপনি চিনে ফেললেন দেখছি!'

'কেন চিনবো না!'—সোহানা হাসলো, 'আমাদের দেশের কাগজেও আপনার ছবি বের হয়, লেখা ছাপা হয়। তা ছাড়া বি. বি সি-র টেলিভিশন একটা সিরিজে আপনার লেকচারের উপর প্রোগ্রাম করেছে। ছবিটা আমাদের দেশের টেলিভিশনেও দেখানো হয় বছরখানেক আগে।'

'চমৎকার, চমৎকার।'—ডক্টর অলিন বললো, 'এমন সুন্দরী মেয়ের আর্কিওলজিতে ইন্টারেস্ট.—বাঃ, চমৎকার! আপনি কি আর্কিওলজির ছাত্রী?'

'না ডক্টর, আমি ও বিষয়ে আরো দশজনের মত সাধারণ জ্ঞানই রাখি। তবে আপনার পিটকোরিয়ান আইল্যাণ্ডের আদি-সভ্যতার উপর লেখা বইটি আমি পড়েছি।'

'চমৎকার, চমৎকার।'—ডক্টর অলিন প্রথমে বিস্মিত তারপর খুশী হয়ে উঠলো। তাকালো রানার দিকে, 'ডক্টর মাসুদ?'

'আমি?'—রানা ক্লান্তভাবে হাসলো, 'পিটকোরিয়ান আইল্যাণ্ডে যাবার বাসনা ছেলেবেলায় হয়েছিল মিউটিনি অন বাউন্টি পড়ে। এবার ভাবছি, আপনার সঙ্গে থেকে কিছু শিখে নেবো পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার জন্যে। ও আমার লাইটারের রি ফুয়েলিংও করতে পারে না। দু'জন কথা বলার মত কমোন কিছু বের করা প্রয়োজন, কি বলেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'- ডক্টর অলিন উঠে আবার ঘণ্টা বাজাতে লাগলো। কোচিমা প্রবেশ করলো ট্রে হাতে। রানা দেখলো মেয়েটির সোরাং নয়, ট্রের উপরে খাবার কি আছে। দেখলো, সোহানাও তাই দেখছে। এ মুহূর্তে অন্ততঃ আমাদের দু'জনের চিন্তাটা কমোন, রানা ভাবলো।

ডক্টর বললো, 'কফি খেয়ে নিন, আপনাদের জন্তে বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি।'— বলে বের হয়ে গেল। রানা ট্রে থেকে খাবা দিয়ে তুলে নিল একটা প্লেট। কি খাবার দেখলো না, ভাবলো না। মেনু পছন্দের সময় এখন নয়।

ডঃ অলিন ফিরে এসে বললো, 'আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ডঃ হুয়াং-এর ঘরে। হুয়াং আমার সহোযোগী। পিকিং গেছে বর্তমানে, এখানে ম্যালেরিয়ায় পড়েছিল। ওর ঘরেই সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবে ওরা।'

কোচিমা কফি ঢেলে এগিয়ে দিল। কোচিমাকে দেখলো রানা। মেয়েটির পোষাক এরকম হলেও চেহারায় কোথায় যেন সোফিস্টিকেশন আছে। যেমন এই ঘরটার আদিমতার মধ্যেও এসিডের গন্ধ। মৃদু গন্ধটা—হয়তো এদের কোন পানীয় বা কিছু পচে ঠিক বোঝা যায় না। ক্ষিদে-পেটে সব কিছুই অন্তরকম লাগে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে রানা আবার এখানে আসার ঘটনাটা বললো। এবার অলিনকে চিন্তান্বিত দেখালো। জোড়া ভ্রূতে কুঞ্চন দেখা গেল। জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যাপ্টেন দিউ আপনাকে কিডন্যাপ করেছিল নিশ্চয়ই হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। পরে মত বদলালো কেন?' –দু'সেকেণ্ড জবাবের জন্তে অপেক্ষা করেই বলে উঠলো, 'পাগলামী, সব পাগলামী।' — তারপরই আবার হাসলো, 'এখানে একবার যখন এসে পড়েছেন তখন বেরুতে পারছেন না শীঘ্রী। জাহাজ নেই, প্লেন নেই।'

'কোথাও খবর পাঠাবার মত রেডিও···?'

'রেডিও?'— হাঃ হাঃ করে হাসলো ডঃ অলিন, 'রেডিও রিসিভারই ছিল না সারা দ্বীপে। একটাও রেডিও ছিল না। এখন ওয়াং-এর কাছে একটা আছে। সাইক্লোনকে ও বড় ভয় পায়।'

'ওয়াং কে?'

'আজ আর নয়।'— ডঃ অলিন উঠে পড়লো, 'একটা ঘুম দিয়ে উঠুন। কাল সব বলবো। সবার সঙ্গে আলাপ হবে।'

ডক্টর বের হয়ে গেল, কোচিমা এসে দাঁড়ালো সামনে। ওদের ঘর দেখিয়ে দিল।

৪

ঘরে এসে দেখলো, ওদের প্যানির ড্রাম দু'টো সেই লোক দু'টো আগেই রেখে গেছে। ঘরটা মোটামুটি গোছানো। একটা বিছানা। তাতে পাশাপাশি দু'টো বালিশ সাজিয়ে দিয়ে গেছে।... সোহানা ড্রাম থেকে কাপড় বের করলো। রানা বাথরুম থেকে সেফ্‌টি রেজার নিয়ে জানালার কাছের টেবিলটাতে বসলো। সোহানা বাথরুমে ঢুকলো। রানা সেভ করতে করতে ডঃ অলিনের কথা ভাবতে লাগলো। ভাবলো ক্যাপ্টেন দিউকে। ক্যাপ্টেনকে সে যত বুদ্ধিমান মনে করেছিল তারচে' অনেক বুদ্ধিমান লোক সে আসলে। ডঃ অলিন সম্পর্কে ডিসিশন এখনো নেওয়া যায় না।...রানার ভাবনা গুলিয়ে গেল। দরজা খুলে সোহানা এসে দাঁড়িয়েছে। লাল পেড়ে সাদা শাড়ী পরেছে। হাত-কাটা লাল ব্লাউজ। চুল ছেড়ে দিয়েছে। এবং রানা অবাক হয়ে গেল কপালে লাল টিপটি দেখে। লিপস্টিক দিয়ে টিপ পরেছে কিন্তু ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায় নি।

সোহানা কোনো কথা বললো না।

রানাও কোনো কথা না বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। কাপড় ছেড়ে মগে করে পানি ঢাললো গায়ে। সারা গায়ে লবন জমে আছে সমুদ্রের পানি শুকিয়ে। বের হয়ে এল শুধু ট্রাউজার্স পরে। শোবার পোষাক আনা হয় নি। রানা ভাবছিল, কোথায় শোবে, একটা সোফা থাকলেও হতো। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো, সোহানা বিছানার একপাশে সরে শুয়েছে তার জন্যে প্রচুর জায়গা রেখে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে সোহানা। রানা ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। এবং ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ডঃ অলিন সম্পর্কে ডিসিশন নিল—ডক্টর অলিন এক নম্বরের মিথ্যাবাদী। ভাবলো, পাশের মেয়েটিকে। পাশাপাশি শুয়ে আছি। অথচ এর মধ্যে দূরত্ব দুই মেরুর। দু'জনের মধ্যে দেয়ালটা কিসের? অহংকারের?

কার অহংকার?

রানা, কেন ভেঙে দিচ্ছে না অহংকারের এই প্রাচীর? ঘুমিয়ে পড়লো রানা।

ঘুম ভাঙলো প্রচণ্ড এক পতনের শব্দে। যেন কোথাও ভূমিকম্প হল। সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। রানা উঠে বসলো। দেখলো, সে মাটিতে বসে আছে। ঘামে ভিজে গেছে। দেখলো, সোহানাও ঘুমের ঘোর নিয়েই উঠে বসেছে। বিছানায়। তারপর ঝুঁকে পড়লো এদিকে। বললো, 'তুমি ঘুমের ঘোরে কি সব বলছিলে। তারপর আমি ধাক্কা দিতেই পড়ে গেলে।'—সহানুভূতির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথাও লেগেছে?'

আত্মস্থ হলো রানা। মনে করার চেষ্টা করলো, কি স্বপ্ন দেখছিল। সোহানা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'লেগেছে কোথাও?'

'লেগেছে।'—রানা উঠে দাঁড়ালো, 'আমার অহংকারে।'

সোহানার সারা মুখে হাসি ফুটে উঠলো। রাতের বালিশে মুখ গুঁজে উপুর হয়ে শুয়ে রইল।...খুক খুক হাসির শব্দে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো রানা, সোহানা হাসছে।

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'এই মেয়ে, এত হাসির কি আছে?'

সোহানা বালিশে মুখ রেখেই তাকালো রানার দিকে, 'হাসবো না?'— বললো, 'ঘুমের মধ্যে কি সব স্বপ্ন দেখছিলে?'

'স্বপ্ন? ঘুমের মধ্যে আমি সব সময় একজনকেই স্বপ্নে দেখি।'—রানা বললো, 'বুড়োকে।'

'না আজ তুমি নিশ্চয়ই কোন মেয়ের স্বপ্ন দেখছিলে।'

'বেশ দেখছিলাম, তাতে কি হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'—সোহানা অদ্ভুতভাবে প্রশ্নটা করে মৃদু হাসতে লাগলো, 'মেয়েটার নাম আমি জেনে গেছি।'

'জেনে গেছো!'—রানা এবার রীতিমত বিপাকে পড়লো, 'কি নাম?'

'বলা যাবে না।'

রানা বসে পড়লো বিছানায়। সোহানা তারচেয়ে দ্রুত উঠে বসলো। আঁচলটা কাঁধে তুলে দিয়ে ওপাশ দিয়ে নেমে জানালায় দাঁড়ালো। মুখে মৃদু রহস্যময়ীর হাসি।

দরজায় সেই মুহূর্তে নক হল।

রানা একটা শার্টের হাতার ভিতরে হাত গলিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে ডঃ অলিন। ডঃ বললো, 'ক্ষিদে পেয়েছে?'—রানা স্বীকৃতি জানালো সহৃদয় চিত্তে।

খাবার পর অলিনের সেই বসার ঘরে এসে বসলো রানা। ডক্টর

বের করলো চাইনিজ ব্রাণ্ডির একটা বোতল। ঢাললো দু'টো গ্লাসে। সোহানা ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠে ঘরটা দেখতে লাগলো। হাড়, সামুদ্রিক ঝিনুক, পাথর, ফসিলের কালেকশনগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। রানা প্রয়োজনীয় কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করলো। দ্বীপটি আসলে কি, কোথায় এবং কারা এর অধিকারী।

দ্বীপটি কমিউনিস্ট চায়নার এলাকায়। লোক বসতি খুবই সামান্য। তাও এখন প্রায় নেই—টাইফুনের ভয়ে সবাই কেটে পড়েছে। ডক্টর উঠে গিয়ে 'স্যাটার-ডে রিভিউ'-এর কয়েকটা বহু পুরানো সংখ্যা নিয়ে এল। বের করলো একটা লেখা। এগিয়ে দিল রানার দিকে। রানা দেখলো, একটি প্রবন্ধ। নামঃ 'গ্রেটা আইল্যাণ্ড', লেখক ডঃ পীয়ের অলিন।

রানা তাকালো ডক্টরের দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'এ দ্বীপের নাম গ্রেটা?'

'গ্রেটা আমার মেয়ের নাম। এটা পনেরো বছর আগের লেখা প্রবন্ধ। তখন কোন নাম ছিল না এ দ্বীপের। আমি তখন পলিনেশীয় দ্বীপগুলো সম্পর্কে রিসার্চ শেষ করে যাচ্ছিলাম ভারতে। পথে জাহাজ ঝড়ে পড়ে এখানে পৌঁছে। এখানে তখন কেউই থাকতো না। আমাকে থাকতে হয়েছিল সাতমাস। এখান থেকে ফিরে গিয়ে এটা লিখি। এবং আবার ফিরে আসি সাত বছর পর। এসে খনন কাজ শুরু করি।'

'এতটুকু দ্বীপে আট বছর ধরে খনন কাজ চালাচ্ছেন!'—রানা কথা বলতে বলতে প্রবন্ধের সঙ্গে দ্বীপের ম্যাপটা দেখে নিল। ৪৪° পূর্ব-দ্রাঘিমা এবং কর্কট ক্রান্তির কাছাকাছি এ জায়গাটা। ডক্টর আরেকটা পেপার কাটিং এগিয়ে দিল, প্যারিসের বিখ্যাত 'প্যারিস মাচ' পত্রিকা। এতে অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়েছে ডক্টর অলিন এবং তার সহকারি

হুয়াং-চীর। হুয়াং-চীর চেহারাটা ভাল করে লক্ষ্য করলো রানা। চাইনিজরা এত লম্বা হয়? লোকটা সিক্স-ফিটার ডক্টর অলিনের থেকেও লম্বা। সচিত্র আলোচনা। আলোচনা নেই বললেই চলে। ডক্টর অলিনের কোটেশন ছাপা হয়েছে—'গ্রেটা আইল্যাণ্ডের সভ্যতা, প্রিমিটিভ সভ্যতার আধুনিক রূপ।'

ডক্টরের কথায় কান দিল রানা। 'এ দ্বীপের নাম গ্রেটাই রয়েছে।'—ডক্টর বললো, 'আর্কিওলজিস্টরা এ নামেই ডাকে। তবে এর বর্তমান সরকারী নাম 'হো'। চেয়ারম্যান হো-র নাম থেকে দিয়েছে এ নাম।'

'পিপ্‌ল্‌স্ রি-পাবলিক অব চায়নার কমিউনিস্ট সরকার আপনার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী বা কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে নি?'—রানা জিজ্ঞেস করলো।

'না।'– হাসলো ডঃ। 'ওদের সরকারী কোন দপ্তর এখানে এখনো বসে নি। ছোট দ্বীপ। মাত্র শ'খানেক লোকের বাস। তাছাড়া আগে থেকেই আমি এখানে কাজ করছি।—ওরা কোন বাধা দেয়নি বরং আমার লেখার অনুবাদ করে পৃথিবীর সব ভাষায় প্রকাশিত চায়না পিকটোরিয়ালে ছাপা হয়। ওদের ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে আমি ভয় পাই গুপ্তচরদের।'

'গুপ্তচরদের?'—রানা সোজা হয়ে বসলো।

'হ্যাঁ, গুপ্তচর।'—ডঃ অলিন বললো, 'আগে, তখনও চীনারা এখানে আসে নি—আমেরিকার এক সৌখিন বড়লোক আর্কিওলজিস্ট গুপ্তচর পাঠিয়েছিল।'—উত্তেজিত হয়ে উঠলো ডক্টর, 'ওদের বিশ্বাস করবেন না। টাকা থাকলেই কি সব করা যায়? আর্কিওলজি যেন সখ! আমি ওকে সোজা ভাগিয়ে দিয়েছিলাম। সখ চলবে না।'

'বুঝতে পারছি ডক্টর।'

'এখন পিকিং সরকার আমাকে সাহায্য করে। আরো করবে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওদের কেউ আসছে না অনেকদিন হল। ওরা এখানে আর কাউকে আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ করতে দেবে না।'—ডক্টর অলিন একগাল হাসলো, 'আমি আপনাদের সন্দেহ করছিলাম গুপ্তচর বলে। ভেবেছিলাম, সৌখিন আর্কিওলজিস্ট!'

'এখন তো আর কোন সন্দেহ নেই?'—রানা বললো।

'না, নেই।'—উঠে দাঁড়ালো ডক্টর। বললো, 'সেটা প্রমাণের জন্যে আপনাদের দু'জনকে আমার খনন-কাজ দেখাবো—চলুন। মিসেস্ মাসুদের তো নিশ্চয়ই ইন্টারেস্ট আছে?'

বাইরে বেরিয়ে এসে ডক্টর অলিন হাতের মালাক্কা ছড়িটা তুলে দেখালো একটা কুঠির মাথা। বললো, 'ওখানে থাকে আমার ওভারশিয়ার ওয়াং। চাইনিজ। একেবারে কুবলা খানের বংশধর। খাটিয়ে লোক।...পাশের ঘরটা আমার গেস্ট হাউস। তার পাশের লম্বা ঘরটা দেখছেন, ওটাতে থাকে আমার লোকেরা — ডিগার। তার পাশে কয়েক ঘর লোক থাকে—বসতি।'

'ডক্টর,'—পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো সোহানা 'ওটা কি?'

রানা দেখলো, লোহার তৈরী মাস্তুলের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশে। কয়েক শো গজ দূরেই।

'ওটা হচ্ছে...'—ডক্টর অলিন একটা মজার বিষয় পাওয়া গেল, এমনিভাবে বলতে লাগলো, 'কমিউনিস্ট চায়নার ফেলে যাওয়া জিনিস। এখানে ওদের ফসফেটের ছোট-খাট একটা প্ল্যাণ্ট ছিল। ওটা ক্রাশিং মিল। ওর পাশে যে শেডটা দেখছেন ওটা হচ্ছে ড্রাইং প্ল্যান্ট।'—ডক্টর তার হাতের ছড়িটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরালো, 'প্রায় বছরখানেক...না, মাস দশেক হল ওরা চলে গেছে।...এখানে পাহাড়

কোটে প্রচুর লাইম-স্টোন বের করেছে। জিওলজি সম্পর্কে কিছু জানেন?'—ডক্টর অলিন সোহানাকে জিজ্ঞেস করলো। রানার ধারণা হল, ডক্টরের সাধারণ লোকের সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ আছে। সোহানা মাথা নাড়লো, সে কিছু জানে না। 'তা বটে। আজকাল লোকে নিজের বিষয় ছাড়া আর কিছু সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে না।' —দুঃখিত কণ্ঠে বললো ডক্টর অলিন, 'এ দ্বীপটা সমুদ্রের নিচে ছিল। আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ বা অন্য কোন কারণে কয়েক লক্ষ বছর আগে ভূ-গর্ভস্থ লাভা বের হয়ে আসে, এবং সমুদ্রের নিচে, অন্ততঃ ১২০ ফিট নিচে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।'

'এটা যে কয়েক লক্ষ বছর আগে ঘটেছে, এটা কি করে ধারণা করছেন?'—সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

'কারণ এটা প্রবাল দ্বীপ, কোরাল আইল্যাণ্ড।'—ডক্টরের কণ্ঠে উৎসাহ, 'যেসব সামুদ্রিক কীটের সাহায্যে এসব দ্বীপ তৈরী হয় সে কীট সামুদ্রিক প্রাণী হলেও একশো কুড়ি ফিট পানির নিচে বাঁচতে পারে না। তারপর আরো কয়েক হাজার বছর পর...।'

রানা ডক্টর এবং সোহানার থেকে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছিল। এবং পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। এখান থেকে ক্রাশিং মিলের দূরত্ব তিন চারশো গজ। পাহাড়টা এখানে কেটে তাকের মত বানানো হয়েছে। পাশে খাড়া পাহাড়, গায়ে একটা সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে এসেছে একটা ন্যারো-গেজ রেল-লাইন। বের হয়ে খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গ-মুখে দু'টো ছোট টিনচালা দেখা গেল। ওর একটা ঘর থেকে গুমগুম শব্দ ভেসে আসছে। কোনো পেট্রোল চালিত জেনারেটরের শব্দ। গুহার ভেতরে আলো এবং ভেনটিলেশনের জন্যে ইলেকট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে।

'এই আমরা এসে গেছি।'—পিছন থেকে ডক্টর বললো, 'এইখানে সিমেন্ট কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়াররা পাহাড়ে অদ্ভুত ধরনের স্তর আবিষ্কার করে। এবং পাহাড়টা কেটে মৌচাকের মত বানিয়ে ফেলেছে। একদিন ওরা, যাবার আগে আগে পেয়ে যায় কিছু অদ্ভুত ধরনের পাথর এবং পটারীর কাজ। ওরা আমাকে দেখায়। ওরা চলে গেলে আমি কাজ শুরু করি—পিকিং গভর্ণমেন্ট আমাকে সাহায্য করে, অনুমতি দিয়ে।'

ডক্টরের সঙ্গে ওরা এগিয়ে যায় গুহা-মুখে। ভেতরে ঢুকে পড়লো তিনজন। প্যাসেজটা পার হতেই রানা দেখতে পেল, তারা এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিশাল গুহায়। চল্লিশ ফুট উঁচু, ঘের হবে দু'শো ফিটের মত। কতকগুলো পিলারের ঠেকনা। ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে টিমটিম করে এক ডজন। ধূসর বর্ণের পাথর—একটা ভৌতিক অনুভূতি গা কাঁটা দেয়। চারিদিকে আরো পাঁচটি সুড়ঙ্গ মুখ হাঁ করে আছে। প্রত্যেক সুড়ঙ্গ থেকে রেল লাইন বেরিয়ে এসেছে।

ডক্টর বললো, 'এই পাহাড় কাটার মধ্যে প্রচুর দক্ষতা দেখানো হয়েছে, ডক্টর মাসুদ। এখানকার পাহাড়গুলো এভাবেই কাটা হয়েছে। প্রত্যেকটা গুহা সুড়ঙ্গ দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই সিসটেমকে বলা হয় 'হেক্সাগোনাল সিসটেম'। এতে সুবিধা হচ্ছে, উপরের কঠিন ব্লাস্টিক লাভার স্তর কাটতে হয় নি।' ডক্টর অলিন এগিয়ে গেল গুহার মাঝখান দিয়ে সোজা উল্টো দিকের সুড়ঙ্গ-মুখে। রেল লাইনের স্লিপার ধরে এগিয়ে গেলো ওরা। অন্ধকারে সোহানা রানার পাশে পাশে চলছে। রানা ওর হাত ধরলো। বিশ গজ হাঁটার পর ওরা অন্য গুহায় এল। এ গুহাটা প্রথম গুহার কার্বন-কপি। উচ্চতা, চারপাশের ঘের, সুড়ঙ্গ এক সমান। তবে এখানে আলো খুব কম। রানার চোখ বাঁ দিকের দু'টো সুড়ঙ্গ-মুখে

আটকে গেল। মুখ দু'টো বিশাল কাঠের বিমের সাহায্যে আটকে দেওয়া হয়েছে।

রানা জিজ্ঞেস করলো, 'ডক্টর' ওদু'টো সুড়ঙ্গ-মুখে কি হয়েছে?'

'ওটা...'—প্রফেসর বললো, 'ওপাশের দু'টো গুহায় ভাঙ্গন ধরেছিল। ভাঙ্গন যাতে এদিকে না আসতে পারে সে জন্যে আগেই সাবধান হয়েছিল ফসফেট কোম্পানীর লোকেরা। আমি এভাবেই পেয়েছি ওটাকে। আমার ধারণা, ও গুহার ভেতরে বেশ কয়েকজন মাইনার আটকা পড়ে মারা গেছে। দুঃখজনক ঘটনা। এ কাজে কত লোক যে জীবন দেয়।'—ডক্টর দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল একটা খোদিত দেয়ালের সামনে। বললো, 'দেখুন, মিসেস মাসুদ, আমার আবিষ্কার। আমি মনে করি, এই যে দেখছেন একটা পাথরের হামাম-দিস্তা—এটা দিয়ে প্রমাণ করবো গ্রেট আইল্যাণ্ডের সভ্যতা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম সভ্যতা।'—বৃদ্ধ আরেক দেয়ালে এগিয়ে গেল। বললো, 'এখান থেকেই বের করেছি পৃথিবীর প্রাচীনতম কাঠের ঘরের নমুনা।'—বৃদ্ধের পকেট থেকে একটা টর্চ লাইট বেরুল। আলোতে খোদিত দেয়াল, দেখা গেল। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কত ফুট, মানে, কতটা ভেতরে এখন?'

'একশো।'—বৃদ্ধ বললো, 'হ্যাঁ, একশো বিশ ফিট গভীরে আছি এখন।'

রানা হাসলো, 'আমার আশ্চর্য লাগে আপনাদেরকে দেখে, কিভাবে খুঁড়ে উদ্ধার করলেন অতীতকে! আমার মনে হয়, আপনার এ খনন গভীরতম খনন—রেকর্ড খনন বলা যায়?'

'না, না।'—প্রতিবাদ করলো ডক্টর, 'নীল ভ্যালীতে এরচে' গভীরে গেছে ওরা। চলুন ওয়াং কোথায় আছে দেখা যাক।'

ডক্টর এগিয়ে চললো তৃতীয় গুহা পার হয়ে এগিয়ে আলোকিত

সুড়ঙ্গের দিকে। সুড়ঙ্গের ভেতরে কাজ হচ্ছে। চতুর্থ গুহা-মুখে কাজ করছে ন'জন লোক। ওদের হাতে ছোট আকারের গাইতি, একভাবে দেয়াল থেকে কেটে কেটে আনছে লাইম-স্টোনের টুকরো—এবং বিশালদেহী একটা লোক সেগুলো পরীক্ষা করছে টর্চের কড়া আলোতে।

কর্মীদের সবাই চাইনিজ। অথচ আকারে সবাই বিশাল, বিশেষ করে দলপতি। দলপতির পরনে শুধু একটা ফুলপ্যান্ট। সুন্দর স্বাস্থ্য, ঘামে চকচক করছে মাংসপেশী। রানাদের দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ও, এবং এগিয়ে এল। লোকটাকে দেখলে মনে হয়, এরা বুঝি এখনই পাথর কেটে বের করেছে ওকে। মুখটাকে ঠিক মত কাটতে পারেনি। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত পাথর রয়ে গেছে।

বৃদ্ধ পরিচয় করিয়ে দিল রানাদের, 'ওভারশিয়র ওয়াং।'

হাত বাড়িয়ে দিল ওয়াং। বললো, 'খুবই খুশী হলাম পরিচিত হয়ে'—ভারী কণ্ঠস্বর। ছোট চোখে তাকালো সোহানার দিকে। সোহানা ভাবলো, খুশী হয়েছে লোকটা—যেমন খুশী হত আফ্রিকার ক্যানিবাল আদিবাসীরা এক'শো বছর আগে ইউরোপীয়দের দেখে। সোহানার দিকে হাত বাড়ালো না। শুধু মাথা নিচু করলো। বললো ভাঙা ইংরেজীতে, 'আপনাদের কথা আজ সকালে শুনেছি। সত্যি দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু আমরা খুশি হয়েছি আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে।'

'আপনার লোকেরা সব চাইনিজ। স্থানীয় লোকেরা বুঝি কাজ বোঝে না?'

'না, না। তা নয়।'—প্রতিবাদ করলো ডক্টর অলিন, 'পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মী জাতি হচ্ছে চাইনিজরা। পাক-ভারতীয়রা, কিছু মনে করবেন না, অসহযোগী, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তর্কপ্রিয় এবং স্বাস্থ্য তেমন

ভালো না; স্থানীয় লোকদের স্বাস্থ্য আছে কিন্তু অতিরিক্ত আলসে—ইউরোপীয়রা লোফার। চাইনিজরা হচ্ছে গিয়ে...আপনি কি খুঁজছেন, মিসেস মাসুদ?'

একটু এগিয়ে গিয়ে পাথর কাটা দেখছিল সোহানা। ডক্টরের ডাকে ফিরে তাকালো। হেসে বললো, 'দেখছিলাম, আজকে কি পেলেন।'

'আজ কিছু পাওয়া যায় নি মনে হয়। রোজই কি আর পাওয়া যায়।'

'মাসে একটা কিছু পাওয়া গেলে আমাদের সৌভাগ্য মনে করি।'—বললো ওয়াং।

'ঠিক আছে, ওয়াং তুমি কাজ কর, তোমাকে আর ডিস্টার্ব করবো না।'—ডক্টর বললো, 'কিছু একটা যেদিন পাবে, এঁদের দু'জনকে নিয়ে আসবে।'

ডক্টরের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল ওরা শেষ বিকেলের আলোয়। ডক্টর অলিনের কুঠিতে পৌঁছুতেই দু'জন স্থানীয় লোক দৌড়ে এল। স্থানীয় ভাষায় কি যেন বললো। ডক্টর বললো, 'আপনাদের জন্যে গেস্ট-হাউসটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। ওখানে বেশ সুবিধা হবে আপনাদের।'

সোজা গেস্ট-হাউসে উঠলো রানা ও সোহানা। ওদের জিনিস-পত্রগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে। খাটটা একটু বড়। কোচিমা বিছানাটা গুছিয়ে দিচ্ছিল ওরা যখন এল। ওকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলো সোহানা, রানা জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরালো। কোচিমার সঙ্গে দু' একটা কথা বললো সোহানা। ও চলে গেলে বললো, 'মেয়েটা অদ্ভুত।'

'কেন?'

'কোন কথার জবাব দিতে চায় না।'

সোহানা রানার চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে বিছানায় বসলো। ও কিছু একটা বলতে চায়, কোচিমা সম্পর্কে হয়তো আলোচনা করতে চায় অথচ রানাকে এত সিরিয়াস দেখে চুপ করে রইলো।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙলো রানা। বললো, 'আমি একটু ঘুরে আসছি।'—বলে বেরিয়ে গেল।

সোহানা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলো, ওয়াং তার দল নিয়ে ফিরে আসছে ক্রাশিং মিলের দিক থেকে। সোহানা ভ্রু কুঞ্চিত করলো। ভাবলো, রানা ওভাবে বেরিয়ে গেল কেন? দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই একটা হৈ চৈ শুনলো সোহানা। বেরিয়ে এল বারান্দায়। দেখলো একটা জটলা। একটু পরে দেখলো, ডক্টর এবং ওয়াং-এর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে রানা। সোহানা সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে নেমে এল দ্রুত। উঁচু করে তুলে নিয়েছে ওয়াং রানাকে। নিয়ে আসছে এদিকে। কি হয়েছে রানার! সোহানার বুক কেঁপে গেল। ডক্টর কাছে এসে বললো, 'কিছু না, ঘাবড়াবেন না, মিসেস্ মাসুদ। আপনার স্বামী দৌড়ে যেতে গিয়ে একটা গর্তে পা পড়ে পা মচকে গেছে।'

'মচকে গেছে!···উহ্, উউহ্, নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে।'—ককিয়ে উঠলো রানা।

সোহানা দৌড়ে উঠে গেল ঘরে ওদের আগে। বিছানাটা টেনে ঠিক করলো। ওয়াং রানাকে শুইয়ে দিল। রানা চোখ বুঁজে বললো, 'আহ্, গেলাম!'

ডক্টর বললো, 'আমি আইওডেক্স ও ব্যাণ্ডেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। মালিশ করে দিন, মিসেস্ মাসুদ। এখানে কোনো ডাক্তার নেই,

আমি যা বুঝি…।’

‘আহ্‌, আপনারা বেশী কথা বলবেন না। যা পাঠাবেন পাঠিয়ে দিন। আহ্‌, গেলাম। হাড় একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে।’

সোহানা গিয়ে বসলো রানার পাশে, কপালে হাত রাখলো। রানা হাতটা ধরে চাপ দিল। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, ‘রানা, কি করে হলো? কে…?—তাকালো সবার দিকে। ওয়াং পিছিয়ে গেল। ডক্টর দ্রুত বের হয়ে গেল। সোহানা হাত দিতে গেল পায়ে, রানা চেঁচিয়ে উঠলো, ‘হাত দিও না…উহ্‌…?’—সোহানা একটা আঁচড়ের দাগ দেখলো।

একটু পড়ে একটা চাইনিজ ছেলে দৌড়ে দিয়ে গেল আইওডেক্সের একটা শিশি ও ব্যাণ্ডেজ। রানা বললো, ‘দরজাটা বন্ধ করে দাও।’

সোহানা দরজা বন্ধ করে দিল। রানা চোখ বুঁজে আছে। সোহানা বুকের উপর ঝুঁকে পড়লো। ওর চোখে-মুখে ভয় ও শঙ্কার ছাপ। রানা চোখ মেলে দেখলো অনন্ত সুন্দর মুখটা। কথা বললো না। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, ‘কিভাবে হল?’

রানা সোহানার মাথাটা টেনে বুকে নামালো। সোহানাও দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো রানাকে অসহায়ভাবে। বললো, ‘কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই একটু ব্যথাতেই এত…।’

রানা ফিসফিস করে বললো, ‘ভয় পেয়ে গেছো?’

‘না।’—মাথা নাড়লো সোহানা।

রানা বললো, ‘জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে এসো তো।’

সোহানা রানার বুক থেকে মাথাটা তুলে জানালার কাছে গেল। টেনে দিল পর্দা। ফিরে আবার এসে বসলো রানার পাশে। রানা আবার ওকে বুকে টেনে নেয় বলে, ‘কি হবে এবার?’

‘কিছু হবে না।’—সোহানা বলে, ‘নিশ্চয়ই খুব বেশি কিছু হয়নি।

সকালেই ভাল হয়ে যাবে। খুব লাগছে?'

'হুঁ.... ।'

সোহানা উঠতে যায়, পারে না। রানা ধরে আছে ওকে। গভীর তৃপ্তিতে চোখ বুঁজেছে। রানার কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিল সোহানা। কান্না পাচ্ছে ওর। কি অসহায় লাগছে রানাকে! কি শান্ত! সোহানা রানার গালে ছোট করে চুমু খায়। ঠোঁটে ঠোঁট বুলায়। রানা চোখ মেলে দেখে সোহানার চোখ ভেজা। রানা হাসে। বলে; 'কেমন ভয় পাইয়ে দিলাম।'

'মানে?'—সোহানা সোজা হয়ে বসে।

'মানে?'—রানা বিছানা থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দিব্যি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

সোহানা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রানার কাছে এগিয়ে আসে। রানা দেখে, একটু আগে দেখা সুন্দর মুখের কমলশ্রী কোথায় চলে গেল! একি··· !

ধরে ফেললো সোহানার হাত চড়টা গালে পড়ার আগেই। রাগে ফেটে পড়লো সোহানা। রানা ওর মুখটা চেপে ধরলো। বললো, 'কোন কথা নয়। সব বলছি। ওরা যেন টের না পায়, আমার কিছু হয় নি! আমাকে অভিনয় করতে হবে—আমি পঙ্গু হয়ে গেছি। পায়ে বড় করে একটা ব্যাণ্ডেজ করে দাও।'—গড়গড় করে বলে গেল রানা, 'কি বিচ্ছু মেয়েরে বাবা! কিছু না শুনেই...!'

ও শান্ত হয়েছে একটু। মুখটা লাল। চোখে পানি। কেঁদে ফেললো সোহানা, 'তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে···।'

রানা ওকে পাশে বসিয়ে বললো', 'তোমাকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছে আমার নেই, এটা হলফ করে বলছি। চুমু খেয়েছো', তা হয়েছেটা কি?'...শোনো, ফাঁকি অবশ্যি দেবো তবে চুমুর জন্যে নয়, অন্য

কারণে। আজ তুমি এখানে খাবার দিতে বলবে। ডক্টর বা ডক্টরের লোক খোঁজ নিতে এলে বলবে, অবস্থা ভাল নয়। ডক্টরকে বলবে একটা কাচ বা অন্য কিছু জোগাড় করে দিতে পারে কি না। বুঝলে?'

সোহানা হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানার মুখের দিকে চোখ মুছতে ভুলে গিয়ে। রানা বললো, 'আমার কিছু হয় নি—এর জন্যে খুশী হও নি তুমি?'—উত্তর দিল না সোহানা, চোখ মুছলো। রানা বিছানায় গা এলিয়ে দিল, সিগারেটে দু'টো টান দিল। বললো, 'সোহানা, রাতে ঘুমের ঘোরে কি বলেছিলাম যে, বললে না?'

চমকে তাকালো সোহানা। আবার লাল হয়ে গেছে ওর মুখটা। বললো, 'বলবো না।'

এ মেয়েকে খুশী করার বুদ্ধি পেয়ে গেছে রানা। খাওয়া শেষ হলে ওরা দু'জন আলো নিভিয়ে পাশাপাশি শুয়ে রইলো অনেকক্ষণ। রাত বাড়লো, চারদিক নির্জন হয়ে এলো। উঠে বসলো রানা। কিন্তু টান পড়লো হাতে। দেখলো, সোহানা ধরে রেখেছে ওর আস্তিন। রানা আবার শুয়ে পড়লো, কাত হয়ে। সোহানা বললো, 'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

রানা বললো, 'না, ওরা যদি কেউ এসে পড়ে তোমাকে দু'জনের প্রক্সি দিতে হবে।'

সোহানা কিছু না বলে ছেড়ে দিল রানার আস্তিন। সোহানা হঠাৎ বললো, 'তুমি কি ডক্টর অলিনকে সন্দেহ করছো?'

'বিশ্বাস করি না অন্ততঃ।'—রানা উঠে পড়লো বিছানা থেকে। শার্ট'টা বদলে গাঢ় কাল রঙের একটা গেঞ্জি পরলো। এবং জানালা দিয়ে বের হয়ে পড়লো।

রানার প্রথম অভিযান হবে ডক্টরের ঘরে।

৫

শিকারী বেড়ালের মত নিঃশব্দে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে মিশে ডঃ অলিনের কুঠিতে পৌঁছুলো রানা। চাঁদের আলো, সমুদ্রের বাতাস নারকেল গাছের সারিতে আলো-ছায়ায় ভৌতিক নড়াচড়া, কম্পন এবং শব্দের দীর্ঘশ্বাস।

প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গতার ক্লান্তি।

রানা পেছনের দরজটায় হাত দিতেই ঝমঝম শব্দ করে উঠলো। দরজার কপাট খোলা। ভেতরে বাঁশের স্ক্রীন। কতকগুলো বাঁশ পাশাপাশী বেঁধে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল ও। শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো পাঁচ মিনিট। কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বসে পড়লো নিচে। আস্তে আস্তে এক একটি করে বাঁশ হাতের মধ্যে নিয়ে স্ক্রীনটা নিচ থেকে উপরের দিকে তুলতে লাগলো। কিছুটা তুলেই শরীরটা গলিয়ে দিল ভেতরে। এবং আবার এক এক করে বাঁশগুলো ছেড়ে দিল।

এক মিনিট অপেক্ষা করলো। কারো সাড়া-শব্দ না পেয়ে পেন্সিল টর্চের সুইচে চাপ দিল। রান্নাঘর। রান্নাঘরে আশ্চর্য কিছু

আবিষ্কারের জন্যে আসে নি রানা। কিন্তু এসেছে যার জন্যে তা পেয়ে গেল কাঁটা-ছুরির ড্রয়ারে। নানা ধরনের ছুরির ভেতর থেকে রানা দশ ইঞ্চি লম্বা চকচকে সুন্দর বাঁটওয়ালা ছুরিটা হাতে তুললো। একদিকে ধারালো, অন্য দিকে করাতের মত। কিন্তু মাথাটা সুচালো। এতেই চলবে। একটা ন্যাপকিন তুলে নিল রানা টেবিল থেকে। তাতে ছুরিটা জড়ালো। গুঁজে নিল কোমরের বেল্টে।

রান্নাঘরের ভেতর-মুখি দরজার পর একটা সরু প্যাসেজ। অন্ধকার। নারকেলের পাতার পর্দাটা সরিয়ে প্যাসেজটায় দাঁড়ালো। দেখলো, ওপাশের ঘরে আলো। লোকের অস্তিত্ব অনুভব করলো। ফিরে যাবার কথা ভাবলো। কিন্তু একটা কৌতূহল তাকে এগিয়ে নিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। কোচিমার ঘর। গান গাইছে কোচিমা। মৃদু আলো জ্বলছে ঘরের কোণে। বিছানার এক কোণে বসে মাথায় একটা ফুল গুঁজে দিচ্ছে মেয়েটি। গুন গুন করে গান গাইছে থেমে থেমে। মৃদু আলোতে দেখতে পেল কোচিমার নগ্ন কাঁধ, গ্রীবা এবং স্তন। উপরে কিছু পরেনি তামাটে মেয়েটি। সূর্যালোকিত দ্বীপের মেয়ের রোদে ধরে রাখা শরীর। উঠে দাঁড়ালো কোচিমা। পরনে সোরাং নয় অতি আধুনিক স্বচ্ছ লেসের পেন্টি। যার বিজ্ঞাপন 'ভোগ' পত্রিকায় দেখা যায়। কোথাও বেরুবে মেয়েটি।

রানা দু'পা সরে যেতে পায়ে কি একটা লেগে শব্দ হল। মুহূর্তে শিকারী বেড়ালের পদক্ষেপে লেপ্টে দাঁড়ালো রানা দেয়ালের এককোণে, অন্ধকারে। বেরিয়ে এল কোচিমা। দাঁড়ালো দরজার সামনে। কারো উদ্দেশ্যে কিছু বললো। বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি কারো প্রতিক্ষায় আছে। এবার তার গায়ে স্বচ্ছ কাপড়ের নাইটি। রানা বাঁ দিকের ভেজানো দরজাটা দেখতে পেল। আরো কিছুটা কোণে একটা টেবিল, ত্রস্ত পদে তার নিচে গিয়ে বসলো। কোচিমা এগিয়ে

এলো স্যাণ্ডেলের হিলে শব্দ তুলে, বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে। ভেজানো দরজাটার মুখে দাঁড়িয়ে কারো নাম ধরে ডেকে কি যেন বললো। বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। স্থানীয় ভাষায় ধমকে কি যেন বললো মেয়েটিকে। কোচিমাও কি একটা উত্তর দিল। আরো দু'একটা কথা বলে মেয়েটি চলে গেল তার ঘরে। ছায়ামূর্তি ফলো করলো কোচিমাকে। রানা দেখলো, ছায়ামূর্তিটি আর কেউ নয়, ডক্টর স্বয়ং। এত রাতে কি করছিল, ডক্টর? তবে কি রানার অনুমান সত্যি? সকালে বসার ঘরে বসে সে সালফিউরিক এসিডের গন্ধ পেয়েছিল। সে গন্ধের কারণটা বের করার জন্যেই আজকের অভিযান।…রানা দু'মিনিট অপেক্ষা করলো। কোচিমার ঘর থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। রানা এগিয়ে গেল কোচিমার ঘরের সামনে। দেখলো বিস্ময়ের সঙ্গে, বৃদ্ধ ডক্টর এবং কোচিমা আদিম হয়ে উঠেছে। ডক্টরের বিশাল শরীরের নিচে নিস্পেষিত হচ্ছে কোচিমার ছোট্ট তামাটে শরীরটা। মৃদু আলোয় ওদের এই উন্মত্ততা পাশবিক করে তুলেছে ঘরের একটু আগের নীরব মুহূর্ত। কোচিমার গোলাপী নাইটি ও পেন্টি পড়ে আছে কাঠের মেঝেতে। কোচিমা কে?

রানা সড়ে এসে ভেজানো দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লো ডক্টর অলিনের ঘরে।…ডক্টর আবার আসবে, কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের আগে নয়। এ ঘরটাতেই রানা এসে বসেছিল সকালে। বই-এ ঠাসা ঘর। রানা দেখলো, একটা সেলফ থেকে কিছু বই নামানো হয়েছে। এগিয়ে গেল সেদিকে। পেন্সিল টর্চের আলো ফেললো বই বের করে নেওয়া আলমারির তাকে। রানা দেখলো,. এসিড একুমুলেটর এবং ড্রাই ব্যাটারী। আটটা 2.5 ভোল্টের Exide ব্যাটারী সমান্তরাল তার দিয়ে সংযুক্ত রয়েছে। সালফিউরিক এসিডের উৎস। এ ব্যাটারীর সাহায্যে চাঁদে পর্যন্ত খবর পাঠানো যায় যদি রেডিও-

ট্রান্সমিটার থাকে।

অর্থাৎ বৃদ্ধ ডঃ অলিনের রেডিও-ট্রান্সমিটার আছে। নিচের তাকে পেন্সিল টর্চের আলো ফেললো রানা। দেখলো, তার অনুমান মিথ্যে নয়। ট্রান্সমিটারের গায়ে লেখা একটা আমেরিকান কোম্পানীর নাম। ডঃ অলিন নিশ্চয়ই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার জন্যে রাখেনি এটা। রানা এবার এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। কারণ ও বুঝলো, একটু আগেই এটা ব্যবহার করা হয়েছে। রানা রেক্সিনে বাঁধানো একটা বই হাতে তুলে নিল। বইটার ভাঁজে একটা পেন্সিল রাখা রয়েছে। পৃষ্ঠাটা মেলে ধরতেই পেরু ইন-হিরোশিমা 2300/10430 জাপান গ্রাণ্ডক্যানিয়ান 2936/3000 এমনি আরো চারটা অঙ্ক এবং নাম দেখতে পেলো। আরেকটা বই থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে রানা পুরো কাগজটা কপি করে সেটাকে ভাঁজ করলো এবং পকেটের সিনিয়র সার্ভিসের প্যাকেট থেকে সেলোফেন মোড়ক খসিয়ে কাগজের টুকরোটা জড়ালো। তারপর জুতো খুলে মোজার মধ্যে, ঠিক পায়ের তলে ওটাকে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। কোচিমার ঘরের সামনে আসতেই শুনতে পেল নারী কণ্ঠের হাসি। বুঝলো, এখনো ব্যাস্ত আছে ডক্টর প্রেমে। বেরিয়ে পড়লো রানা রান্নাঘর দিয়ে আগের পথে এবং হামাগুড়ি দিয়ে সমুদ্রের বেলা ধরে এগিয়ে চললো।

দশ মিনিট হামাগুড়ি দিয়ে বসতি পেরিয়ে কিছুদূর আসবার পর উঠে দাঁড়ালো হাঁটু আর হাতের ছড়ে যাওয়া যন্ত্রণা নিয়ে। দ্রুত পদক্ষেপে এসে পৌঁছুলো পাহাড়ের পাদদেশে, রেল লাইনের উপর। লাইনটা বেরিয়ে এসেছে ক্রাশিং মিল থেকে, চলে গেছে দক্ষিণে, তারপর হয়তো পৌঁছেছে পশ্চিমে। রানাকে পৌঁছুতে হবে এর সমাপ্তিতে। কোথায় গেছে এ লাইন? কারণ জানতে হবে পশ্চিমে

কি আছে এ দ্বীপের। ডঃ অলিন এত কথা বলছে, কিন্তু উল্লেখ করেনি এ দ্বীপের অপর প্রান্তে কি আছে। তাছাড়া ডক্টরের হিসেব অনুসারে ফসফেট কোম্পানী দৈনিক হাজার টন ফসফেট সংগ্রহ করতো। এবং তা বাইরে পাঠাতো। তার জন্তে নিশ্চয়ই প্রয়োজন হতো জাহাজের, বড় আকারের জাহাজের। সে জাহাজ নিঃসন্দেহে ডঃ অলিনের বাড়ির সঙ্গে অল্প পানির লেগুনে আসতে পারতো না। জাহাজ বোঝাই করার জন্তে দরকার ক্রেনের, ঘাটের।...রানা এগুতে গিয়ে ভাবলো, ডক্টর তাকে একজন সলিড ফুয়েল টেক্‌নোলজিস্টই মনে করেছেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়লো রানার। এমনি করে রেল লাইন ধরে দৌড়াতে তার ভাল লাগতো। ছুটে চলেছে, আরো দ্রুত করলো গতি। একটু থমকে গেল হঠাৎ, কালভার্ট। দাঁড়িয়ে পড়লো। পাহাড় থেকে নেমে এসেছে একটা ছোট স্রোত। চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করছে স্রোত।...একি! ভারী একটা কিছু এসে তার পিঠের উপর পড়লো। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা।...বাঁ হাতে কনুইয়ের ঠিক উপরে কিসের যেন একটা জান্তব চাপ অনুভব করলো। অনুভব করলো, একটা যন্ত্রণা তার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওয়াং, ওয়াং তাকে তাড়া করে এসেছে। রানার এ কথাটাই প্রথম মনে এল। ওয়াং ছাড়া কারো কব্জিতে এত শক্তি থাকতে পারে না। রানা সমস্ত শক্তিতে ঘুরে দাঁড়াতে গেল, পারলো না। ডান হাতটা মুক্ত করে এক দিকে ঝুঁকে পড়লো। কালভার্টের নিচে স্রোত, পতন থেকে বাঁচবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো রানা। এবং তখনই বুঝলো, এটা ওয়াং নয়, একটা কুকুর।—কুকুরের দাঁত ক্রমেই বসে যাচ্ছে মাংসের ভিতর। রানা ডান হাতে কুকুরের

পেটের দিকে ঘুষি মারলো। কিন্তু কুকুরটা বাঁ দিকে এবং পিছনে থাকাতে লাগল না ভাল মত। পা চালালো, তাও নাগাল পেল না। কোথাও ওর মাথাটা ঠুকে দিতে পারে তারও উপায় নেই। ঘুরে ওকে নিয়ে মাটিতে পড়লে কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করা চলে কিন্তু তাতে কুকুরটা সহজেই রানার কণ্ঠনালীটা ধরে বসতে পারবে।

নেকড়ের মত জন্তুটার ওজন নব্বই পাউণ্ডের মত। ক্ষুরধার দাঁতে রানার মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে। দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল রানা। শ্বাস নিতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। কয়েকটা শুদ্ধ যন্ত্রণাকাতর মুহূর্ত কাটলো। রানা এক সঙ্গে মৃত্যুর দর্শন এবং নতুন উদ্যম পেল। মনে পড়লো ছুরিটার কথা। ডান হাতে কোমর থেকে খসিয়ে নিল ছুরিটা। শক্ত মুঠোয় বাঁটটা ধরে পুরো দশ ইঞ্চি ব্লেড ঢুকিয়ে দিল কুকুরটার বুকের পাঁজরে। চেপে দিল উপরের দিকে, হার্টের অবস্থানে। এক মুহূর্তে ওর কামড় আলগা হয়ে গেল। কাত হয়ে পড়লো নব্বই পাউণ্ডের শরীরটা কালভার্টের উপর। দু'বার ছট্‌ফট্‌ করলো গলা লম্বা করে, তারপর আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রানা বের করে নিল ছুরিটা। কুকুরটাকে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেললো পানিতে। এবং নিজেও নেমে এল। কুকুরটাকে দেখলো। ছুরির মোড়ক স্ন্যাপকিনটা পানিতে ভিজিয়ে বাঁ হাতের রক্ত পরিষ্কার করলো, জড়িয়ে দিল ভেজা স্ন্যাপকিনটা। স্বচ্ছ, পরিষ্কার পানি। মাথাটা ডুবিয়ে দিল নিচু হয়ে। এবং হাঁটু পানির ভেতর দিয়েই ওপারে গিয়ে রেল-লাইনে উঠলো। আবার এগিয়ে চললো। শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। রানার ডান হাতে প্রাণপণ শক্তিতে ধরা দশ ইঞ্চি ছুরিট।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকে পৌঁছে গেল রানা। দেখলো, এদিকটায় কোনো গাছ নেই, তবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়। হামাগুড়ি দিয়ে না চললে দূর থেকে দেখা যাবে।

হাতের যন্ত্রণা রানাকে হামাগুড়ি দিতে মোটেই উৎসাহিত করছিল না। কিন্তু হঠাৎ চারিদিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রানা মাটিতে শুয়ে পড়লো। আকাশে তাকিয়ে দেখলো, চাঁদের মুখে লেগে থাকা মেঘ সরে গেছে। রানা বুঝলো, এখন হেঁটে চলা মোটেই নিরাপদ নয়। উজ্জ্বল আলোয় পুরো দ্বীপটা স্নান করছে যেন।...রানা দ্বীপটাকে ভাল করে দেখতে লাগলো। নির্জন, একাকী দ্বীপটা এখন তার কাছে অন্যরূপে দেখা দিচ্ছে। সকালে বোঝা যায় নি, দ্বীপের এদিকে পাহাড়ের পাদদেশটা এ রকম হবে। সমুদ্রের বাতাস, শব্দ, চাঁদের আলো হাতের যন্ত্রণা সবে মিলে অদ্ভুত এক অনুভূতির সৃষ্টি হল...

—আবার ঢেকে দিল মেঘ চাঁদের মুখ। রানা উঠে পড়লো। এগিয়ে চললো হামাগুড়ি দিয়ে।—আবার আলো ফুটে বেরুলো। রানা শুয়ে পড়লো মাটিতে। এবং বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো, কয়েক হাত দূরেই একটা তারের লাইন মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে বসানো। আগে চোখে পড়ে নি কারণ তারটা কালো রঙ করা। প্রথম মনে হল, এটাতে ইলেকট্রিক প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু কুকুরের ছুটে বেড়ানো দেখে বুঝলো, তারে কারেন্ট নেই এটা এক ধরনের ওয়ার্নিং সিগন্যাল। আর এগিয়ে যাবে কি না ভাবতে গিয়ে দেখতে পেল, কয়েক হাত দূরেই কাঁটা-তারের বেড়া। ছয় ফিট উঁচু মাথা ঘোরানো সিমেন্টের থামে এক লাইন তার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে, চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। রানা দেখলো, লাইন একটা নয়, দশ ফিট ব্যবধানে আরো এক সারি কাঁটা-তারের বেড়া সামান্তরালভাবে চলে গেছে। রানার চোখ দ্বিতীয় বেড়া দেখছিল না, দেখছিল বেড়ার ওপাশের তিনটি মানুষ মূর্তি। ওরা কথা বলছে। একজন সিগারেট ধরালো। হাসির শব্দ শোনা গেল। তিনজনের কাঁধেই রাইফেল।

তিনজনের পরনেই নেভীর পোশাক। কারা এরা। ওখানে কি হচ্ছে?

রানা অবাক হয়ে দেখছিল। এরা কারা? পোষাক দেখে অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, কোন দেশিও নেভী এরা। তবে কি এই দ্বীপের উদ্দেশ্যেই রানা ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছিল? এ দ্বীপেই কি পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিকরা এসেছিল ম্যানিলা থেকে?

তাহলে, কে এই ডঃ অলিন? কে এই ওয়াং? কোচিমা নিঃসন্দেহে আদিবাসীদের কেউ নয়, আধুনিক যুগেরই মেয়ে—তবে কেন সোরাং পরে থাকে? এখানে রানা হঠাৎ এসে ওঠা কোনো লোক নয়, রানাকে ওরা কিছু লুকোতে চায়। কেন, কিসের স্বার্থ এদের?

ডঃ অলিনের ঘরের রেডিও-ট্রান্সমিটারই সবচে' বড় প্রমাণ, সে এসে পড়েছে এক গুপ্তচক্রান্তের ভেতরে।

মানুষের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলো রানা।

অবাক হয়ে আশ-পাশে তাকালো রানা। দেখলো, ঝোপগুলো নড়ছে। হ্যাঁ নড়ছে, সরে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর ঝোপগুলোর।

রানা বুঝলো, এগুলো আসলে ঝোপ নয়। মানুষ! তার মতই গুটিশুটি মেরে পড়ে আছে। রানা কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকলো। কপালে ঘাম দেখা দিল। তারপর আস্তে আস্তে দু'এক ইঞ্চি করে পিছোতে লাগলো। একটা খাদের মত দেখে তাতে নেমে পড়লো। আধঘণ্টা সেখানে একভাবে শ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকলো। আধঘণ্টা পরে মাথা তুলে দেখলো, আশ-পাশের ঝোপের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। ঝোপগুলো কোথায় গেল? আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চললো রানা।

৬

একটা শব্দে ঘুম ভাঙলো রানার।

কিন্তু ঘুম থেকে উঠে শব্দের কোনো নমুনা পেল না।

না, বেঁচে আছে সে। জলাতঙ্ক হয় নি। চোখ মেলে তাকালো ঃ বিছানার পাশে একটা মোড়ায় বসে আছে সোহানা। তার বড় বড় দু'টো চোখ রানাকেই দেখছে। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের শব্দ হল?'

'শব্দ?'—সোহানা বললো, 'ডঃ অলিন গুহায় কাজ করছেন।'

—রানা আবার চোখ বুঁজলো, আবার তাকালো।

পানির ভ্রামে কম কাপড় ধরে নি। পেঁয়াজ রঙের একটা শাড়ী পরেছে সোহানা। নরম চুলগুলো কাঁধে লুটানো। সকালের গোসল করেছে, সকালের রোদের মত প্রাণবন্ত লাগছে মেয়েটিকে। রানাকে চোখ মেলতে দেখে হাসি ফুটলো ওর চোখে। হাসিটা দেখে মনে হল, গতরাতে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই লোকটার সঙ্গে আর বিরোধ নয়। হাসলো ও কিন্তু কথা বলতে পারলো না। কিসের এক বিষণ্ণতা ঘিরে ফেললো ওকে হঠাৎ। রানাই বললো, 'বাঃ, খুব

সুন্দর লাগছে।'

'কি?'

'সকালটা।' —বলে জানালার দিকে ইশারা করলো। মনে মনে হাসলো।

'ও, হ্যাঁ।'—জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো সোহানা। বললো, 'সুন্দর, কিন্তু এখন সকাল নয়, দুপুর।'—বলেই জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরেছিলে?'

'ভোর রাতে।'

'ভোর রাতে! কি করলে সারারাত?'

'অনেক কিছু, সব বলবো।'—রানা বললো, 'আগে খেতে দাও, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'—রানা উঠে বসলো। সোহানা ঘরের কোণ থেকে এক জোড়া ক্রাচ নিয়ে এল। বললো, 'ডক্টর অলিন সকালে দিয়ে গেছেন।'

রানা ক্রাচটা বগলে লাগিয়ে তার উপর ঝুঁকে পরেই ব্যথায় কাৎরে উঠলো। সোহানা ছুটে এসে ক্রাচ ধরলো, 'কি হয়েছে?'

রানা শার্টের বোতাম খুলে বাঁ হাতটা বের করলো। সোহানা ব্যাণ্ডেজ দেখে থতমত খেয়ে গেল। রানার চোখে চোখ রাখলো, 'এ কি?'

'কুকুরে কামড়ে দিয়েছে।'

'কুকুর!'—সোহানা চমকে উঠলো, 'সকালে বেড়িয়েছিলাম ডক্টর অলিনের সঙ্গে। ডক্টরের একটা আদরের কুকুর আজ হারিয়ে গেছে। বেচারা—।'

'হারায় নি।'—রানা মাথা নেড়ে বললো, 'আমি হত্যা করেছি।'

'তুমি?'

'হ্যা।'—রানা বালিশের তলা থেকে ছুরিটা বের করে বাথরুমের

দিকে যেতে যেতে বললো, 'এই ছুরি দিয়ে কলেজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছি। আর একটা কথা, তোমার প্রিয় ভ্রমণ সঙ্গীকে আর যাই বল না কেন, বেচারা বলো না।'

সোহানা রানার পিছনে এসে দাঁড়ালো। রানা শার্টটা খুলে ফেলেছে ততক্ষণে। সোহানা ব্যাণ্ডেজে চাপ চাপ রক্ত দেখে শিউরে উঠলো। এগিয়ে এসে ব্যাণ্ডেজ খুলতে রানাকে সাহায্য করলো। খোলা হলে মৃদু আর্তনাদ করে উঠলো। এবং দৌড়ে নতুন ব্যাণ্ডেজ এনে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে দিতে রানার কাছ থেকে শুনলো সব কথা মনোযোগ দিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তার-কাঁটা বেড়ার ওপাশে কি হচ্ছে বলে তোমার মনে হয়?'

'আমি ঠিক করে কিছু অনুমান করতে পারছি না।'—রানা বললো, 'হাজার রকম সন্দেহ হচ্ছে, কোনটাই সুবিধার না। তবে পি. সি. আই-এর বুড়োকে খবর পাঠাতে পারো একটা প্রস্তর-ফলক তৈরী করার জন্যে। তাতে লেখা থাকবে, গ্রেট আইল্যাণ্ড, আমার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের গৌরব মাসুদরানা এবং আমার আদরের বন্ধু কন্যা পদ্মা সুন্দরী সোহানা চৌধুরীর শেষ...।'

'রানা!'—ধমক দিয়ে উঠলো সোহানা। ভয় পেয়ে গেছে ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো রানার ডান হাতের কনুইয়ের উপরের অংশ খামছে ধরেছে। চোখে বিভ্রান্ত চাউনি। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললো, "তুমি এক মুহূর্তের জন্যেও কি অন্য কথা ভাবতে পার না? অন্য কিছু...?' শার্টের বোতাম লাগিয়ে দিল।

বিছানায় শুয়ে পড়লো রানা, কাত হয়ে। সোহানা কাছে এসে বসলো। রানা ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অন্য কথা ভাবতে চাইলো। একে নিয়ে অনেক কথা ভাবা যায়। মৃত্যুর কথা ভুলে থাকা যায়। বেঁচে থাকা যায়। রানা বেঁচে থাকার চিন্তা ছাড়া

অন্ত কিছু ভাবতে পারছে না।

দরজায় নক হল। সোহানা দরজা খুলে দিতেই রানা ডক্টরের গলা শুনতে পেল। রানা ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ডক্টর জিজ্ঞেস করলো, 'পায়ের অবস্থা কেমন?'

'ভাল।'—রানা বললো, 'আমার স্ত্রী ফার্স্ট-এইড ট্রেনিং নিয়েছিল. একথাটা আজকেই জানলাম।'—রানা হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলো, 'আপনার কুকুরটা পেলেন?'

'মিসেস্ মাসুদের কাছে শুনেছেন বুঝি? না, পাই নি।'—ডক্টর অলিনের কণ্ঠে বিষণ্ণ ভাব ফুটে উঠলো, 'আমার অনেক দিনের সঙ্গী। ডোবারম্যান পিনশার। অনেক দিন কাটিয়েছি গুস্তফের সঙ্গে।'

'কোথায় যেতে পারে গুস্তফ?'

'হয়তো কোথাও সাপে কেটেছে।'—ডক্টর বললো, 'পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে একরকম বিষাক্ত ভাইপার আছে। হয়তো ওদিকে গিয়েছিল।'

'সাপ! ভাইপার!'—সোহানা আর্তনাদ করে উঠলো, 'এদিকে নেই?'

'এদিকে নেই মিসেস্ মাসুদ, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।' —ডক্টর অলিন বললো, 'সাপেরা ফসফেটের ধূলোকে যমের মত ভয় পায়।'

সোহানা নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, 'যদি কুকুরটাকে সাপে কামড়িয়ে থাকে তবে নিশ্চয় ওদিকে খুঁজলে লাশটা পাওয়া যাবে।'

'কে যাবে ওদিকে?'—ডক্টর যেন শিউরে উঠলো, 'ওদিকে কেউ যায় না এ দ্বীপের। যে গিয়েছিল সে আর ফেরে নি।'

সোহানা রানার দিকে তাকালো মুহূর্তের জন্যে। ডক্টর জিজ্ঞেস করলো, 'চলুন, সমুদ্রের দিকে ঘুরে আসা যাক। মিসেস্ মাসুদ তো সাঁতার কাটবেন বলছিলেন।'

রানা বিছানায় বসে বললো, 'ও যাক, আমি বরং একটা ঘুম দেই লাঞ্চ সেরে।'

বিকেলের দিকে রানার ঘুম ভাঙলো। দেখলো, কোচিমা, ডাকছে। হলুদ রঙের সোরাং-কাঁচুলি। খালি পা, চুলে গুঁজে দিয়েছে লাল রঙের একটা বন্য ফুল। রানার কাছে এর কিছুই আর আদিম মনে হচ্ছে না। ওর গোলাপী-পেন্টি নাইটি আর হাই-হিলের কথা মনে পড়লো। সোরাং, কাঁচুলি, মাথার ফুল সবই ভেজাল। চাউনিটাও ভেজাল। ওর বাঁ গালের কালশিরেটাই একমাত্র আদিমতার চিহ্ন। ডক্টর গতরাতে চিহ্নটা একে দিয়েছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘরে অন্য এক পরিবেশ রচনা করেছে। রানা উঠে বসে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, 'মিসেস মাসুদ কোথায়?'

কোন উত্তর দিল না মেয়েটি, শুধু হাসলো। রানাও হেসে ওর হাতের ট্রে টি-পয়ে রাখতে ইঙ্গিত করলো। কোচিমা ট্রে নামিয়ে রেখে চলে গেল দ্রুত। রানা কফি ঢেলে নিলো। দেখলো, বিস্কুট দেওয়া হয়েছে। একটা বিস্কুট তুলে নিল। এ ধরনের বিস্কুটই দেখেছিল ক্যাপ্টেন মন দিউ-এর স্কুনারে। এ অঞ্চলে বোধহয় এ ধরনের বিস্কুটটা চলে বেশি। কিন্তু ডক্টর অলিনের চালান কতদিন অন্তর আসে?

বারান্দায় সোহানার সাড়া পাওয়া গেল আরো কিছুক্ষণ পর। ঘরে এল সোহানা। ভিজে চুল। ভেজা জেব্রা-স্ট্রাইপ বিকিনির উপর একটা সাদা শার্ট চাপিয়েছে, কিন্তু বোতাম লাগায় নি। রানাকে বসে থাকতে দেখে অবাক হল সোহানা। বললো, 'কখন উঠলে?'

'এই তো, এখনই।'—গভীর কণ্ঠে বললো। ভাল করে দেখলো, সোহানাকে। বললো, 'খুব সাঁতার কাটলে?'

সোহানা বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে রানার কণ্ঠস্বরে থমকে গেল। ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'কাটতে হল ডক্টরের পাল্লায় পড়ে।'

'কিছু বের করতে পারলে ?'—রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কোনো তথ্য ?'

'না !'—বললো সোহানা, 'একটা কাজের কথাও বলে নি ডক্টর, শুধু বকবক করছে।'

'ওভার-ডোজ হয়ে গেছে।'—রানা হাসলো, 'তোমার ও পোষাক বুড়োর হার্ট-বিট বাড়িয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই।'

সোহানা শার্টটা সামনের দিকে টেনে দিল। ওর সুন্দর সুগঠিত উরু, মেদহীন শরীর, সংক্ষিপ্ত পোষাক পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। রানার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থেকে বাথরুমের দিকে আবার এগিয়ে গেল সোহানা। ঘুরে দাঁড়ালো বাথরুমের দরজায়। বললো, 'বুড়োর হার্ট-বিট বেড়ে গিয়েছিল হয়তো, তোমার তো আর বাড়ে নি !'

'আমার ?'—রানা গম্ভীরভাবে দেখলো সোহানাকে। বললো, 'আমার হার্ট-বিট বাড়তে পারে না, কারণ হার্ট বলে কোনো জিনিস বোধ হয় আমার নেই। তা চারটি রাত এক সঙ্গে কাটিয়েও কি বুঝতে পারো নি ? দেখলে না, বুড়োর আদরের গুপ্তচরের বুকের ভেতর কিভাবে ছুরি বসিয়ে দিলাম ? শোন নি আমার কথা পি. সি. আই অফিসে বসে ? কিভাবে হৃদয়হীন রানা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে মানুষের বুকে ?'

'শত্রুর বুকে।'—শুদ্ধ করে দিল সোহানা। এবং বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাবলো: শত্রু কে ? রানা কাকে বেছে নেবে শত্রু হিসেবে। শার্টটা খুলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালো। জেব্রা-স্ট্রাইপ রেসিয়ার খুলে ফেলে দিল। পেন্টির দু'দিকে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে নিচে নামিয়ে দিয়ে বের করে আনলো দু'পা। নগ্ন দেহে শাওয়ারের

ঝিরঝিরে স্পর্শে বিচিত্র এক অনুভূতি ছড়িয়ে দিল সারা শরীরে।

ক্রাচ দু'টো পাশে রেখে সমুদ্র-বেলাতে বসে আছে রানা।

লাল পেড়ে সাদা শাড়ীটা পরে সন্ত ফোটা ফুলের মত এসে রানার সামনে বসলো সোহানা। রানা কি যেন ভাবছে। জিজ্ঞেস করলো, 'কি ভাবছো?'

'ভাবছি তোমার কথা।'—রানা বললো, 'তোমাকে দেখে ক্যাপ্টেন দিউ তার মেয়ের কথা ভাবছিল। কিন্তু ডক্টর অলিন কার কথা ভাবে?'

আবার রানা কথা কাটাকাটি করতে চায়। সোহানা কোনো উত্তর দেবে না ভাবলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহজ ভাবে হাসলো, 'তুমি কিন্তু ক্যাপ্টেন দিউর ভক্ত হয়ে পড়েছো।'

'না, আমি শত্রু খুঁজছি।'—রানা বললো, 'আচ্ছা, তুমিই একটা হিসেব কর, আমি এক এক করে বলছি: আমাদের প্রথম শত্রু ধরলাম দিউ। দিউ আমাদের কিডন্যাপ করেছে। দিউ আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা পালিয়ে অলিনের নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি ধরে নিতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দিউ আমাদের পালাতে দিল কেন?'

'জানলে নিশ্চয়ই দিত না।'

'দিউ জানতো।'—রানা বললো, 'ভেন্টিলেটরের মুখেই রেডিও-রুম। তুমি একটা জিনিস খেয়াল কর নি যে, ভেন্টিলেটরের মুখ বাতাসের দিকে ঘোরানো ছিল না, ছিল পেছনের দিকে ঘোরানো। এবং ক্যাপ্টেন ভেন্টিলেটরের সামনে বসে আমাদের হত্যার পরিকল্পনা করেও দু'ঘণ্টা সময় দেয়। ক্যাপ্টেন দিউ বন্দীকে লাইফ-বেল্ট এবং প্রয়োজনীয় সব জিনিস-পত্রের সঙ্গে কেন রেখেছিল? তুমি জানো লাইফ-

বোটগুলো বাতিল জিনিসের ভেতরে রাখা হলেও প্রত্যেকটাতে CO_2 চার্জ করা ছিল। শুধু তাই না, ডেকের ঢাকনার বল্টুও ক্যাপ্টেন আলগা করে রেখেছিল, নইলে জ্যাকের সামান্য চাপেই ওভাবে খুলে যেত না ওটা। তারপর আমরা যখন বেরুলাম, কোনো গার্ড ছিল না তখন। জাহাজে ও প্যাসেজটায় কোনো আলোও রাখা হয় নি। এর মানে, স্কুনার থেকে পালানোর পরিকল্পনা আমাদের নয়, ক্যাপ্টেনেরই। ক্যাপ্টেন স্কুনারটাকে এমন একটা স্রোতের মুখে এনে ফেলেছিল যেখান থেকে আমরা সহজেই কোরাল-রীফে পৌঁছে যাই। তা ছাড়া রাতে ঘুমের ঘোরে আমি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনেছি। অত সকালে ডক্টরের লোকেরা আমাদের পেয়ে যাওয়াটাকে কো-ইন্সিডেন্স বলা ঠিক হবে কি?'

'মানে তুমি বলতে চাও, ক্যাপ্টেন এবং ডক্টর এক সঙ্গে কাজ করছে?'

'আমি সম্ভাবনার কথা বলছি।'—রানা একটা সিগারেট ধরালো। সোহানা পানির ড্রামে তার পোষাক একটু বেশি আনলেও রানার সিগারেট কার্টনের কথা ভোলেনি।

সোহানা কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে থেকে বললো, 'ডক্টর আমাদের দিয়ে কি করবে?'

রানা উত্তর দিল না। এ প্রশ্ন রানাও ভাবছে।

'ক্যাপ্টেন দিউ এভাবে কায়দা করে আমাদের এখানে না ফেলে একেবারে হাতে হাতেও পৌঁছে দিতে পারতো।'—সোহানা বললো।

'এর পেছনে অনেক পরিকল্পনা কাজ করছে। এবং সে সব পরিকল্পনা অতি বুদ্ধিমান কারো মাথা থেকে বের হয়েছে। প্রতিটা ঘটনার পেছনেই কেউ একজন আছে এবং তার বিরাট কোনো পরিকল্পনা রয়েছে।'

'কে সে?'—সোহানা জিজ্ঞেস করলো। একটু থমকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলো, 'ডক্টর অলিন?'

'ডক্টর কি না জানিনা।'—রানা বললো, 'পরিকল্পনাটা কি, তাও জানিনা। তবে আমি রাতে দেখা তার কাঁটার বেড়াটাকে ভুলতে পারছি না। ওখানে চাইনিজ নেভীর লোক রয়েছে। ওখানে বিরাট কিছু ঘটছে, গোপনে। হতে পারে, পিকিং সরকারই কিছু করছে, কিন্তু খুবই সতর্কতার সঙ্গে। তারা জানে, একজন খাম খেয়ালী বিদেশী আর্কিওলজিস্ট এখানে কাজ করছে অনেক দিন থেকে।'

'চাইনিজ যদি গোপনেই কিছু করবে তবে ওকে এখানে থাকতে দেবে কেন?'

'দিয়েছে ভালমত তদন্ত করেই। ক্ষতিকর না জেনেই। বন্ধু মনে করে।'—রানা বললো, 'থাকতে দিয়েছে শুধু নয়, রেখেছে বাইরের পৃথিবীর কাছে এ দ্বীপের একটা অন্যরূপ দিতে, আসল জিনিস গোপন করতে।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ডক্টরের সঙ্গে চাইনিজদের গোপন যোগাযোগ আছে, দিউ এর সঙ্গেও ডক্টরের যোগ আছে এবং ...।'

'এবং, আমাদের সরকার চাইনিজদের এই ব্যাপারটা জানে, এখানে যা হচ্ছে আমরা তার কিছুটা অংশীদারও বটে। মেজর জেনারেলও ব্যাপারটা জানেন।'

রানা উঠে দাঁড়ালো, 'মেজর জেনারেলের পরিকল্পনা মত আমরা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি। এটাই আমাদের নিয়তি।'

'তবে আমরা ডক্টর অলিনকে বিশ্বাস করতে পারি।'—সোহানা দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললো, 'কারণ আমরা...।'

'মেজর জেনারেল কাউকে বিশ্বাস করতে এখানে আমাদেরকে পাঠায় নি।'—রানা বললো, 'আমি শুধু ঘটনা এবং পারিপার্শিকতাকে অনুমান করলাম। কারণ, দলের লোক হয়েও ডক্টর কেন কুকুর ছেড়ে দেয়, ঝোপের মধ্যে লোকেরা কি দেখে?'

'হতে পারে ডক্টর অলিন এদিকে ওদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যে গার্ডের ব্যবস্থা করেছে।'—সোহানা বললো।

'হতে পারে।'—রানা বললো, 'তা হলে আমরা এখানে এলাম কেন?'

'আমরা দাবার বোর্ডে, দাবাড়ুদের বেসামাল চাল।'—সোহানা বললো, 'মেজর জেনারেলের ভুল।'

'মেজর জেনারেলের ভুল।'—রানা মাথা নাড়লো, 'এত বড় ভুল মেজর জেনারেল করেন না, সোহানা। আমাদের আরো কিছু জানতে হবে। জানতে হবে এই বুড়ো আদৌ ডক্টর অলিন কিনা।'

'রানা!'—সোহানা কিছু একটা আবিষ্কার করছে যেন, বললো, 'হ্যাঁ, আমাদের জানতে হবে, ও ডক্টর অলিন কিনা। জানো, ও আমাকে এমন সব কথা বলেছে যা ডক্টর অলিনের মত জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। আমি ওকে যতবার ইজিপ্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি ও শুধু পলিনেশীয়ানদের সম্পর্কে বলেছে। আমি যতবার গ্রেটা আইল্যাণ্ড সম্পর্কে তার লেখাগুলো পড়তে চেয়েছি ও অমনি অন্য কথায় চলে গেছে।'

'আমি আর্কিওলজি সম্পর্কে কিছু না জানলেও এটুকু জানা আছে, তুসকানি-হিলে একটা কয়লার খনিতে ৬০০ ফিট গভীরে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে। অথচ ডক্টর বললেন, ৯২০ ফিট গভীরে পাওয়া কাঠের ঘরের নমুনা হচ্ছে একটা রেকর্ড।'—রানা বললো।

'কিন্তু ওর পাওয়া জিনিসগুলো তো মিথ্যে নয়?'

'নাও হতে পারে। কোন্‌টা মিথ্যে কোন্‌টা সত্য কিছুই আমরা জানি না। আজ রাতে আমি বের করবো, সত্যি ঘটনা কি।'

'আজ রাতে?'

'হ্যাঁ।'

'এই হাতের অবস্থা নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'—রানা বললো, 'হাতটা কোনো প্রয়োজনেই আসবে না যদি এখান থেকে বেঁচে বেরুতে না পারি।'

সোহানা রানার কাছে এগিয়ে এল। সামনে দাঁড়ালো। রানা আর একটা সিগারেট বের করে মুখে লাগালো। সোহানা রানার হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে সেটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'রানা, একটা কথা রাখবে?'

রানা অবাক হয়ে তাকালো সোহানার চোখে। বললো, 'বলো।'

সোহানা আরো কাছে ঘেঁষে এল। ওর নরম বুকের স্পর্শ পেল রানা।

'আমাকে আজ সঙ্গে নিয়ে চল।'

'না!'—সরিয়ে দিল রানা সোহানাকে।

'প্লীজ, রানা।'—সোহানার কণ্ঠে মিনতি। বললো, 'তুমি একাবে একা…।'

'তুমি গিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমাকে একাই করতে হবে এই কাজটা।'

'আমি এ মিশনে তোমাকে সাহায্য করতেই এসেছি।'

'এই একটা ভুল করেছে মেজর জেনারেল।'—রানা বললো, 'কারণ এ মিশনে পাঠানো উচিত ছিল একটা ট্রেইণ্ড মেয়ে। স্পাই হিসাবে মেয়েরা একটা কাজই করতে পারে এবং করতে দেওয়া হয়, তা হল মাদাহারির ভূমিকা। পুরুষের কানের কাছে মিষ্টি কথা বলে, মিষ্টি হেসে, ছলনা করে মনের কথা বের করে নেওয়া। এ কাজ তুমিও করতে পারো। গতরাতে আমি আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি: ডক্টর অলিনের চুল পেকে সাদা হয়ে গেলেও রসিক মানুষ! তোমার উপরেও তার চোখ আছে। বুড়োর চোখের

ভাষা পড়তে পারো নিশ্চয়ই।'

সোহানা কথা না বলে রানার কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করলো। বুঝতে চেষ্টা করলো, এটা কি ধরনের রসিকতা। তারপর বললো, 'তোমার সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে আমি যথেষ্ট ক্লান্ত। আমার দ্বারা বোধহয় এ অভিনয় চলবে না, ধরা পড়ে যাবো।'—উঠে দাঁড়ালো সোহানা। বললো, 'আমি চললাম।'

রানার জন্যে দাঁড়ালো না। রানা ক্রাচ ভর দিয়ে রওয়ানা হল। দেখলো, সোহানা প্রায় দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

মেজর জেনারেল ভুলই করেছেন। এ ধরনের সেন্টিমেন্টাল মেয়েকে একাজে পাঠানোই উচিত হয় নি। সব কাজ সবার জন্যে নয়।

ওদের মধ্যে আর কথা হল না। কোচিমা রাতের খাবার দিয়ে গেল, কোন কথা বললো না। দু'জন চুপ চাপ খেলো। রানা মনে মনে অনেকবার চেষ্টা করলো এ নীরবতা ভাঙতে। কিন্তু কেন যেন পারছিল না। বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছিল মন। খাওয়া হয়ে গেলে রানা শুয়ে পড়লো। সোহানা আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো পাশেই। আধ ঘণ্টা পর উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে রানা বাইরেটা দেখে বিছানায় বসে পায়ের ব্যাণ্ডেজটা খুলে জুতো পায়ে দিল। পেন্সিল টর্চটা পকেটে রাখলো, ছুরিটা নিল কোমরে। হাতের ব্যথাটা অনুভব করলো এবং আরো কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে সোহানার দিকে তাকালো। একভাবে শুয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে ঘুমোয় নি। রানা ডাকলো, 'সোহানা।'

'জি।'—শুয়ে শুয়েই উত্তর দিল।

'যাচ্ছি। তোমার ঘরে থাকাই বেশি দরকার। ডক্টর রাতে খোঁজ নিতে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে।'

সোহানা কোন কথা বললো না। রানা জানালা দিয়ে বাইরে

নেমে গেলে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু রানাকে দেখতে পেল না। চন্দ্রালোকিত দ্বীপটা দেখতে লাগলো সোহানা। গাছ, ছায়া...সব তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হল। দুর্বোধ্য মানুষটা কি ধাতুতে গড়া! রানার চেহারাটা ভাবলো। অথচ কি আশ্চর্য, এই একটু আগের দেখা চেহারাটা সে মনে করতে পারছে না। সোহানার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।...দেখলে, দূরে কালো পাহাড়ের ভৌতিক ছায়া।

আধ ঘণ্টা পর গুহায় পৌঁছুল রানা। বাঁ হাতে ছুরিট ধরলো, টানেলের দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল। প্রথম গুহায় পৌঁছে দাঁড়ালো না, এই টানেলের মুখোমুখি টানেলে গিয়ে প্রবেশ করলো রেল-লাইন পায়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দ্বিতীয় টানেলে প্রবেশ করতে পাঁচ মিনিট লেগে গেল। আরো ত্রিশ সেকেণ্ড, রানা পৌঁছুলো দ্বিতীয় গুহায়, যেখানে ডঃ অলিন তার প্রথম আবিষ্কার দেখিয়েছিল। রানা দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। না, কেউ আলো জ্বাললো না, কেউ ঝাঁপিয়েও পড়লো না। রানা একা, দ্বিতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। অথবা তারা অপেক্ষা করছে। এই গুহার এক প্রান্তের দু'টো সুড়ঙ্গ-মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেদিকে না গিয়ে তার পরের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলো রানা। এখানেই ওয়াং কাজ করছিল তার লোকজন নিয়ে। এখন রানা আর্কিওলজিতে তেমন উৎসাহী নয়। রেল-লাইন ধরে তৃতীয় গুহায় প্রবেশ করলো। সেটাকে ছাড়িয়ে চতুর্থ গুহায় পড়লো। চতুর্থ গুহায় একটি গুহা-মুখ পাওয়া গেল পশ্চিম দিকে। রানা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলো। এখানে এই একটি-ই সুড়ঙ্গ।

রানা সুড়ঙ্গের দেয়ালে হাত রেখে অন্ধকারে এগিয়ে চললো।

এখানে কোন ভূতাত্ত্বিক খনন হয়নি। গুহাটা সোজা এগিয়ে গেছে। চলতে চলতে রানার মনে হলো এ গুহার শেষ নেই। একরোখা ঘোড়-সওয়ারের মত এগিয়ে গেছে, শুধু এগিয়েই গেছে যেন কোনো অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। এবার চোখ-কান সচেতন রেখে এগুচ্ছে রানা, প্রতি পদক্ষেপে হিসাব করে। সুড়ঙ্গটা সংকীর্ণ হয়ে আসছে ক্রমে। এবং উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সুড়ঙ্গে বাতাসের অভাব নেই। প্রথম সুড়ঙ্গের মুখ থেকে দেড় মাইল ভেতরে এসেও এই বাতাস! রানা অনুমান করলো, সুড়ঙ্গটা ক্রমে উপরের দিকে উঠে পাহাড়ের উঁচু ঢালে গিয়ে মেশার ফলে বাতাস খাড়াভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। রানা অনুমান করলো, এখন সে সমতল পথে চলছে। তারপরেই নিচের দিকে ঢালু হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা। এগিয়ে চললো ও অন্ধকার ভেদ করে, দেয়াল ধরে। দেয়ালটা হঠাৎ হাত ছাড়া হয়ে গেলো।

দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। ছুরিটা ডান হাতে ধরে বাঁ হাতে পেন্সিল টর্চটা বের করলো। এখানে একটা গুহা। আনুমানিক ত্রিশ ফুট গভীর। ভাঙা পাথরে অর্ধেকটা গুহা বোঝাই। এটা সুড়ঙ্গ তৈরী করার সময় পাথর স্টোর করার জায়গা। আরো তিন শো ফিটের মত সামনে এগিয়ে গেল রানা। মাথাটা হঠাৎ ঠুকে গেল পাথরে। হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরলো। অনুমান করলো, সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে। অন্ধকারে পেন্সিল-টর্চের আলো জ্বাললো। দেখলো, এখানে ভাঙা পাথরের টুকরোর মধ্যে পড়ে আছে দু'টো খালি বাক্স। টর্চের আলোতে এখনো দেখা যাচ্ছে ব্লাষ্টিক পাউডারের চিহ্ন। রানা সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তের দেয়ালের পাথরে টর্চের আলো ফেললো। একটা সলিড পাথর—সাত ফিট উঁচু চার ফিট চওড়া। আরো সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করলো রানা এবং বের করলো, আই লেভেলে

একটা গোলাকার পাথর। পাথরটা টেনে খসিয়ে আনলো। বেরিয়ে পড়লো একটা ছিদ্র। ছিদ্রপথে চোখ রাখলো। চোখে পড়লো অনেকগুলো মিটমিটে আলো। আকাশের তারা। এখান থেকে আকাশ দেখা যাচ্ছে। রানা আবার বসিয়ে দিল পাথরটা যথাস্থানে।

অনুমান করলো ওটা পশ্চিম আকাশ। এটা পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত।

আবার ফিরে এল রানা। প্রথম গুহা চারটার চতুর্থ গুহায় এল। অন্য সুড়ঙ্গগুলো পরীক্ষা করলো। সুড়ঙ্গগুলোর মুখে একটা করে গুহা আছে, কিন্তু তারপর আর কোন সুড়ঙ্গপথ নেই। তৃতীয় গুহার অন্য সুড়ঙ্গগুলো খুঁজতে গিয়ে কিছু পেল না, কিন্তু পথ হারালো অন্ধকারে। আধঘণ্টার মধ্যে বেরুবার কোন পথ পেল না। তারপর রেল-লাইন ধরে দ্বিতীয় গুহায় এল এবার দু'টি সুড়ঙ্গ উত্তর দিকে গেছে। একটাতে ওয়াং কাজ করছিল। সে সুড়ঙ্গ দিয়ে এগিয়ে গিয়েও নতুন কিছু পেল না। রানা অনুমান করে এসে দাঁড়ালো ধ্বসে-পড়া সুড়ঙ্গের মুখে। ডক্টর অলিনকে এখন আর বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। ঘন করে পিলার বসানো সুড়ঙ্গ মুখে। রানা হাতিয়ে আধ ইঞ্চি একটা ফাঁক বের করে টর্চ জ্বেলে আলো ভেতরে ফেললো। দেখলো, ডক্টর অলিন অন্ততঃ একটা বিষয়ে সত্যি কথা বলেছে, ভেতরে ভাঙা পাথরের চাঁই সুড়ঙ্গটাকে ব্লক করে দিয়েছে।

রানা দ্বিতীয় বন্ধ সুড়ঙ্গ-মুখের কাঠের পিলারে ফাঁক খুঁজতে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করে বসলো। বহু ব্যবহারে দু'টো কাঠ আলগা হয়ে এসেছে।

ত্রিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করলো রানা। দম নিয়ে পকেটমারের চেয়েও সাবধানে কাঠটা সরিয়ে পাশের কাঠে হেলান দিয়ে রাখলো। একটু শব্দও হল না। ছয় ইঞ্চি ফাঁক হল। এবার টর্চ ফেলে

দেখলো, পরিষ্কার মেঝে, পরিষ্কার ছাদ। কোথাও ভাঙার চিহ্নও নেই। আলো নিভিয়ে দ্বিতীয় কাঠটাও খসিয়ে ফেললো রানা। এবং ভেতরে ঢুকে পড়লো। একটা কাঠ আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিল ভিতর থেকে। কিন্তু বাকি ছয় ইঞ্চি জায়গায় ছয় ইঞ্চি কাঠটা বসাতে পারলো না। আর কোন উপায় না দেখে ওভাবে রেখেই রানা ভেতরের দিকে এগিয়ে চললো সুড়ঙ্গের দেয়ালে হাত রেখে। কিছু দূরে যেতেই রানা একটা উত্তেজনা বোধ করলো, বাঁ দিকে ক্রমেই বাঁক নিচ্ছে সুড়ঙ্গটা। হাতে কিসের যেন একটা শীতল স্পর্শ পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। সরিয়ে নিল হাতটা। দম বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাতটা বাড়িয়ে দিল।

একটা চাবি। দেয়ালের হুকের সঙ্গে ঝুলছে।

কাছে দরজা আছে।

চাবিটা ছেড়ে দিয়ে দেয়াল হাতিয়ে একটা কাঠের দরজার সন্ধান পেল রানা। খাড়া কাঠ দিয়ে তৈরী দরজা। কি-হোল বের করলো অন্ধকার হাতিয়ে। তারপর চাবিটা নিল দেয়াল থেকে। তালা খুলে ফেললো। এবং খুব আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগলো। দুই-এক ইঞ্চি করে খুলতে লাগলো দরজাটা। খোলার সঙ্গে সঙ্গে রানা একটা গন্ধ পেল, তেল ও সালফিউরিক এসিডের মিলিত গন্ধ। দরজার কব্জায় শব্দ বেজে উঠল ক্যাঁচ করে। আরো সাবধানে একটা মানুষ যাবার মত ফাঁক করে ঢুকে পড়লো এবং ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে টর্চটা জ্বাললো রানা।

কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করছে না। আলোটা চারদিক ঘুরিয়ে নিল। এবং বুঝতে অসুবিধা হল না, কিছুক্ষণ আগেও কেউ এখানে এসেছিল। কয়েক পা এগিয়ে গেল রানা। পায়ে বাধলো ভারি একটা কিছু। দেখলো, এসিড এক্যুমুলেটর। এর থেকে একটা তার দেয়ালের

দিকে চলে গেছে। রানা টর্চের আলোতে সুইচ খুঁজে বের করলো। টিপে দিতেই উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল গুহাটা। উজ্জ্বল মানে প্রয়োজনীয় আলো।

রানা ঘরের কোণে অনেকগুলো বাক্স দেখলো। চেনা চেহারা। বাক্সগুলো আগে কোথাও দেখেছে রানা। দেখলো. এ্যামোন্যাল এক্সপ্লোসিভের বাক্স। দেখে বুঝলো, ক্যাপ্টেন দিউ-এর স্কুনারে এই বাক্সগুলি দেখেছিল সে। ওই দুর্যোগের রাতেই ক্যাপ্টেন দিউ এই বাক্সগুলো নামিয়ে দিয়ে গেছে।

দেয়ালে দু'টি কাঠের তাকে সাজানো রয়েছে নতুন ধরনের মেশিন-পিস্তল এবং অটোমেটিক কারবাইন। প্রত্যেকটা অস্ত্রে যত্নের সঙ্গে গ্রীজ লাগানো হয়েছে, গুহার ড্যাম্প থেকে রক্ষার জন্যে। পাশেই এ্যামুনিশনের বাক্স। রানা কোমরের ছুরিটার বাঁটে হাত রেখে হাসলো। এগিয়ে গেল এ্যামুনিশনের বাক্সের দিকে। ডালা খুলে অবাক হয়ে গেল। বাক্সটা ভর্তি কালো ব্লাষ্টিক পাউডারে। তার-পরের বাক্সে এম্যাটল এক্সপ্লোসিভ, মৌচাকের মত। তারপরের একটা ড্রামে রয়েছে পয়েন্ট ফরটি-ফোর শটগানের গুলি। রানা চোখ বুলিয়ে গেল মার্কারী ডিটোনেটর, R. D. X. ফিউজ, কেমিক্যাল ইগনিটার, ইত্যাদির উপর দিয়ে। রানা চকচকে কারবাইনগুলো আর একবার দেখে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গুলি ছাড়া কারবাইন, অশ্বহীন ঘোড়-সওয়ার। দ্বীপটা দখল করা আর হলো না।

সুড়ঙ্গ ধরে আরো বিশ গজ এগিয়ে গিয়ে রানা আরো একটা দরজা পেল। একই ধরনের দরজা। কিন্তু এর কোন তালা-চাবি নেই। নব ধরে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। শীতল বাতাসের স্পর্শ রানাকে কাঁপিয়ে দিল।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করলো এবং অন্ধ-

ঘরটার হিসেব মত হাত বাড়িয়ে সুইচ খুঁজে বের করলো। সুইচে টিপ দিয়েই গুহার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল।

কিন্তু এটা কোনো গুহা নয়, এটা মন্দির।

৭

গুহার ভেতরের আর্দ্রতা এবং লাইম-স্টোনের ফসফেটের সংমিশ্রণই হয়তো লাশগুলোকে অবিকৃত রেখেছে।

রানা মেঝেতে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো দেখে এ-কথাটাই ভাবলো।

পচন ধরেছে, কিন্তু সামান্য। চেহারাগুলো চেনা যায়!

সবার পরনের শার্টের সামনের দিকের কালচে দাগ সবার পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টের কাজ করছে। একটি মহিলার নগ্ন মৃতদেহ। পুরো নগ্ন নয়। কাঁচুলি আছে। নিম্নাংশ অনাবৃত।

রানা শ্বাস নিচ্ছিল মুখ দিয়ে এবার। দু'আঙুলে নাকটা ধরলো, ঝুঁকে পড়ে প্রত্যেকের মুখে টর্চের আলো ফেললো। প্রায় সবগুলো অচেনা মুখ। একজনকে চিনলো: ডক্টর পীয়ের অলিন। সাদা দাড়ি সাদা চুল, সাদা ভ্রু সাদা গোঁফ, আসল ডক্টর অলিন। তার পাশের লাশটা ডক্টর হুয়াং-এর যার কথা নকল 'অলিন' বলেছিল, 'ম্যালেরিয়া হওয়াতে পিকিং গেছে, যার ছবি দেখেছিল 'স্যাটার ডে রিভিউ' পত্রিকায়। সেই সাড়ে ছয় ফিট লম্বা লোকটার লাশ।

কপালের ঘাম চোখের ধার ঘেঁষে নামতে চোখ জ্বালা করে উঠলো রানার। ঘাম বয়ে যাচ্ছে, অথচ শরীর কাঁপছে যেন শীতে। কি যেন ঝিক্ করে উঠলো। ছুরিটা ডান হাতে অকারণেই শক্ত করে ধরলো রানা। নিভিয়ে দিল পেন্সিল-টর্চ। গন্ধ! নয়টি লাশ ছাড়াও অন্য কিছুর উপস্থিতি অনুভব করলো ও। প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। নিজের নিঃশ্বাসই রানাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইলো। ঘরের অন্য পাশে অন্ধকারে একটা কালো মত কিছু নড়ে উঠলো।

থেমে গেল হার্ট বিট। দু'টো মানুষ-মূর্তি এগিয়ে আসছে। এবং পনেরো ফিটের মধ্যে এসে পড়েছে। দু'দিক থেকে দু'জন ঘিরে ফেলতে চাইছে রানাকে। চাইনিজ। পরনে পাজামা, খালি পা। দু'জনের হাতে দু'টি ছুরি। চকচক করে উঠেছিল এই ছুরিই। পদ-ক্ষেপে বোঝা যায়, দু'জনই পাকা খেলওয়াড়। দু'জনেরই চোখ রানার উপরে স্থির। ছুরি উঁচু করলো রানা। ছুটে গেল ওদের দিকে।...ওরা কাত হয়ে গেল। ছুরি বাগিয়ে ধরলো। কিন্তু রানার লক্ষ্য ওরা নয়—ছুরির বাঁট গিয়ে লাগলো জ্বলন্ত বাল্‌বে। এবং কাত হয়ে মেঝের উপর অন্ধকারে গড়িয়ে পড়লো। কাঁচ ভাঙার শব্দ, আর অন্ধকারে ভরে গেল গুহা। অন্ধকার, অন্ধকার! এবার রানা ভাবলো: আমি শত্রুর বুকেই ছুরি বসাবো, একশো ভাগ শিওর হয়ে। কিন্তু ওদের ছুরি চালাবার সময় বন্ধুর কথা ভাবতে হবে, হাত কেঁপে যাবে। রবারের সোলের উপর ভর করে নিঃশব্দে কয়েক পা সরে গেল। পায়ের এক পাটি জুতো খুলে ছুঁড়ে দিল দরজার মুখে। ওরা দু'জনই ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো দরজার কাছে শব্দ লক্ষ্য করে। হুটোপুটি খাবার শব্দ, তারপরেই অকস্মাৎ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো একটা আর্তনাদ।

পতনের শব্দ।

জ্বলে উঠলো রানার হাতের টর্চ। দু'জনের উপর গিয়ে পড়লো আলো। একটা মৃত্যুকাতর মুখ, অন্য মুখে বিস্ময়। একজনের দেহ মাটিতে পড়ে আছে উপুড় হয়ে। বিশাল ছুরি বুকের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে। পিঠের মাঝখান দিয়ে রক্তাক্ত চকচকে মাথা বেড়িয়ে গেছে। বিস্মিত মুখটা এবার চমকে উঠলো ভয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়লো বন্ধুর হাত থেকে খসে পড়া ছুরির উপর। কিন্তু তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা। একই গতিতে লোকটার পাঁজরার পাশ দিয়ে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল সমস্ত শক্তিতে। আরেকটা আর্তনাদ গুহা-দেয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সব স্থির, সব নীরব।

আবার আলো ফেলে দু'টো রক্তাক্ত দেহ দেখলো রানা। এগারোটা মৃতদেহ। একজন জীবন্ত মানুষ—রানা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো রানা পাঁচ মিনিট। নতুন শত্রুর প্রতীক্ষায়। এখন রানা নাকে মুখে শ্বাস নিচ্ছে। না, কেউ এল না। মৃতের গন্ধ আর নাকে লাগছে না। টর্চ জ্বেলে জুতোটা বের করলো খুঁজে, পায়ে দিল। ছুরিটা বের করলো ওদের একজনের পাঁজর থেকে টেনে। মুছলো ওপরের লাশটার পিঠে। কোমরের বেল্টে রাখলো না, হাতে ধরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো। ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো। বাঁ হাতের ক্ষতে প্রচণ্ড ব্যথা। সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে চললো···কে গান গায়! চমকে রানা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা সুর কানে ভেসে আসছে দূর থেকে।

রানার মাথার মধ্যেই যেন বাজছে সুরটা। এতক্ষণ যা ঘটলো, রানা যা করলো তাতে এমন বিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আরো কয়েক সেকেণ্ড কাটার পর বুঝলো, এটা বিকার নয়,

পরিষ্কারভাবে শোনা যাচ্ছে—কেউ যেন গুন গুন করে গাইছে, 'থ্রি কয়েন্স ইন দা ফাউনটেইন···থ্রি ওপেন হার্টস···'—প্রথমে একটা কণ্ঠ গাইছিলো, আরো একটা কণ্ঠ তাতে যোগ হল। এবং দু'টো কণ্ঠই নারীকণ্ঠ।

রানা মাথা ঝাঁকালো। না, গান থেমে গেল না। নারী কণ্ঠের গান এখানে কোথেকে আসছে? রেকর্ড?

টানেল ধরে এগিয়ে গেল রানা শব্দটা লক্ষ্য করে বাঁ দিকে নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে। বিশ পঁচিশ গজ হাঁটার পর আলোর আভাস দেখতে পেল। আরো দু'বার মোড় নিয়ে এগিয়ে চললো। আলোও বাড়তে লাগলো। আলোকিত হয়ে উঠছে গুহা।

এবং আরেক মোড় নিতে গিয়ে থেমে গেল।` আড়ালে দাঁড়ালো। দেখলো, সুড়ঙ্গের প্রান্তে একটা লোহার গেট। গেটের মাঝখানে। কিছুটা জায়গা, তারপর দ্বিতীয় গেট। মাঝে একটা বাল্ব জ্বলছে। বাল্বের নিচে দু'জন কারবাইনধারী দাঁড়িয়ে।

গান এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠের কথা। কারবাইনধারী উঠে গালি দিল ওদের উদ্দেশ্যে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে গান থামলো। কিছু কথা শোনা গেল। আবার শুরু হল গান।

এরা কি নিখোঁজ বিজ্ঞানীদের নিখোঁজ স্ত্রী?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে রানা। হাতের ছুরি আরো শক্ত করে ধরলো। এগিয়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সংযত করলো। ওদের হাতে দু'টো কারবাইন—এ ছুরিটা ওদের বিরুদ্ধে এক মিনিটও লড়তে পারবে না।

আর কিছু ভাবলো না রানা। ভাবার শক্তি তার নেই। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবারও কিছু নেই। সব ঘটনা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও।

ফেরার পথ ধরলো রানা। ফেরার পথে শুধু একটা কথাই ভাবতে পারলো, পালাতে হবে।

গুহা থেকে বেরুতেই দেখলো, প্রবল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।

ডক্টর অলিনের কুঠিতে আলো জলছে।

রানা দাঁড়ালো গেস্ট-কোয়ার্টারের পেছনের জানালার নিচে। আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সোহানা।

না ঘুমায় নি সোহানা।

জানালা বেয়ে উঠতেই দেখলো, সোহানা দাঁড়িয়ে। রানাকে ধরলো। ভিতরে আসতে সাহায্য করলো। পর্দা টেনে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে বললো, 'এত দেরী করলে তুমি! আমি ভেবেছিলাম··· ভেবেছিলাম···।'

'বিধবা হয়ে গেছো?'—সোহানার কাঁধে হাত রেখে ওর মুখটা দেখলো। বললো, 'একশো ভাগ গিওরিটি দিতে পারি, আমি বেঁচে আছি, দেখ!'

'সোহানা।'—সোহানা কিছু বলার আগেই রানা বললো, 'আমাদের খবর পৌঁছাতে হবে চাইনিজ নেভীর কাছে। পালাতে হবে এখনই।'

'পালাতে হবে!'—সোহানা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আলোটা উসকে দিল। আলোয় রানাকে দেখে আঁতকে উঠলো ও। বললো, 'তোমার গায়ে রক্ত কেন? আজ···!'

'আজ কুকুর নয়, মানুষ।'—রানা বললো, 'ডঃ অলিনের লোক। ওরা এখনই খোঁজ পেয়ে যাবে। আমাদের আবার সাঁতার কাটতে হবে। তৈরী হও জলদি।'

'কিন্তু···।'

'আসল ডঃ অলিন এবং তার সহকারিদের হত্যা করেছে এরা। বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। তুমি তৈরী হতে থাক, আমি বলছি সব।'—রানা বললো, 'সাঁতারে সুবিধা যাতে হয় সেভাবে পোষাক পরবে। তবে বিকিনী টিকিনি নয়। স্ন্যাক্স পর। শার্কের উৎপাত হতে পারে, শরীর আল্‌গা না রাখাই ভালো। আমার হাতের রক্তক্ষরণ ওদেরকে এমনিতেই ক্ষেপিয়ে তুলবে।'

রানা পোষাক পরতে পরতে বললো টানেলের কথা। আসল ডক্টরের কথা। মহিলার কথা। এবং বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীদের কথা।

সোহানা জিজ্ঞেস করলো,-'বৈজ্ঞানিকরা কোথায় আছে?'

'কাঁটা-তারের ঘের দেওয়া অংশে নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে। হয়তো ওরা ওখানেই আছে। ওদের স্ত্রীদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, যাতে করে বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।'—রানা বলতে লাগলো, 'এই শয়তান বুড়োটা পাহাড় খুঁড়ে শেষ সীমায় পৌঁছেছে। অপেক্ষা করছে শুধু একটা বিশেষ মুহূর্তের। সে মুহূর্ত এলেই সুড়ঙ্গের শেষ-প্রান্ত খুলে যাবে। আক্রমণ করবে চাইনিজ নেভীকে।'

'আমরা কি করে এটা বন্ধ করতে পারি?'

'চেষ্টা করতে হবে।'—রানা লাইফ-বেল্ট হাতে তুলে নিল। বললো, 'কিছু একটা করার জন্যেই ঢাকার ওই বুড়োটা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে, হুলাহুপ নাচতে নয়!'

সোহানা তৈরী। রানার কথায় হেসে ফেললো ও। সামনে এগিয়ে এসে বললো, 'হুলাহুপ নাচে তো হাওয়াইয়ের মেয়েরা।'

রানা তাকালো সোহানার চোখের দিকে। চোখ দু'টো অন্য কিছু দেখছে না বা বলছে না, শুধু রানাকেই দেখছে। রানা বুঝতে পারছে, মেয়েটি মনে করছে, তারা তাদের জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই মনের কথা বলার শেষ সুযোগটা চায় ও।

রানা ওকে কাছে টেনে নিয়ে খুব কাছ থেকে দেখলো। চোখ দু'টো তাকেই দেখছে! ভিজে আসছে, কিন্তু আবার হাসিতে ভরে যাচ্ছে। চোখ দু'টোর পাতা কাঁপছে। তারপর বন্ধ হয়ে এল। রানা ডাকলো, 'সোহানা!'—সোহানার হাত দু'টো আঁকড়ে ধরলো রানাকে। একমাত্র ভরসা এখন রানা।

সমুদ্রের তীর ধরে ছুটে চললো ওরা প্রবল বৃষ্টিতে। বৃষ্টি ওদের সবকিছু থেকে আড়াল করে রাখলো।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকে দেড় মাইল এগিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লো ওরা। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে লাইফ-বেল্ট অ্যাডজাস্ট করে হেঁটে চললো গভীরের দিকে। কোমর পানিতে ওরা কখনও হেঁটে কখনও সাঁতারে এগুতে লাগলো। রানা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তার-কাঁটার বেড়া দেওয়া অঞ্চলটা হিসেব করলো। সমুদ্রের দু'শ গজ ভেতরে গলা পানিতে পৌঁছে সাঁতারে আরো দক্ষিণে এগিয়ে চললো। আগে আগে চললো রানা। শার্ক রিপেলেন্ট সিলিণ্ডারের স্ক্রু খুলে দিয়েছে ও। দুর্গন্ধময় কালো পদার্থ পানিতে মিশে যাচ্ছে। রানার বমি আসছিল গন্ধে কিন্তু এ গন্ধ শার্ককে দূরে রাখছিল রক্তের গন্ধ থেকে। শার্কের চেয়ে বমিই ভাল।

বৃষ্টি কমে এসেছে।

সমুদ্রের উপর রাত্রির কালো ছায়া। রাত্রির সমুদ্রের কালো পানিতে ওরা আরো এগিয়ে চললো। রানা হিসেব করে অনুমান করলো, তার-কাঁটার বেড়ার আধ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। এবার সাঁতারের গতি ফেরালো তীরের দিকে। এবং গভীর অন্ধকারে দেখতে পেল সাদা বেলাভূমির রেখা। আরো কিছুদূর এসে ওরা দাঁড়ালো

কোমর পানিতে।

রানা কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। ধরে ফেললো সোহানা। এবং ধরে রাখলো। ও বুঝতে পারছে, রানার শক্তি নেই। লোনা পানিতে জ্বলছে ক্ষতটা। সোহানার কাঁধে হাত রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চারদিক দেখে নিয়ে সৈকতের দিকে এগুলো। দু'জনই হাঁপাচ্ছে। সোহানা প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানাকে সাহায্য করার। সৈকতে এসে দু'জনই আছড়ে পড়লো বালিতে। রানা চিত হয়ে শুয়ে কালো আকাশের দিকে তাকালো। গভীর মেঘের আড়ালে চাঁদ কোথায় আছে বোঝা যায় না। সোহানা উপুর হয়ে শুয়ে পড়লো রানার পাশেই। বললো, 'আমি ভাবিই নি যে, কোনোদিন কূলে উঠতে পারবো।'

'আমরাও ভাবি নি।'

গম্ভীর কণ্ঠে সোহানার কথার সমর্থন করলো কেউ যেন অন্ধকার থেকে। দু'টো টর্চের আলো একসঙ্গে এসে দু'জনের উপর পড়লো। ওরা উজ্জ্বল আলোয় চোখ বন্ধ করলো। আবার শুনতে পেল কণ্ঠস্বর, 'নড়বেন না।'

দু'জন তড়িৎ গতিতে উঠে বসলো। কেননা এতক্ষণে দু'জনের খেয়াল হল, যে কথা বলছে তার ভাষাও বাংলা। রানা সোহানার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সোহানা হতবাক হয়ে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসেই রইলো।

রানা আলোর উদ্দেশ্যে বাংলায় বললো, 'আপনি আমাদেরকে আগেই দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, কুড়ি মিনিট হলো আপনাদের ফলো করছি। কিন্তু কথা বলার আগে পর্যন্ত বুঝি নি, আপনারা বাঙ্গালী।'—কণ্ঠস্বর আরো এগিয়ে এল। বললো, 'আপনাদের নাম, পরিচয়? তার আগে

জানা দরকার, আপনাদের সঙ্গে কোনো অস্ত্র আছে কিনা।'

রানা আলোর উৎসের পাশেই চকচকে পিস্তল দেখতে পেল। উত্তর দিল, 'আমার কাছে এই ছুরিটা ছাড়া আর কিছু নেই।'—রানা ছুরিটা কোমরের বেল্ট থেকে বের করে ভেজা বালির উপর ছুঁড়ে দিল। আলোটা সরে গেল ওদের চোখের উপর থেকে। রানা দেখলো সাদা নেভী-পোষাক পরা তিনজন লোক। বললো, 'আমার নাম মাসুদ রানা, বাঙ্গালী। আপনারা কি নেভীর লোক?'

উত্তর এল, 'আমি নেভীর সাব-লেফটেন্যান্ট সাদিকুর রহমান। আপনারা এখানে কি করে? জাহাজ ডুবির ঘটনা তো এখনো শুনি নি?'

কণ্ঠে দায়িত্বের কাঠিন্য এনে রানা বললো, 'ওসব কথা পরে বলা যাবে, লেফটেন্যান্ট। আমাদেরকে আপনার কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছে নিয়ে চলুন। এটা খুব জরুরী!'

'কিন্তু একটা কথা···।'

'আমি বলেছি, ব্যাপারটা খুবই জরুরী।'—রূঢ়ভাবে উচ্চারণ করলো রানা, 'স্মার্টনেস দেখাবার অনেক সময় পাবেন। আপাততঃ আমার সঙ্গে কো-অপারেট না করলে আপনারাই বিপদ ডেকে আনবেন। আমি ইন্টেলিজেন্স লোক, আমার সঙ্গিনী মিস্ চৌধুরীও তাই। আপনাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার কোথায় আছেন?'

হয়তো নেভী অফিসার রানার কণ্ঠের দৃঢ়তায় জরুরী অবস্থাটা বুঝতে পারলো। দ্বিধান্বিতভাবেই একটা দিক দেখিয়ে বললো, 'মাইল দুয়েক যেতে হবে···কিন্তু আমাদের রাডার পোস্টে টেলিফোন আছে?'

'কম্যাণ্ডিং অফিসারের নাম?'

'কমোডোর জুলফিকার।'

রানা খুশী হয়ে উঠলো, বললো, 'কমোডোর জুলফিকার? ম্যাসেজ

পাঠিয়ে দিন আপনার সঙ্গীকে দিয়ে।'—রানা একটু গুছিয়ে নিয়ে বললো, 'বলবেন, একটা আক্রমণ-পরিকল্পনা হচ্ছে বাইরে থেকে। হয়তো আজ রাতেই আক্রমণ ঘটবে। ডক্টর অলিন এবং তাঁর যে সহকারী পাহাড়ের অন্তদিকে বিজ্ঞান-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এত বছর থেকে, তাঁদের হত্যা করা হয়েছে সাত-আটদিন আগে।'

'হত্যা!'

'আমার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।'—রানা বলে চললো, 'দ্বীপের অন্তদিক থেকে পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয়েছে এই দিকটা পর্যন্ত। মাত্র পাতলা একটা আবরণের আড়ালে রয়েছে সে সুড়ঙ্গ। ওরা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে ফেলবে সে আবরণ। হয়তো এতক্ষণ ভাঙা শুরু হয়ে গেছে। কান পাতলে গাইতির শব্দ শুনতে পাবেন।'

বিস্ফারিত হল লোকটার চোখ দু'টো। পাহাড়টা দেখলো। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কত লোক আছেন আপনারা?'

'চব্বিশ জন সিভিলিয়ান। নেভীর লোক আছে পঞ্চাশ জন।'

'আর্মড?'

'হ্যাঁ।'

'তবে তাড়াতাড়ি করুন। হ্যাঁ, কমোডোরকে বলবেন, আমার নামটা মাসুদ রানা, মেজর মাসুদ রানা।'

লেফটেন্যান্ট তার সহকারীকে নির্দেশ দিল। লোকটা চাইনিজ নেভীর। দ্রুত চলে গেল অন্ধকারের ভেতরে নির্দেশ শেষ হবার আগেই।

'দু'দেশের-নেভী কি এক সঙ্গে কাজ করছে?'

'কোনো প্রশ্ন করবেন না, মেজর মাসুদ।'—লেফটেন্যান্ট সাদিক বললো, 'আমরা কি এখন কমোডোরের কাছে যেতে পারি, মেজর মাসুদ?

…কিছু মনে করবেন না, আমাদের পেছনে লিডিং সী-ম্যান কাও-চী আসবে। আপনি এখনো অফিসিয়ালী অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী।'

কাও-চী তার হাতের কারবাইন উঁচু করে ধরে রেখেই পেছনে চলে গেল। রানা সোহানার দিকে তাকালো এতক্ষণে। ডান হাতে ওর কনুই ধরে বললো, 'চল।'—ঝুঁকে কানের কাছে বললো, 'ভয় নেই। কমোডোর ভূলফিকার আমাদেরই লোক।'

হাসার চেষ্টা করে পা বাড়ালো সোহানা। ওদের পাশেপাশে চললো সাদিক, পেছনে কারবাইনধারী কাও-চী।

'লেফটেন্যান্ট!'

কাও-চীর কণ্ঠে ফিরে তাকালো লেফটেন্যান্ট সাদিক। কাও-চী বললো, 'এই ভদ্রলোক আহত। একটু বেশি রকমের।

রানা দেখলো, দরদর করে কাঁচা রক্ত ক্ষত থেকে বের হয়ে শার্টের পুরো বাঁ হাতাটা লাল করে দিয়েছে। লেফটেন্যান্ট সাদিক ভালো করে দেখলো টর্চ জেলে। কিন্তু বাজে দুঃখ প্রকাশ না করে বললো, 'শার্টের হাতাটা ছিঁড়ে ফেলি?'

'শার্টের হাতা ছিঁড়বেন, ছিঁড়ুন।'—রানা এতক্ষণে যন্ত্রণাটা অনুভব করলো। বললো, 'কিন্তু আমার হাতটা ছিঁড়বেন না, প্লীজ।'

লেফটেন্যান্ট কাও-চীর ছুরিটা নিয়ে কেটে ফেললো হাতাটা। ক্ষত দেখে বললো, 'ফসফেট ক্যাম্পের বন্ধুদের কীর্তি?'

'হ্যাঁ, ওদের কুকুরটা বড় বেশি পোষ-মানা।'

'এভাবে রেখেছেন কেন?'

'তা ছাড়া লুকিয়ে রাখার উপায় ছিল না।'

'কিন্তু…'—লেফটেন্যান্ট ভাল করে দেখে বললো, 'যে কোন মুহূর্তে এটা গ্যাংগ্রিনে রূপ নিতে পারে।'

'গ্যাংগ্রিন!'—আর্তনাদ করে উঠলো সোহানা।

'ভয় নেই।'—লেফটেন্যাণ্ট বললো, 'কাছেই নেভীর ডাক্তার আছে।' —বলেই টর্চটা সোহানার হাতে দিয়ে নিজের শার্ট'টা খুলে ফেলে ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজের মত লম্বা কাপড় বের করে জড়িয়ে দিল ক্ষতে। বললো, 'আধ মাইল পরেই সিভিলিয়ানদের কোয়ার্টার। ব্যাণ্ডেজ করলেই রক্তপাত কমবে। এটুকু কষ্ট করে হাঁটতেই হবে।'

রানা তাকালো তরুণ নেভী অফিসারের বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে। বললো, 'ধন্যবাদ, লেফটেন্যাণ্ট সাদিক।'

মিনিটদশেক হাঁটার পর ওরা পৌঁছুলো লম্বা এক সেডের সামনে। কোথাও আলোর নিশানা নেই। লেফটেন্যাণ্ট নক করলো একটা ঘরের দরজায়। এবং ধাক্কা দিয়ে খুলে অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে সুইচ টিপে একটা বাতি জ্বালালো। ওরা আলোকিত সরু প্যাসেজ ধরে ঘরে এল। ঘরটা টেবিল-চেয়ারে সাজানো। ঝকঝকে, তকতকে, ছোট-খাট অফিস। লেফটেন্যাণ্ট ওদেরকে বসতে বলে টেবিলের উপর থেকে ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে জেনারেটরের হ্যাণ্ডেলে কয়েকটা পাক দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলো বিরক্তির সঙ্গে। বললো, 'ডেড, ঢাকার টেলিফোন সিস্টেমের মত, যখন দরকার তখনই ডেড!'—তাকালো কাও-চীর দিকে। বললো, 'তোমাকে কষ্ট করতে হবে কাও-চী। সার্জন লেফটেন্যাণ্ট সেন-চিয়াংকে খবর দাও। খুলে বলবে সব ঘটনা। ওখান থেকে ক্যাপ্টেনের কাছে যাবে বলবে আমরা আসছি।'

কাও-চী পা ঠুকে বের হয়ে গেল।

রানার চোখ ক্লান্তিতে বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু পুরো ঘটনাটা মনে করে ঘুমবিহীন করলো চোখ। রানা বা সোহানা কোনো কথা বললো না। এমন সময় আরো একজন ঘরে প্রবেশ করলো। লেফটেন্যাণ্ট বললো, 'হ্যালো, ডক্টর খান।'

রানা চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, সেলিম

খান। পরনে ড্রেসিং গাউন, হাতে সিগারেট। সেলিম খান লেফ-টেন্যান্টের সম্ভাষণের উত্তর দিতে গিয়ে থমকে রানার মুখের দিকে তাকালো। তারপর তার চোখ দু'টো ছোট হয়ে গেল। বিস্ময় ফুটে উঠলো। বলে উঠলো, 'রানা! মাসুদ রানা', মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান!'

'ডক্টর খান!'—রানা বললো, 'হ্যাঁ', মাসুদ রানা, আপনার খোঁজেই এলাম।'—কাশ্মীরে সেই দেখেছিল, আবার আজ দেখছে—কিন্তু ডক্টর খান একটুও বদলে যান নি।

কাছে এগিয়ে এলেন ডক্টর খান। রানাকে ভাল করে দেখলেন। বললেন, 'এ অবস্থা কেন?'—সোহানার দিকে ফিরে তাকালেন। হাসিটা আরো দ্বিগুণ হল, বললো, 'কে, তোমার স্ত্রী?'

রানা দেখলো সোহানাকে। বললো ওর দিকে চেয়ে চেয়েই, 'এক্স-মিসেস্ মাসুদ রানা। এখন সোহানা চৌধুরী!'

'আপনি মিষ্টার মাসুদকে চেনেন?'—ওদের কথার মাঝখানেই কর্তব্য-পরায়ণ লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করে বসলো ডক্টর খানকে।

'রানাকে চিনবো না!'—অবাক হয়ে তাকালেন লেফটেন্যান্টের দিকে। বললেন, 'মাসুদ রানা আমাকে দেশে নিয়ে এসেছিল শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে। আমার আজও মনে আছে...'—স্মৃতি-চিত্রণ করতে গিয়ে থমকে গেলেন ডক্টর। বললেন, 'সেটা না বলাই ভাল...কি বল, রানা? অফিসিয়াল সিক্রেট!'—তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি গোপন কাজে এলে? হয় তুমি বিপদের পিছনে ছোট, অথবা বিপদ তোমার পিছনে ছোটে।'

'এসেছি সলিড ফুয়েল এক্সপার্ট হিসেবে। আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে।'

'সলিড ফুয়েল এক্সপার্ট?'—ডক্টর খান জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি হচ্ছে, তুমি জানো?'

'নতুন ধরনের রকেট?'

'হ্যাঁ।'—চিন্তিত দেখলো ডক্টরকে। বললো, 'একজন ফুয়েল এক্সপার্ট আজ এসে পৌঁছানোর কথা। তুমি কি সত্যি সত্যি ফুয়েল এক্সপার্ট হিসেবে এসেছো?'

লেফটেন্যান্ট বললো, 'মেজর মাসুদ ও মিস্ চৌধুরীর কাপড় ছাড়া দরকার। আমি এখানকার সবাইকে খবর দিয়েছি। তাঁরা কনফারেন্স রুমে বসেছেন। আপনার পুরো কাহিনীর সবার সামনে বলাই ভাল।'

•

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবার সঙ্গে মিলিত হল রানা। টেবিলে হুইস্কির বোতল রাখা হয়েছে। রানা গ্লাসে কিছুটা ঢেলে নিল। ওরা এগারো জন। চারজনের মোঙ্গলীয়ান চেহারা। দু'জন ইউরোপীয়ান। সবাই পরিচয় দিল না। বাইরের লোকের কাছে হঠাৎ পরিচয় ওরা দিল না। বলতে শুরু করলো রানা, নিজের পরিচয় শেষ করেই, 'আমি খুব সংক্ষেপে বলবো এখানে আসার ঘটনা।'—বলে দু'মিনিটে সুড়ঙ্গের কথা শেষ করলো। বললো, 'সুড়ঙ্গ-পথে ওরা যে মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে।'—বলে সবার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, 'আপনাদের মধ্যে ডক্টর বরকত উল্লাহকে দেখছি না। ওহাতেও তার মৃতদেহ দেখা যায় নি। তাঁর ভাগ্যে কি ঘটেছে বলে আপনাদের মনে হয়? মৃত্যু?'—রানা নারীকণ্ঠের সঙ্গীতের কথা বাদ দিল। কারণ এঁরা ভেঙে পড়বেন।

'ডক্টর বরকতের স্ত্রী হঠাৎ মারা যান ম্যানিলায়! তারপর তিনি পাগল হয়ে যান।'—বললেন বিষণ্ন ডঃ সেলিম খান।

'এখন কোথায় আছেন?'

'আমরা জানি না। তবে সবাই অনুমান করে, হয়তো সমুদ্রের

হাঙরের পেটেই গেছেন।'

'তাও যেতে পারেন।'—রানা বললো, 'আপনাদের আরেকটা খবর দিচ্ছি। আমার ধারণা ছিল, আপনাদের স্ত্রীরা আপনাদের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু সে ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছি কিছুক্ষণ আগে। কারণ আপনাদের স্ত্রীরা এখানেই বন্দী, ওই গুহায়।'

'অসম্ভব!'—একজন বললো, 'আজও আমার স্ত্রীর চিঠি পেয়েছি ম্যানিলা থেকে।'

'অসম্ভব হলে আমিও খুশী হতাম।'—রানা বললো, 'আপনাদের স্ত্রীরা ম্যানিলাতে ঠিকমতই ছিলেন। এখন তাঁরা সবাই এখানে গুহায় বন্দী। আমি এখানে এসেছি তার কারণ হয়তো আপনাদের স্ত্রীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাও একটা। হয়তো বলছি এজন্যে যে, কোন ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। শুধু ডক্টর বরকত উল্লাহ্ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা গিয়েছিল। আপনারা চিঠি-পত্র পান, কিন্তু চিঠিগুলো পিস্তলের মুখে রেখে তাঁদের দিয়ে লেখানো হয়ে থাকে বলে আমার বিশ্বাস। আপনাদের সন্দেহ হলে পরস্পরের চিঠি মিলিয়ে দেখুন। হয়তো দেখবেন চিঠিগুলোর কাগজ একই, কালিও এক। হয়তো ভাষাও ...।'

সবার মুখই শুকিয়ে গেছে। তারা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

ডক্টর সেলিম খান বললেন, 'এখন আমাদের প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তোমার কথায় আমরা বিশ্বাস করি। কারণ ডক্টর বরকত উল্লাহও এ ধরনের কথা বলতেন পাগল হয়ে গিয়ে।'—ডক্টর খান বলতে লাগলেন, 'আমরা এগারো জন আছি এখন। আগে ছিলাম বারোজন। এর মধ্যে চারজন কমিউনিস্ট চায়নার। বাকী সবাই বিদেশী। ইউরোপ ও এশিয়ার বন্ধু রাষ্ট্রের। আমরা এখানে আসবো ঠিকই ছিল। ইংল্যাণ্ড বা পশ্চিম জার্মানীর লোক যাঁরা আছেন

তাঁরাও কমিউনিস্ট। এঁদের সঙ্গে চায়না গোপনে চুক্তি করে। এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবার পর। তার কারণ হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই যে যার দেশের বিখ্যাত লোক। দেশের বাইরে হঠাৎ চলে গেলে সংবাদ-পত্র হৈ চৈ করতে পারে—তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজের মুখ বন্ধ করা হয়। আমরা ম্যানিলা এয়ার-পোর্টে গা-ঢাকা দিই। আমাদের স্ত্রীরা যথা-স্থানে পৌঁছে যায়। তারা এ ব্যাপারে অভ্যস্তা। কারণ এরকম গোপনীয় কাজ আমরা অনেক করে থাকি। এখানে এসে আমরা চারজন চাইনিজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিকল্পনা মত কাজ শুরু করি। এরই মাঝখানে হঠাৎ ডঃ বরকত উল্লাহ উল্টোপাল্টো কথা বলতে থাকেন। বলেন, কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। আমরা তাঁর কথা উড়িয়ে দেই। তারপর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু-খবর আসে। ডক্টর বরকত উল্লাহ বদ্ধ পাগল হয়ে যান।'

'আপনারা ডক্টর অলিনকে চিনতেন?'—রানা জিজ্ঞেস করে।

'চিনতাম। ডক্টর বরকত উল্লাহকে ডক্টর অলিনের সঙ্গে প্রায় দেখা যেত। ওরা নাকি আগের পরিচিত ছিলেন।'—কথাটা বলতে গিয়ে ডক্টর খান আরো চিন্তিত হয়ে পড়েন।

'ক্যাপ্টেন দিউ বলে কাউকে চিনতেন?'—রানা জিজ্ঞেস করে।

'পিঙ্কপ্যান্থারের ক্যাপ্টেন দিউ এখানে আসে সপ্তাহে দু'দিন।'—বললো লেফটেন্যান্ট সাদিক, 'আমাদের মেইল এবং খাবার আনা-নেওয়া করে। ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট। এখন কম্বোডিয়ার অধিবাসী।'

'এখানে কি হচ্ছে, ও জানে?'

'না। ও জানে, এখানে আমরা তেল বা ঐজাতীয় কিছুর অনুসন্ধান করছি।'—লেফটেন্যান্ট বললো, 'আমরা যা করছি তা এখানকার বিজ্ঞানী এবং দু'দেশের নেভী ছাড়া কেউ কিছু জানে না। দু'দেশের

নেভীর টপ সিক্রেট প্রজেক্ট।'

'আমরা মনে হয় এখন আমাদের স্ত্রীদের কথা ভাবতে পারি।' বললো বৃটিশ এক্সপার্ট।

রানা বলো, 'হ্যাঁ, সেটাই ভাবা উচিত। কারণ ওরা বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীদের সবার আগে হাতের মধ্যে রেখেছে এখানে আক্রমণ চালাবে বলেই। আমার মনে হয়, ওরা এতক্ষণ সুরঙ্গের শেষপ্রান্ত ভাঙা শুরু করেছে। আমরা এখন এক কাজ করতে পারি, নৌকায় করে দ্বীপের ওপাশে গিয়ে গুহার ওপাশের মুখ দিয়ে ঢুকে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিতে পারি।'

'আমাদের এখানে কোনো নৌকা নেই।'—লেফটেন্যান্ট সাদিক জানালো।

'নেভীর নৌকা নেই।'

'আমাদের ক্রুজার ছিল। আমাদের নেভীর ক্রুজার এখন এখান থেকে দেড় শো মাইল দূরে পর্যবেক্ষণের জন্যে গেছে। গতকাল নেভীর নির্দেশে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ফায়ারিং রেঞ্জে। আজ আমাদের ফুয়েল এক্সপার্ট আসার কথা। আজ রকেট টেস্ট হবে, তাই ক্রুজার সানিয়াৎ নিয়ে কমোডোর সিং ও সরে গেছেন গতকাল সকালে। কমোডোর সিং হচ্ছেন এই প্রজেক্টের চাইনিজ প্রতিনিধি। আর ডক্টর আছেন পিকিং ডাকের চার্জে…।'

'পিকিং ডাক?'

'রকেটের নাম।'

রানা বুঝতে পারছে, ডক্টর অলিনের সঙ্গে যোগ আছে পিকিং-এর কোন বিশ্বাসঘাতক সংস্থার। রানা বললো, 'লেফটেন্যান্ট সাদিক, এখুনি আমাদের দেখা করা দরকার কমোডোর জুলফিকারের সঙ্গে।'

দরজায় নক হল।

লেফটেন্যাণ্ট সাদিক বললো, 'কাম ইন।'

দরজা খুলে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে লিডিং সী-ম্যান কাও-চী। কাও-চী শুকনো মেকানিক্যাল গলায় বললো, 'ডাক্তার এসেছেন।'—দৌড়ে এসেছে বলেই হয়তো কথা বলতে পারছে না।

'আসতে বল।'—লেফটেন্যাণ্ট হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'তোমার কারবাইন কোথায়, কাও-চী?'

দুপ্‌ করে একটা শব্দ হল। কাও-চী আর্তনাদ করে উঠে বেঁকে গেল পিছনের দিকে—তারপর বসে পড়লো হাঁটুতে, হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। সবাই ব্যাপার বোঝার আগেই দেখলো, দরজায় দাঁড়িয়ে একটা দানব-মূর্তি।

ওয়াং! ভাবলেশহীন মুখশ্রী। হাতে ধরা সাইলেন্সার লাগানো মেশিন পিস্তল। লেফটেন্যাণ্ট সাদিকের হাত মুহূর্তে চলে গেল পিস্তলের খোঁজে। রানা নিষেধ করতে গেল সাদিককে। কিন্তু তার আগেই ওয়াং-এর পিস্তলে আরেকটা আওয়াজ হল। লেফটেন্যাণ্ট সাদিক গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

ওয়াং নির্বিকার। ট্রিগারে হাত রেখে এগিয়ে এল তিন পা। তাকালোও না সাদিকের দিকে। সবারই চোখ ওয়াং-এর ভাঙা-চোরা মুখের ওপর নিবদ্ধ। মুখ থেকে ধ্বনিত হল কয়েকটা কথা, 'কারো কাছে কোনো অস্ত্র থাকলে ফেলে দিন। সার্চ করে যদি কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া যায় তবে তাকে হত্যা করা হবে।'

কেউ কোন অস্ত্র ফেললো না। কারো কাছে কিছু নেই, রানা বুঝতে পারছে। রানা তাকালো সোহানার দিকে। সোহানা এখানকারই কারো শার্ট-প্যান্ট পরেছে। পুরুষের পোষাকের ভেতরে ও হারিয়ে গেছে। কিন্তু তবু ভালো লাগছে ওকে, পরিচ্ছন্ন লাগছে গোসলের পর। এতক্ষণ ওকে দেখে নি। ও রানার দিকেই চেয়ে আছে।

হঠাৎ রানা দেখলো, ওর চোখে ভয়। ওয়াং-এর পিস্তলের মুখ রানার দিকে উদ্যত। ওয়াং বললো, 'আমাদের বড় একটা চাল মেরেছেন। আমাদের গুপ্তচরকে খুন করেছেন, খুন করেছেন আমাদের সেরা দু'জন লোক। আপনাকে এর জন্যে ভুগতে হবে।'

ওয়াং বাঁ হাতের ইশারা করতেই রানার দু'পাশে দু'জন এসে দাঁড়ালো।

৮

ওয়াং বললো, 'প্রতিশোধ আমি নেবোই। আর আপনিও জানেন, হত্যার প্রতিশোধ হত্যাই।'—ওয়াং ইংরেজীতে কথাগুলো বলছে অথচ ওর মুখের একটা মাংসল কাঁপছে না। চোখ দু'টো শুধু স্থির রানার উপর। বললো, 'আমি মাত্র একজনই আপনাদের পাহারায় রেখে যাচ্ছি। একজন বলে হেলা-ফেলা করবেন না। ওর নাম হাং। ভিয়েতনাম যুদ্ধে এই সাতদিন আগেও সার্জেন্ট-মেজর ছিল মেশিনগান ব্যাটেলিয়ানের। ওর হাতের টমীগানের একটা গুলিও দেওয়ালে লাগবে না, যদি ওকে ডিস্টার্ব করেন।'—একটু হাসি দেখা গেল ওয়াং-এর ঠোঁটের বাঁ কোণে, কি হাসি তার কোন ব্যাখ্যা নেই। বললো, 'আমি জানি ডক্টর মাহ্‌দ, আপনি অনুমান করতে চেষ্টা করছেন, ভিয়েতনামে ও কোন্ পক্ষে যুদ্ধ করেছে? অনুমান করুন, সময় কাটবে

ভাল। আর একটা কথা, বুঝতেই পারছেন, টেলিফোন লাইন নেই। পুরো দ্বীপটা এখন আমাদের দখলে।'

ওয়াং ও অপর একজন বের হয়ে যেতেই সবাই রানার দিকে তাকালো। রানা হাং-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো 'আমরা আরাম করতে পারি?'

একটু ভাবলো হাং। বললো সবার উদ্দেশ্যে, 'আপনারা সবাই আরাম করে বসতে পারেন। কথা বলতে পারেন, সিগারেট পান করতে পারেন। তবে ফিসফিস করবেন না। আমি কাউকে কিছু করবো না। ডক্টর মাসুদ, কোন চাল চালবেন না।'

রানা ওর কথায় কান না দিয়ে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। সোহানা দ্রুত সরে এল রানার কাছে। রানা কিছু বললো না, শুধু হাতটা ধরলো। ওর জন্যে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ডক্টর খান। বৈজ্ঞানিকদের চোখ এখন লেফটেন্যান্ট সাদিকের উপর।

'রানা,'—সোহানা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'কি ভাবছো?'

'ভাবছি, এবার একটা ভুল চাল দিয়েছে ঢাকার ওই বুড়ো।'—রানা চোখ বুঁজেই বললো, 'নইলে এত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়বো কেন?'

রানার আরেক পাশের চেয়ারে এসে বসলো ডক্টর খান। বললো, 'রানা, একটা ব্যাপার বুঝলাম না, ওরা তোমাকে ডক্টর মাসুদ বলে কেন?'

হাসলো রানা। বললো, 'এখানে আমি আপনাদের মতই একজন বিজ্ঞানী। সলিড ফুয়েল টেক্‌নোলজিস্ট। ওরা আমাকে হত্যার কথা যতই বলুক না কেন, হত্যা করতে পারবে না, কারণ আমার প্রয়োজন ওদের আছে।'

তুমি...।'—থেমে গেল ডক্টর, বললো, 'তুমি পারবে?'

'কি ?'

'ফিউজ লাগাতে—রকেটে ?'

'তাই ভাবছি।'—রানা বললো, 'দায়িত্বটা কম নয়। অথচ আমি বিশ মিনিট আগেও এই রকেটের খবর জানতাম না, ডক্টর খান।' —সোজা হয়ে বসলো রানা। জিজ্ঞেস করলো, 'ডক্টর খান, এ রকেট নিয়ে অত গোপনীয়তা কেন ?'

'কারণ নিশ্চয়ই আছে।'—ডক্টর খান বললো, 'আমাদের দেশ আন্তঃদেশীয় ব্যালিস্টিক মিশাইল আজও তৈরী করতে পারে নি। অথচ এটা প্রয়োজন। পশ্চিমা শক্তি জোট দিতে পারতো, কিন্তু তাতে দেশের ভেতর-বাইরে প্রতিবাদ উঠবে। এসব জিনিসে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যায় না এই যুগে। পাকিস্তানের মত গরীব দেশের পক্ষে এর স্বপ্ন দেখা মানে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন। বিরাট প্রজেক্ট, বিরাট এলাকা জুড়ে বিরাট আকারের রকেট তৈরীর কথা চিন্তা করা আত্মহত্যার নামান্তর। কারণ যেখানে এটাকে স্থাপিত করার কথা হবে, শত্রু রাষ্ট্রের আক্রমণ-পরিকল্পনা রচিত হবে সেখানটাকে কেন্দ্র করে। তাই আমাদের দেশ আবহাওয়া রকেট ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা করে নি কোনোদিন।'

একটু ভেবে ডক্টর খান বলতে লাগলো, 'কিন্তু চিন্তা করেছিল ডক্টর বরকত উল্লাহ। আপনি জানেন, রকেটে ফুয়েল সমস্যা হচ্ছে একমাত্র সমস্যা। এখনো আমেরিকায় লিকুইড অক্সিজেন চালিত রকেট তৈরী হয়। অবশ্যি লিকুইড হাইড্রোজেনকে 423° F বয়েলিং পয়েন্টে দশ ভাগ ঘন করে ব্যবহার হচ্ছে তবু রকেট খুব ছোট হয় নি। ওরা cesium এবং iron ব্যবহার করছে ফুয়েল হিসেবে। হাজারোটা ফার্ম রিসার্চ চালাচ্ছে। কিন্তু রকেটের ছোট আকারের মডেল কেউ দিতে পারছে না, যা অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যায়।

ডক্টর বরকত উল্লাহ্ রিচার্স চালান এই জিনিসটাকে খেয়াল রেখে : ছোট এবং মুভেব‌্ল্। আর তিনি তাঁর রিসার্চের ফলও পান। এই রিসার্চ থেকেই পরিকল্পনা রচনা করেন সলিড ফুয়েল-চালিত রকেটের জন্যে কোন নির্দিষ্ট ভূমির প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে মত এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যাবে। এর শক্তি যে কোনো লিকুইড ফুয়েলের চেয়ে বিশগুণ বেশি।

'ডক্টর বরকত উল্লাহ্ এটাকে পরীক্ষা করেন বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে খুব ছোট্ট আকারে। আমাদেরও ডাকা হয়েছিল। বিশেষ ভাবে নির্মিত আটাশ পাউণ্ড ওজনের রকেটটি নিক্ষেপ করেন। প্রথম তাঁর কথামত খুব ধীরে উঠতে থাকে, তারপর হঠাৎ গতি পায়। আমরা রাডারে ৬০,০০০ ফিটের পর আর ওটাকে দেখতে পাই না। তখন এর গতি ছিল ঘণ্টায় ১৬০০০ মাইল। সরকার বিষয়টিতে অতি মাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠে। এর বিশাল ব্যয়ভার বহন এবং আরো কিছু টেক্‌নিক্যাল উন্নয়ন সাধনের জন্যে চায়নার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ডক্টর বরকত উল্ল্যাহ ইউরোপের দু'জন বিজ্ঞানীকে নির্বাচন করে আরো কতকগুলো বিষয়ে উন্নয়নের জন্যে। আমাদের দেশ থেকে আমি এসেছি—চায়নার আছে চারজন। বরকত উল্লার মিনিয়েচার রকেটটিকে ৪০০ গুণ করে নির্মিত হচ্ছে বর্তমানের 'পিকিং ডাক'। এর সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ২০,০০০ মাইল। এটা দু'টন ওজনের একটা বম্বকে ছ'হাজার মাইল দূরত্বে নিয়ে ফেলবে ১৫ মিনিটে। এর সবচে' বড় কথা হচ্ছে, এটাকে নিক্ষেপ করা যাবে যে কোনো জায়গা থেকে। ছোট আকারের জাহাজ, ট্রেন, সাবমেরিন এমনকি একটা ট্রাক, সেখান থেকে ইচ্ছে।'—উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডক্টর খানের মুখ এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নিচু করলো। বললো, কিন্তু এখন ওটা ওদের হাতে।'

'ওরা কারা?'—রানা জিজ্ঞেস করলো ডক্টর খানকে নয়, নিজেকেই।
ডক্টর খান উত্তর দিলো না, প্রশ্নটাই করলো, 'কারা হতে পারে?'

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, দিন হয়ে গেছে। লাল হয়ে গেছে লেফটেন্যান্ট সাদিকের বেঁধে দেয়া ব্যাণ্ডেজটা। রানা দেখলো কোথা থেকে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে মৃত সাদিকের মুখে। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্তিতে ভরে এল চোখ। টেবিলের উপরের আধ-খাওয়া হুইস্কির গেলাসটা দেখে তুলে নিল। সবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'চিয়ার্স'।—কেউ রানার কথার উত্তর দিল না। এমন কি সোহানাও না।

এমন সময় হয়ে এলো ওয়াং। ওর কপালের কালোশিরে পড়া দাগটা রানার চোখ এড়ালো না। গত রাতটা বেচারার ভাল যায় নি, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আরো বোঝা গেল চাউনিতে। হাং-এর হাত থেকে কারবাইনটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। ছোট শব্দটা উচ্চারণ করলো মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন না করে, 'আউট।'

সবাই লাইন করে বের হয়ে এল।

রানা দিনের আলোয় দেখলো, একটি গাছও নেই এদিকটায়। একদিকে পাহাড় প্রায় খাড়া। তাকে তাকে কিছুদূর উঠে—একেবারে খাড়া।

মাথার পেছনে হাত বেঁধে দ্রুত হাঁটতে হচ্ছিলো ওয়াং-এর পিছনে পিছনে। সবার পিছনে হাং ধরে রেখেছে অটোমেটিক কারবাইন। ওয়াং ওদের উত্তর-পশ্চিম কোণে নিয়ে চলেছে।

তিন শ' গজ আসার পর রানা দেখতে পেল সেই সুড়ঙ্গ-মুখ। নতুন ভাঙা হয়েছে। আজ ভোর রাতে। এদিক দিয়েই ওরা প্রবেশ করেছে। রানা আশে-পাশের চিত্রটা মনের মধ্যে এঁকে নিতে চেষ্টা করলো।

পাহাড়েরই একটা পাথরের তাকের উপর দিয়ে হাঁটছিলো রানারা। এবার অপেক্ষাকৃত উঁচু তাকে উঠলো। দেখতে পেল সামনে পশ্চিমের সমতল। এখানে এখনো সূর্য ওঠে নি। পাহাড়ের ছায়ায় সমতল যেন এখনও ঘুমুচ্ছে।

এ অংশটা পূর্বের সমতলের চেয়ে অনেক বড়। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার এক মাইলের মত হতে পারে। সমুদ্র থেকে পাহাড়ের প্রথম ধাপের দূরত্ব হাজার বা বারো শ' ফিটের মত। এখানেও গাছের নিশানা নেই। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের লেগুন সূর্যের আলোয় চক্‌চক্‌ করছে। প্রবালের ঢিবিগুলো মাথা বের করে আছে সমুদ্রে। তার ওপাশে সমুদ্রের ভিতরে চলে গেছে একটা পাটাতন—জেটি। জেটিতে একটা ক্রেন, বিরাট আকারের ক্রেন। রানা অনুমান করলো, ফসফেট কোম্পানীর ফেলে যাওয়া সম্পত্তি। এখানে নেভী-ঘাঁটি বেছে নেয়ার পিছনে ওই ক্রেনও একটা কারণ।

পাটাতনের উপর দিয়ে চলে গেছে রেল-লাইন। লাইন এসেছে দ্বীপের পূর্বদিক থেকে। কিন্তু মাঝখানে লাইন তুলে ফেলা হয়েছে। নতুন লাইন এদিকে একটু পশ্চিমে চলে গেছে। নতুন লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে একটা গোলাকার ছাদবিশিষ্ট আস্তানা—হ্যাঙ্গার। লাইন শেষ হয়েছে হ্যাঙ্গারের কাছে, একটা বাড়ির সামনে। বার্ড'স্ আই ভিউতে বোঝা যাচ্ছিল না বাড়িটা কত উঁচু। বাড়ির হ্যাঙ্গার সাদা রং করা। কিন্তু চক্‌চক্‌ করছে না। রানা অনুমান করলো, এটার ছাদ আসলে লোহার তৈরী। তার উপর সাদা রঙ করা ক্যানভাস বিছানো হয়েছে।

আরো কিছুটা উত্তরে দেখা গেল জন-বসতি। অনেকগুলো ছোট ছোট বাড়ি। আরো উত্তরে একটা চৌকো কংক্রিটের চত্বর দেখতে পেল। বোঝা গেল, ওটা কি। ওটার উপরে গোটা ছয়েক বিভিন্ন

আকারের এ্যান্টেনা দেখা গেল। ওটা কন্ট্রোল-রুম। হ্যাঙ্গার থেকে লাইন চলে গেছে উত্তরের দিকে, গোলাকার লাউঞ্জিং প্যাড।

ওয়াং ওদেরকে নিয়ে গেল ছোট বাড়িগুলোর দিকে। দাঁড়ালো একটা অসমাপ্ত বাড়ির সামনে। দু'জন লোক গার্ড দিচ্ছে বাড়িটা ওয়াং-এর লোক। ওদের একজন দরজা খুলে দিল। কোনো কথা না বলে এবং বিজ্ঞানীদের ইশারা করে ভেতরে ঢুকে গেল।

যে ঘরটায় ওরা এল সেটা একটা হল-ঘরের মত। ঘরের মাঝখানে টেবিল জোড়া দিয়ে একটা লম্বা টেবিল করা হয়েছে। টেবিলের তিন দিকের বেঞ্চে বসেছে গোটা ত্রিশেক নেভীর লোক। চেহারা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়—কে কোন দেশী।

রানা দেখলো, কমোডোর জুলফিকার বাঁ হাতের তালুতে কপাল ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যেন। নেভীর কারো চোখে-মুখে ভয় নেই, উত্তেজনা নেই। অথচ সবার মুখই রক্তাক্ত, ইউনিফর্মেও রক্তের ছোপ। বোঝা যায়, সারা রাতই প্রায় এদের উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। ঘরের চারদিকে গোটা কয়েক লোক দাঁড়িয়ে অটোমেটিক কারবাইন হাতে নিয়ে। কমোডোর জুলফিকার চোখ তুলে তাকালো। চেনা যায় না তাকে। চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। তার পাশেই রয়েছে দু'দেশের নেভীর হাই র‍্যাঙ্কিং অফিসার।

'অলিন' টেবিলের একধারে বসে আছে। স্থিরভাবে চুরোট টানছে। হাতে পিস্তল নেই, তবে সেই মালাক্কা বেতের ছড়িটা আছে। চোখের রোল-গোল্ডের চশমা ছাড়া মেক-আপের কোনো পরিবর্তন দেখলো না। অথচ চোখ দু'টো বের হয়ে পড়াতে একে সম্পূর্ণ অন্য লোকই মনে হচ্ছে। রানাকে দেখলো স্থির চোখে। এত স্থির চোখ

একমাত্র পাথর লাগানো দৃষ্টি-হীনেরই সম্ভব।

পাশে বসা কোচিমা। আধুনিক পোষাকে।

ওয়াং-এর দিকে চেয়ে অলিন বললো, 'ঠিক আছে সব?'

সবাই তাকালো বিজ্ঞানীদের দিকে। কমোডোর ঠোঁট খুলতে গেল রানাকে দেখে। রানার স্থির চোখ তাকে থামিয়ে দিল।

অলিন ছড়ি দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা এক তরুণ চাইনিজ নেভী অফিসারের লাশ দেখালো। কলার ধরে লাশের মাথাটা একটু তুলে ছেড়ে দিল ওয়াং। সবার চোখ তরুণ অফিসারের মৃত ক্ষতবিক্ষত মুখের উপর আটকে রইলো।

উঠে দাঁড়ালো অলিন। স্বগত উক্তির মত করেই বললো, 'হতভাগ্য কমিউনিস্ট। ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম অস্ত্রাগারটা কোথায়; ও কিছুতেই বললো না।'

নির্বিকারভাবে কথাগুলো বললো, অলিন। তাকালো বিজ্ঞানীদের দিকে। বললো, 'আপনারা আপনাদের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান?'—সোহানা রানার কনুই খামছে ধরলো। সোহানার ভয়টা রানাও অনুভব করছে। নৃশংস 'অলিন' বললো ঘরের অপর প্রান্তের বন্ধ দরজা দেখিয়ে, 'ওরা ও ঘরেই আছে।'

রানা ও সোহানা দাঁড়িয়ে রইলো। বিজ্ঞানীরা ওয়াং-এর পিছু পিছু লাইন করে সেই দরজায় এগিয়ে গেল। দরজা খুলে গেল অপর প্রান্তের।

শুনতে পেল রানা নারীকণ্ঠের কান্না, চীৎকার। কণ্ঠের উত্তেজনা অবিশ্বাস মুহূর্তের ভেতরে অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করলো। বিজ্ঞানীরা ভেতরে গেলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

রানা তাকালো অলিনের দিকে। বললো, 'স্ত্রীদের আটকে রেখেছিলেন, ওদের পিস্তলের মুখে রেখে নেভীর লোকদের বন্দী

করেছেন। এখন নেভীর কাজ ফুরিয়েছে। এবার বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন আপনার রকেট তৈরী এবং সুপারভাইসের জন্যে। স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের আপনার পক্ষে কাজ কর'র জন্যে বোঝাবে, কি বলেন?'

অলিন বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালো রানার দিকে। তার পরেই হাতের বেতটা কেঁপে উঠলো, রানার বাঁ চোখের নিচে গালে এসে লাগলো একটা শব্দ তুলে। রানাকে কিছু বললো না। কিন্তু বললো নেভীর লোকদের উদ্দেশ্যে, 'ডক্টর মাসুদ রানা একজন সলিড ফুয়েল টেকনোলজিস্ট। কিন্তু একটু বেশি স্মার্ট, বেশি কৌতূহলী। তিনি আমাদের দু'জন লোককে হত্যা করেছেন। কুকুরের বিষাক্ত কামড় খেয়েও আমার কাছে গোপন করেছেন। পায়ে নকল ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আমাকে ফাঁকি দিয়েছেন। উনি ধরে ফেলেছিলেন, আমি ডক্টর পীয়ের অলিন নই। চালাক লোক! একজন বিজ্ঞানীর এসব গুণ থাকাটা আমার মতে বিপদের কারণ হতে পারে।'

অবাক হয়ে তাকালো কমোডোর জুলফিকার। তার পাশের চাইনিজ অফিসারটা বললো, 'ডক্টর মাসুদের হাতটা ব্যাণ্ডেজ করা প্রয়োজন।'

'আপনি ভাবছেন,'– চাইনিজের উদ্দেশ্যে 'অলিন' বললো, 'ডক্টর মাসুদ আপনাদেরকে মুক্ত করবে?'– একটু হাসলো খুনেটা। বললো, 'ঠিক আছে, ওর চিকিৎসা করুন সেবাব্রতী।'

রানা তাকালো 'অলিনের' দিকে। বললো, 'ধন্যবাদ, ডক্টর অলিন।'

'ম্যাকাইভার।'—সে উত্তর দিল, 'ও মাথা খারাপ বুড়োর অপচ্ছায়া হবার ইচ্ছে আর আমার নেই।'—সোহানার দিকে তাকালো, 'মিসেস মাসুদ, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। আমার লোক আপনাকে ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে—যান। আপনাকে এ পোষাকে ভালো লাগলেও আপনার পোষাকগুলো আরো সুন্দর, আমার লোককে বললে ওগুলো এনে দেবে গেস্ট-হাউস থেকে। হ্যাঁ', আপনার জেব্রা স্ট্রাইপ বিকিনিতে

স্নান বাথ করতে পারেন। প্রচুর রোদ এখানে।'

'না', আমি আমার স্বামীর সঙ্গে থাকবো। ও বড্ড অসুস্থ।'— সোহানা বললো।

'মীর!'

নামটা উচ্চারণ করে অন্য দিকে তাকালো ম্যাকাইভার। পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো কোচিমা। হাতে অটোমেটিক পিস্তল। চোখ দু'টো সোহানার উপর স্থির। ম্যাকাইভারের হাত মেয়েটার স্বল্প-পরা নিতম্বে চাপ দিলো। বললো, 'গুড গার্ল'।'

রানা বললো, 'যাও সোহানা।'

কোচিমার আসল নাম মীরা। ওরা বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারের ব্যাগটা এনে দিল একজন। লেফটেন্যান্ট সাদিকের বেঁধে দেওয়া ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেললো ডাক্তার। পরিষ্কার করলো জায়গাটা। ইনজেকশন দিলো দু'টো। বেঁধে দিল নতুন ব্যাণ্ডেজ। রানা তাকালো কমোডোরের দিকে। বললো, 'হ্যালো, জুলফিকার!'—যেন এতক্ষণে দেখলো।

'হ্যালো, ডক্টর মাসুদ।'—তার কণ্ঠে বিস্ময়টা রয়ে গেছে।

ব্যাণ্ডেজ হয়ে গেলে ম্যাকাইভার এসে বসলো রানার সামনে। বললো, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। আজ আপনাকে পিকিং ডাক দেখাবো। সব কমপ্লিট, শুধু ফিউজিং বাকী। ওটাই আপনার কাজ। আজই টেস্ট করার শিডিউল ডেট। আপনি ঠিক সময়েই এখানে পৌঁছেছেন। আপনার কাজ শুরু করুন।'

'ওটা ডক্টর বরকত উল্লার কাজ।'—রানা বললো, 'ডক্টর বরকত উল্লাহ কোথায়? ওকে আপনি এখনো হত্যা করেন নি আমি জানি।'

ম্যাকাইভারের চোখ ছোট হয়ে এল। বললো, 'আপনি ফিউজ

লাগাবেন কিনা, বলুন।

'আমি এখন ঘুমোতে চাই এবং এক বোতল হুইস্কি।'—রানা এবার সত্যি কথাই বললো, 'আমি বড্ড ক্লান্ত। আর হ্যাঁ, ডক্টর বরকত উল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত কাজে হাত দেবো না।'

ঘুমিয়ে উঠলো রানা দু'ঘণ্টা।

ঘুম ভাঙিয়েছে ডক্টর খান। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরে ওর সঙ্গে আর দেখা হয় নি রানার। চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। খুব বেশি ভেঙে পড়েছে বেচারা। রানা উঠে বসলো। জিজ্ঞেস করলো, 'মিসেস খানের সঙ্গে দেখা হল?

'হয়েছে।'—করুণ হয়ে গেল মুখশ্রী।

'ম্যাকাভার আর কি কি জিজ্ঞেস করলো।'

'হাজারোটা প্রশ্ন। বেশির ভাগ রকেট সম্পর্কে।'—ডক্টর খান অন্যমনস্ক হয়ে গেল, 'সবার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথা বলেছে ম্যাকাইভার। সাবার স্ত্রীকে আবার আটকে রেখেছে। রানা…'—একটু ভেবে বললো, 'তোমার কি মনে হয় ম্যাকাইভার রকেট, বিজ্ঞানী এবং তাদের স্ত্রী সবাইকে নিয়ে যাবে?'

'কোথায়?'—রানা জিজ্ঞেস করলো।

'চায়না!'—ডক্টর খান বললো, 'চায়না আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। চাইনিজ নেভীর লোক এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে!'

রানা উত্তর দিল না। দিতে পারলো না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, 'আমাদের এখন শুধু নিজেদের কথাই ভাবতে হবে। শুধু নিজেদের বেঁচে থাকার কথা। কে বিশ্বাসঘাতক, সে কথা ভাবার সময়

পরেও পাবো।'

'কিন্তু তুমি কি পারবে ফিউজিং করতে?'

'ডক্টর খান, আপনি জানেন, আমি পারবো না। কিন্তু আপাততঃ আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। ওরা যদি জানে, আমি সলিড ফুয়েল সম্পর্কে কিছুই জানি না, তাহলে নেভীর লোকদের মত ওদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবো।

'নেভীর লোকদের ওরা মেরে ফেলবে?'

'আমাদেরও মারবে, কাজ শেষ হয়ে গেলে।'

'আমাদের শুধু সময় নষ্ট করতে হবে। একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সেটা কিছুটা হেড অফিস অনুমান করেছে। আমি এখানে এসেছি, এখান থেকে নেভীর জাহাজ সরিয়ে নেওয়ার সন্দেহটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কমোডোর সানিয়াৎ সিং যদি এদের লোক না হয়, আমার মনে হয়, টেস্ট করতে দেরী দেখলে ওরাও এসে পড়বে। তাছাড়া যে কোন মুহূর্তে আমাদের নেভীর জাহাজ নোঙর করবেই।'

'নেভী কিছু করতে পারবে না।'—বললো ডক্টর খান, 'ওরা আমাদের এবং মহিলাদের উপর পিস্তল ধরে নেভীকে সরে যেতে বাধ্য করবে।'

দরজার তালা খোলায় শব্দে দু'জন সোজা হয়ে বসলো। ঘরে প্রবেশ করলো ওয়াং। ওয়াং-এর হাতে মেশিন পিস্তল। ওর পিছন থেকে ম্যাকাইভার জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন বোধ করছেন, ডক্টর মাসুদ?'

ঘরে এলো ম্যাকাইভার। তার হাত রাখা কোচিমার কাঁধে। অন্য হাতে বেত।

'আপনার কি চাই এখন?'

'ও, আপনি সোজা কথার মানুষ।'—ম্যাকাইভার হাতের বেতটা

ঝাঁকালো। বললো, 'এ ধরনের মানুষ আমি পছন্দ করি। বলুন তবে, আপনি ফিউজিং করিতে রাজী কি না।'

'আপনি বেশি কথা বলা পছন্দ করেন, মিষ্টার ম্যাকাইভার। আপনাকে বলেছি আগেই, আমি ডক্টর বরকত উল্লাহকে দেখতে চাই।'

'আসুন, ডক্টর বরকত উল্লাকেই আপনি দেখতে পাবেন।' ম্যাকাইভার বললো, 'কিন্তু লাভ হবে না কিছুই। উনি পাগল।'

৯

সকালের ঘরটাতে প্রবেশ করে রানা কারবাইন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের টার্গেট অনুসরণ করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলো জানালার কাছে বসে আছে একটা লোক। কাঁচা পাকা কয়েক-দিনের গজানো দাড়ি, ময়লা পোষাক, চোখে বিভ্রান্ত চাউনি।

মেজর জেনারেলের রুমে দেখা সেই ফটোগ্রাফের সঙ্গে কোন মিল না পেলেও রানা বুঝলো, এই হচ্ছে ডঃ বরকত উল্লাহ। ওয়াং এবং ম্যাকাইভারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা। চোখ তুলে তাকালো ডঃ বরকত উল্লাহ। চোখে কোনো ভাষা নেই, শুধু বিরক্তি-ভরা দৃষ্টি। রানা বললো, 'আমার নাম মাসুদ রানা, আপনার দেশের লোক।'

'আমার দেশ থেকে এসেছেন?'—খুশী হয়ে উঠে দাঁড়ালো ডঃ

বরকত উল্লাহ। বললো, 'আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, শেখ মুজিবের পার্টি পাওয়ারে যাবে? আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। এবার ভাবছি, পলিটিক্সে নামবো, শেখ সাহেবের পার্টিতে যোগ দেবো। আমি একটা চিঠি লিখেছি শেখ সাহেবকে, কিন্তু পোস্ট করতে পারি নি। এ জায়গাটা বড় খারাপ, একটা পোস্ট-বক্সও নেই।...এই যে ডঃ অলিন, আপনি না বললেন, একজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, এর কথাই বলেছিলেন।'

ম্যাকাইভার হাসলো, বললো, 'হ্যাঁ, ডঃ বরকত, এই আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।'

'এই ছোকরা!'—রানার দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকালো, বললো, 'কিহে ছোকরা, তোমার সঙ্গে আমার কবে আবার পিরিত ছিল?'

রানা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ডক্টর বরকত উল্লার দিকে।

হিঃ হিঃ করে আপন মনে হাসলো ডঃ বরকত। বললো, 'দেখলেন তো, কি ভাবে ধরে ফেললাম। আসলে ও এসেছে আমার থিওরিটা হাতিয়ে নিতে। হুঁ হুঁ, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। এমন কি রেবেকাকেও না। ও আমাকে ফাঁকি দিয়েছে।'

'রেবেকা?'—রানার তড়িৎ প্রশ্ন।

'রেবেকা ওনার স্ত্রী।'—ম্যাকাইভার উত্তর দিল, 'ম্যানিলাতে কিছু-দিন আগে মারা গেছেন।'

রানা তাকালো ডঃ বরকত উল্লার দিকে। একটু ভেবে বাংলায় বললো, 'মারা গেছে, না ওরা আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছে?'

চমকে তাকালো ডঃ বরকত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। বললো অনেকটা আপন মনেই যেন, 'ওরা রেবে-কাকে হত্যা করেছে।'

'ইংরেজীতে কথা বলবেন আপনারা।'—ম্যাকাইভার দু'পা এগিয়ে

এল, 'নইলে কথা বলতে পারবেন না।'

'এই লোকটা কে, কি জন্যে এসেছে?'—ম্যাকাইভারকে জিজ্ঞেস করলো ডঃ বরকত, 'ও আমাকে বাংলায় বলে কি না, আপনি আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন!'

'ও মিথ্যে কথা বলছে।'—ম্যাকাইভার বললো, 'এই লোকটা হচ্ছেন নতুন সলিড ফ্যুয়েল এক্সপার্ট।'

'ফুয়েল এক্সপার্ট!'—ডঃ বরকত নিরিখ করে তাকিয়ে থেকে বললো, 'কোত্থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন?'

'এম. আই. টি.।'

'আমার বন্ধু প্রফেসর রকওয়েলকে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই চিনি।'

'ঘোড়ার ডিম চেনেন!'—রেগে বাংলায় বললো ডঃ বরকত।

'ডঃ মামুদ!'—ম্যাকাইভার বললো, 'আর কথা বলবেন না। ওকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছেন আপনি। ওয়াং সামনে এসে রানাকে মেশিন পিস্তল দেখিয়ে সরে যেতে নির্দেশ দিল। ঘরের অন্য পাশে আসতেই ম্যাকাইভার বললো, 'এবার চলুন, পিকিং ডাক দেখবেন।'

'দেখবো, কিন্তু তার আগে ডঃ বরকতের সঙ্গে এ বিষয়ে একা আলাপ করতে চাই।'

'পাগলের সঙ্গে আলাপ করে কোন লাভ হবে কি?'

'না, হবে না।'—রানা বললো, 'আপনার মনে রাখা উচিত, এটা পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট। এর পরিকল্পনায় ডঃ বরকতের দানই প্রধান। পাগল হলেও তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা বের করতে পারি।'

'না, এতে আমরা রাজী নই।'

'তবে পিকিং ডাক দেখার সময় ওঁকে আমার সঙ্গে থাকতে দিন। পাগল হলেও ক্ষতিকর পাগল উনি নন। পিকিং ডাক দেখলে হয়তো

তাঁর বিভ্রান্তি দূর হতে পারে।'—রানা বললো, 'উনি ভাল হলে আপনারই লাভ, মিঃ ম্যাকাইভার।'

ম্যাকাইভার একটু ভেবে ওয়াংকে নির্দেশ দিল। ওয়াং গিয়ে ডঃ বরকতকে বললো, 'পিকিং ডাক দেখবেন?'

রানা দেখলো, ডঃ বরকত কোন কথা না বলে উঠে এল সিগারেট টানতে টানতে।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ডঃ বরকত। রানা দেখলো, উপরে লেখা—'নো স্মোকিং।'

হ্যাঙ্গারের অটোমেটিক দরজা খুলে গেল চাবি ঘুরিয়ে সুইস টিপতেই।

পিকিং ডাক!

রানা দেখলো, চকচকে ইস্পাতের আবরণ, পেন্সিলের মতো সিলিণ্ডার দোতালার সমান উঁচু হয়ে উপরের বাতাস আসার জন্যে উঁচু করে দেওয়া ছাদ স্পর্শ করেছে প্রায়। দোতালার মত উঁচু, ব্যাস চার ফুটের মত। ইস্পাতের তৈরী বগির উপরে সাজানো রয়েছে দু'টো একই আকারের রকেট—পিকিং ডাক। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ইস্পাতের ক্রেন হাতলের সাহায্যে খাড়া করে রেখেছে রকেট। ডঃ বরকত উল্লাহ বললো, 'এটা আমার আবিষ্কার। বড় কঠিন জিনিস। ফাস্ট ক্লাস জিনিস বানাচ্ছিলাম, রেবেকা মার্ডার করে দিল সব হঠাৎ মরে গিয়ে। ইচ্ছা ছিল এটা দিয়ে স্বাধিনতা ঘোষণা করবো। একটা জাহাজ নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবো রেবেকাকে নিয়ে—মডার্ণ ভাইকিং সেজে।'

'শেষ করলেন না কেন?'

'করলাম না ওরা আমাকে করতে দেয় না বলে। ওদের দিয়ে দিয়েছি। অবশ্যি আমি বলেছিলাম, একটা আমাকে দিয়ে দিতে,

হেলা বানাতাম এটা দিয়ে। আচ্ছা, ডঃ মাসুদ, একটা সিলিণ্ডার যদি খালি করা যায়, কতটুকু বাতাস ধরবে—কয় পাউণ্ড?'

ইংরেজীতেই বলছিল ডঃ বরকত উল্লাহ কথাগুলো।

কথার উত্তর না দিয়ে রানা একটু এগিয়ে গেল, প্রথম রকেটটার সঙ্গের ক্রেন-হাওলের সঙ্গে লাগানো খোলা লিফ্‌টে উঠে পড়লো। পাশে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকাইভার। সুইচ টিপে দিল। পাঁচ ফিট উঁচুতে উঠে এল লিফ্‌ট। পকেট থেকে চাবি বের করলো ম্যাকাইভার। রকেটের গায়ের ছোট একটা চাবি-ছিদ্রে ঢুকিয়ে দিয়ে. হাতল ধরে চাপ দিল। সাত ফিট দরজাটা গুটিয়ে গেল। ভেতরে আরেকটা আবরণ। দু'আবরণের মধ্যবর্তী ফাঁক পাঁচ ইঞ্চি।

ভেতরের আবরণের গায়ে দেখতে পেল অনেকগুলো তার, বক্স, সুইচ ইত্যাদি। দেখলো লেখা রয়েছে: Propellent, on off safe armed—এরকম চেনা শব্দ। ম্যাকাইভার বললো, 'বুঝলে কিছু?'

রানা মাথা নাড়ালো, দেখে যেতে লাগলো, চেষ্টা করলো মনে রাখতে। Propellent-বক্স থেকে দু'টো প্লাস্টিক আবরিত তার বের হয়েছে। একটা দেড় ইঞ্চি মোটা, অন্যটা আধ ইঞ্চি। তার দু'টো নিচে ভেতরের দিকে চলে গেছে সাতটা বিভিন্ন-মুখি ভাগ হয়ে। আধ ইঞ্চি মোটা একটা তার দু'টো বক্সকে যোগ করেছে এবং দুই ইঞ্চি মোটা একটা তার Propellent-এর সঙ্গে বাইরের এবং ভেতরের আবরণের মাঝখানে বসানো তৃতীয় একটা বক্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

'এবার উপরে যেতে পারি?'—জিজ্ঞেস করলো ম্যাকাইভার।

রানা মাথা নাড়লো। তাকিয়ে দেখলো, ডঃ বরকত এদিকে তাকিয়ে হাসছে দাঁত বের করে, নিচে দাঁড়িয়ে। ওয়াং তাকে খুব কাছ থেকে চোখে চোখে রেখেছে। দরজা বন্ধ করে সুইচ টিপলো ম্যাকাইভার, লিফ্‌ট আরো ছয় ফিট উপরে উঠে এল। আর একটা দরজা খুললো,

এটা অনেক ছোট আগের দরজাটার চেয়ে।

এবার দেখলো, ভেতরের আবরণে একটা গোলাকার জানালা। ভেতরে আরো দেখা গেল, পনেরো-বিশটা গোলাকার পাইপ মাথার দিকে ক্রমে সরু হয়ে গেছে। পাইপগুলো বেষ্টন করে আছে সিলিণ্ডারের মত একটা জিনিসকে। সিলিণ্ডারের মাথা থেকে ইঞ্চি ছয়েক ডায়ামিটারের কিছু একটা প্রবেশ করেছে পাইপের ভিতরে। বাইরের আবরণে তার দেখতে পেল একটা, তারের মাথায় সলিড কপারের প্লাগ। প্লাগটা খোলা। তারটা 'আর্মড' লেখা বক্সের তারের অনুরূপ। দেখে বোঝা যায়, এ প্লাগ কোথাও লাগানো হবে।

এরপর লিফ্‌ট নামলো একেবারে নিচে। এবার রানা দেখলো উপরের পাইপগুলোর গোড়া। উপরের Propellent বক্স থেকে বের হয়ে আসা সাতটা তারও দেখলো। ওগুলো এখানে পাইপের সঙ্গে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পুরো ব্যাপারটাকে প্যাঁচালো করে ফেলেছে। রানার মাথাটা প্রায় ঘুরে যাবার জোগাড় হল।

'হয়েছে?'—জিজ্ঞেস করলো ম্যাকাইভার।

রানা উত্তর দিল, 'হয়েছে।'

'এই যে ডঃ মাসুদ।'—ডঃ বরকত বললো, 'আপনি কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দেন নি। আসার সময় মুন্সিগঞ্জের কথা শুনেছেন?'

রানা পাগলের কথায় কান না দিয়ে বললো, 'এর প্রিণ্টটা কোথায়?'

'ডঃ বরকতের কাছ থেকে তার নোট বইগুলো রক্ষা করতে পেরেছি, কিন্তু প্রিণ্ট খুঁজে পাই নি। তবে রকেটের মডেল আছে এবং বিজ্ঞানীরাও রয়েছেন আমার হাতে।'—বিরাট তৃপ্তির সঙ্গে কথাগুলো বললো ম্যাকাইভার।

রানা বললো, 'এখন আমি ডঃ বরকতের সঙ্গে একা আলাপ করতে চাই। উনি হয়তো বলতে পারবেন, কোথায় রেখেছেন ব্লু-প্রিণ্টটা।'

'বললে আগেই বলতেন।'

'তবে তার নোট নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি কি ?'

চিন্তিত মনে হল ম্যাকাইভারকে। বললো, 'কোনো লাভ হবে ? তাঁর চিন্তায় এখন কোনো সামঞ্জস নেই।'

'না থাকলেও আমি তাঁর নোট দেখে প্রশ্ন করে সূত্র বের করে নেবার চেষ্টা করতে চাই।'

ডান হাতে ছড়িটা ধরে ম্যাকাইভার বাঁ হাতের তালুতে ঠুকলো। বললো, 'কোন ট্রিক্স্ করবেন না তো ?'

'না।'—পরিষ্কার জবাব দিল রানা।

'আমি আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম টেস্ট-রকেট তৈরী চাই।' —ম্যাকাইভার বললো, 'আপনি দশ মিনিট ডঃ বরকতের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

দশ নয়, রানা পনেরো মিনিট কথা বললো ডঃ বরকতের সঙ্গে। রানার প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'ডঃ বরকত, আপনি আসলে সুস্থ —এদের সামনে অভিনয় করছেন কেন ?'

'আপনি কে ?'—রানার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলো ডঃ বরকত, 'কেন আমাকে ডিসটার্ব করছেন ? তাছাড়া, আপনি এদের সামনে ফুয়েল এক্সপার্টের অভিনয় করছেন কেন ? আপনি ফুয়েল সম্পর্কে কিছুই জানেন না।'

'না, জানি না।'

'তবে এদের সাহায্য করতে চান কেন, আর করবেনই বা কিভাবে ?' —ডঃ বরকত বললেন, 'কেন আমাকে এদের সঙ্গে কাজ করার জন্যে পারস্থ্য করতে এসেছেন ?'

'আমি কিছুই করবো না। শুধু সত্য ঘটনাটা জানতে চাই।'

'ওরা যদি জেনে ফেলে, আপনি নকল লোক?'

'ওরা আমাকে হত্যা করবে।'

'তাহলে আমাকেও ঘাঁটাবেন না, নিজেও এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করুন।'—ডঃ বরকত বললো, 'আমাকে ছাড়া ওরা এ রকেট নিতে পারবে না। কিন্তু আমি জীবন থাকতে তা করবো না। আমার স্ত্রীকে ম্যাকাইভার খুন করেছে, তবু আমাকে দলে নিতে পারে নি। আমার আর কিছুই নেই পৃথিবীতে যা আমি হারাতে পারি। পৃথিবীর কেউ আমাকে রাজী করাতে পারবে না। আপনিও না।'

'আমিও তা চাই না।'

'কেন তবে এখানে এসেছেন?'

'আপনাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে।'

'এখান থেকে কোন উদ্ধারের পথ নেই। এখানে যারা আছে সবাইকে ওরা মেরে ফেলবে। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি মনে করি, আমাদের সবাইকে মেরে ফেলেও ওরা যদি রকেট না নিতে পারে সেটা অনেক ভাল।'

'এরা রকেট কোথায় নিয়ে যাবে?'—রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কে এই ম্যাকাইভার?'

'ম্যাকাইভার ছিল সি. আই. এ. এজেন্ট। ওর সাথে কমিউনিস্ট চীনের ভেতরেও কেউ কাজ করছে বলে আমার ধারণা। চীনের নেভীর কর্তা গোছের কেউ এবং এই ম্যাকাইভার পুরো পরিকল্পনা করছে। আমার বন্ধু ডঃ অলিনকে হত্যা করে তার ছদ্মসজ্জা নিয়ে আমার চোখে ধরা পড়ে যায় ও। আমি তার আগে থেকেই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা অনুমান করেছিলাম। অনুমান করেছিলাম, চাইনিজদের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহজনক। কথাটা ডঃ খানকে বলি। কেউ

কথাটার গুরুত্ব দেয় নি। এরপর যখন আমি ডঃ অলিনের বাড়ি যাই সেখানে আমার স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে অবাক হই। ম্যাকাইভার আমার সামনে আমার স্ত্রীকে হত্যা করে, এবং আমাকে গুহার মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। আমি তখন থেকে বদ্ধ পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকি।'

'এরা রকেট নেবে কোথায় ?'

'এদের কথা থেকে যতটুকু বুঝেছি, রকেট নিয়ে যাবে একটা অস্ত্র কারখানায়। ওখানে প্রস্তুত হবে এর হাজারোটা প্রোটোটাইপ।' —ডঃ বরকত বললো, 'আপনি আমাকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।'

'আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করছি শুধু সময় নষ্ট করার জন্যে।' —রানা বললো, 'আপনার কাছ থেকে আপনি যা করছেন তার চেয়ে বেশি সাহায্য আশা করি না। আমি হলেও আপনার মতই কিছু করতাম।'

'না, পারতেন না!'—ডঃ বরকত বললো, 'আপনি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যেতেন। আমার চোখের সামনে ওয়াং রেবেকাকে রেপ করেছে, টর্চার করে মেরেছে ম্যাকাইভারের নির্দেশে। আমি ঘুমুতে পারি না, আমি হয়তো কোনো দিনই ঘুমুতে পারবো না।...ঘুমুলে দুঃস্বপ্ন দেখি।'

'আমিও দুঃখিত।'—রানা বললো, 'আপনি আমার সঙ্গে কণ্ট্রোল-রুমে চলুন। আমি ওদের দেখাতে চাই, ওদের জন্যে আমি কিছু একটা করছি।'

কিছু বললো না ডঃ বরকত। দরজা খুলে গেল, ঘরে মধ্যে এসে দাঁড়ালো ম্যাকাইভার। ও কিছু বলার আগেই রানা বললো, 'কণ্ট্রোল-রুমে যেতে চাই আমি।'

'কেন?'

'রেডিও কণ্ট্রোল সিস্টেমটা দেখতে হবে।'

'ফিউজিং-এর আগে ওটা দেখার কি প্রয়োজন?'

রানা হাসলো, 'আপনি আমার চেয়ে যখন বেশি বোঝেন তখন আমাকে আর দরকার কি?'

হাঃ হাঃ করে হাসলো ডঃ বরকত। বললো, 'আপনিও আসলে কিছু করতে পারবেন না।'

'আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, কথা দিয়েছেন, ডঃ বরকত।' —রানা বললো, 'আপনি আমাকে সাহায্য না করলে আমরা সবাই মারা পড়বো।'

'পৃথিবীতে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না, ডঃ মাসুদ। রেবেকা বাঁচে নি। পৃথিবীতে কেউ বাঁচবে না।'—ডঃ বরকতের একটু আগের শান্ত সমাহিত চেহারা আবার বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে।

কণ্ট্রোল-রুম মাটির তলে বসানো। তিন ফুট মাথা বের হয়ে আছে। তার উপর কয়েকটা বিভিন্ন আকারের এ্যান্টেনা, তিনটা র‍্যাডার স্ক্যানার ও চারমুখি চারটা পেরিস্কোপ বসানো। পিছনের দিকে কয়েক ধাপ নেমে ইস্পাতের তৈরী দরজা দেখে অনুমান করলো, ধারে-কাছে একশো টনের এক্সপ্লোসিভ ব্লাস্ট করলেও এর কিছু হবে না। ডঃ বরকত রানার পাশেই ছিল। তার চোখে-মুখে একটা নিরাসক্তি। রানা সুদৃশ্য খুপড়ি আর আলো দেখতে দেখতে এল কণ্ট্রোল-বোর্ডের সামনে। এক-একটা নব মিনিটখানেক করে দেখতে লাগলো। Hydraulics—Auxiliary—Powder—Disconnect—Flight control clamps—Gantry-Ex—তারপরের বাটনটা হচ্ছে

Commit. এটা, সপ্তম বাটন।

এটাতে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সংগ্রহ শুরু হবে, পাখা ঘুরবে, দু'সেকেণ্ডে রকেটের ঊনিশটা সিলিণ্ডারের প্রথম চারটা সিলিণ্ডারের মুখ খুলে দেবে রিভলভিং ক্লক ড্রাম। দশ সেকেণ্ড পর রানার পাশ থেকে হাত-পা নেড়ে বলতে লাগলো ডঃ বরকত, 'তারপর শেষ বাটন আপনি ব্যবহার করতে পারেন, এইটথ্ অ্যাণ্ড লাস্ট বাটন।'

লাস্ট বাটন! রানা এবং ম্যাকাইভার দু'জনই দেখলো শেষ বাটনটা। এটা অন্য সাতটা বাটন থেকে বেশ দূরে। লাল চৌকো উঁচু জায়গার মাঝখানে সাদা বাটন। বাটনের উপর লেখা : E G A D S. রানা জানে, এর মানে—ইলেক্‌ট্রনিক্‌স গ্রাউণ্ড অটোমেটিক ডেস্‌ট্রাক্ট সিস্টেম। এটা কেউ ভুল করে চাপ দেবে না। এর একটা তারের তৈরী ঢাকনা আছে, এবং এটা চাপ দেবার আগে বোতামটাকে ১৮০° ঘুরিয়ে নিতে হবে।

ম্যাকাইভার ডঃ বরকতের দিকে তাকালো। কিন্তু তার দৃষ্টি স্থির হতে পারলো না। ঘরের মধ্যে আরো একজন এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটা ম্যাকাইভারের সঙ্গে দ্রুত কি যেন আলাপ করে চলে গেল।

ম্যাকাইভার ফিরে তাকালো রানার দিকে। বললো, 'ডঃ মাসুদ, তাড়াতাড়ি করুন। সানইয়াং ক্রুজার থেকে এইমাত্র রিপোর্ট করা হয়েছে, যে, আবহাওয়া খারাপ। আরো খারাপ হলে পরীক্ষা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

'আবহাওয়াও আপনার বিরুদ্ধে?'

'ও সব বাজে কথার সময় এটা নয়।'—ম্যাকাইভার দ্রুত বললো, 'ফিউজ ঠিক করতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না।'

'কেন?'

'ওটা কি ভাবে আছে, দেখতে হবে, তারপর আপনাকে সময় দিতে পারি।'

'তবে কাজ এখনই শুরু করুন।'

'কি কাজ!'—রানা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

'ফিউজিং স্থ সার্কিট।'

'ওটা যদি আমি করি তবে আমি কেন, আপনিও বাঁচতে পারবেন না। এখানকার একটা প্রাণীও বাঁচবে না।'

'কেন?'

'আমি ফুয়েল টেকনোলোজির কাঁচকলাও জানি না।'—নির্বিকার ভাবে বললো রানা। 'বিশ্বেস না হয় জিজ্ঞেস করুন ডঃ বরকতকে।'

'ডঃ বরকতের কথা শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, আপনি ফিউজিং করবেন কি না।'

'না, সেরকম কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

'তবে এতক্ষণ কিসের বাহানা করছিলেন?'

'আমি সময় নষ্ট করতে চাই। এখানে যে কোন মুহূর্তে নেভীর ফোর্স এসে পড়বে।'

ম্যাকাইভার শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পরই দুলে উঠলো তার হাতের বেতটা। সপাং করে এসে পড়লো রানার মুখে। দ্বিতীয়বার গলার কাছে। আবার উঠলো…রানা হাত তুললো বেতটা ধরার জন্যে। কিন্তু বাঁ হাতের ব্যাণ্ডেজসহ হাত দু'টো চেপে ধরলো ওয়াং। বেত ফেলে দিল ম্যাকাইভার। বিশাল মুষ্টি এবার খেলে দিল রানার রক্তাক্ত নাক-মুখ, দ্বিতীয় ব্লো এসে পড়লো চোয়ালে…।

'স্টপ!'

থেমে গেল ওরা। ডঃ বরকতের কণ্ঠ। কণ্ঠের পরিষ্কার দৃঢ়তা

থামতে দিল ওদের। ওয়াং ছেড়ে দিল রানাকে। ঝুঁকে পড়লো রানা। মাথা সোজা রাখতে পারছে না। হাঁটুর উপর বসে পড়লো মাটিতে।

ডঃ বরকত বললো, 'ওকে মেরে ফেললে আপনি কোনদিন রকেট নিয়ে যেতে পারবেন?'

'ডঃ বরকত!'—বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো ম্যাকাইভার।

'হ্যাঁ', আমি পাগল হই নি। অভিনয় করছিলাম আপনার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে।'—ডঃ বরকত বললো, 'আমি যদি ফিউজিং করি?'

'আপনি!'—ম্যাকাইভার ডঃ বরকতের চোখের দিকে চেয়ে দেখলো পুরো ত্রিশ সেকেণ্ড। বললো, 'না', আপনি কোনো চাল চালবেন। আপনার কোনো ভয় নেই, কারণ কেউ আপনার নেই এখানে। রকেটে এক্সপ্লোশন ঘটলে আপনার কিছু আসে যাবে না।'

'না, ওকে বিশ্বাস করবেন না মিস্টার ম্যাকাইভার, ওর মাথা ঠিক নেই। ওর মনে এখনও প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে।'—রানা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কেউ আপনার রকেট ফিউজিং করবে না।'

'আপনিই করবেন, করতে আপনি বাধ্য।'—ম্যাকাইভার বললো, 'এখনই পুরো নেভীকে দাঁড় করানো হবে লাইন দিয়ে। তারপর ওদের এক-একজনকে গুলি করা হবে তিন মিনিট অন্তর, যতক্ষণ আপনি রাজী না হবেন। আপনি জানেন, কমোডোর জুলফিকারকে কিভাবে বশ করিয়েছি!'

'আমি জানি, তুমি একটা দানব।'—রানা বললো, 'মানুষের সাধারণ একটা বৃত্তিও তোমার মধ্যে নেই।'

'কিন্তু আপনার মধ্যে আছে। আপনি কি সহ্য করতে পারবেন, একজন নিরাপরাধ নেভী আপনার জন্যে মারা যাবে? মারা যাবে

বিজ্ঞানীরা...?'

'পুরো নেভী, সব বৈজ্ঞানীদের মেরে ফেল।'—রানা বললো, 'কোন লাভ হবে না। আমি ফুয়েলিং-এর ক খ-ও জানি না।' আমি বিজ্ঞানী নই, ম্যাকাইভার। তোমার মতই একজন হত্যাকারী। আমি কাউন্টার-এসপিওনেজ এজেন্ট। খুন করার স্বাধীনতা আমার আছে। আমার উপর অর্ডার, শুধু এই রকেটকে কেন্দ্র করে আসল চক্রান্তকে নষ্ট করা। এর জন্ত কত জীবন নষ্ট হল, আমি হিসেব করবো না। যাও ইচ্ছে মত হত্যা কর, খুন কর, রেপ কর—কিন্তু তুমিও পালাতে পারবে না এ দ্বীপ থেকে!'

স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ম্যাকাইভার রানার রক্তাক্ত মুখের দিকে। বাঁ চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে এসেছে রানার। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত ঝরে ভিজিয়ে ফেলেছে শার্ট। রানা দেখলো, তার সামনে দাঁড়ানো কয়েকটা স্তব্ধ মূর্তি। ডঃ বরকত তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে-মুখে বিভ্রান্তি নেই, চিন্তা জুড়ে বসেছে, বিস্ময় কেঁপে যাচ্ছে।

'ডঃ মাসুদ, যত শক্ত মানুষই হন না কেন, প্রত্যেক মানুষের এ্যাচিলিস হিলের মত দুর্বল স্থান থাকেই।'—ম্যাকাইভার বললো, 'আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন?'

কোচিমার নিতম্বে হাত রাখলো ম্যাকাইভার। কোচিমা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রানার চারদিক ঘুরে গেল। ঢোক গিললো। অনুভব করলো, মুখে একটুও পানি নেই। রানা রক্তে রক্তে পরাজয়কে অনুভব করছে এবার। জিভ চাটতে গিয়ে রক্তের নোনতা স্বাদ পেল। এবার ভয় পেয়েছে রানা, কিন্তু নিজেকে মুহূর্তে স্থির করে ফেললো। শরীরের সমস্ত ব্যথা দিয়ে ভুলতে চাইলো সোহানার মুখ, সোহানার কণ্ঠস্বর, সোহানার গন্ধ, সোহানার স্পর্শ।

'তুমি একটা আস্ত গর্দভ!'—শ্বাস নিয়ে ছড়ে যাওয়া ঠোঁটে হাসার চেষ্টা করলো রানা। বললো, 'ও আমার স্ত্রীই নয়, ওর নাম সোহানা চৌধুরী। ওর সাথে আমার আলাপ কয়েকদিনের মাত্র। এই এসাইন্‌মেন্টে অফিসিয়াল পার্টনার মাত্র!'

'আপনার...স্ত্রী নয়!'

'না, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সহকর্মিনী। তাও এই প্রথম ওর সঙ্গে এক এ্যাসাইন্‌মেন্টে এসেছি।'

'আপনার স্ত্রী না হলে আপনার আর ভাবনার কিছু নেই।'—ম্যাকাইভার বললো, 'তাকেও তবে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব, ভাবছি।'

'কোথায়?'

'তাইওয়ান।'—ম্যাকাইভার বললো, 'এখান থেকে যাবার ছ' মাসের মধ্যে বিপুলভাবে আক্রমণ চালানো হবে উত্তর ভিয়েতনামের উপর। তারপর চায়না, তাপর...।'

থেমে গেল ম্যাকাইভার।

রানা জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর?'

'তারপর যা হবে সেটাই আমার স্বপ্ন!'—ম্যাকাইভার বললো, 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে তাইওয়ানের বন্ধু না সেজে আমি নিজেই ক্ষমতা দখল করতে চাই। এশিয়ার একছত্র অধিপতি হতে চাই আমি। আপনি জানেন, একটা ছোট জাহাজ হলেই এ রকেট নিক্ষেপ করা যায়। আমি প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ভরে দেবো সাব-মেরিন আর জাহাজে—জালের মত ঘিরে রাখবো...।'

'আপনার মাথাটা পরীক্ষা করানো দরকার।'—রানা বললো, 'একেবারেই গেছে আপনার মাথা।'

'এবার আপনার মাথা খারাপ হবে!'—ম্যাকাইভার বললো, 'দেখুন, কে এসেছেন।'

রানা দেখলো, সোহানা। সোহানার পিছনে পিস্তল হাতে কোচিমা।
—সোহানা এখনো সুস্থ আছে। দেখে মনে হয়, কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে সারারাত ঘুমায় নি। সোহানা রানার দিকে চেয়ে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। চীৎকার করতে গিয়েও সামলে নিল। দ্রুত পদক্ষেপে রানার কাছে আসতে গেলে ম্যাকাইভারের ছড়ি বাধা দিল, পথ রোধ করলো সোহানার।

'আমি দুঃখিত, আপনাকে অসময়ে ঘুম থেকে ওঠাবার জন্যে, মিসেস মাসুদ...।'—বলে একটু হাসলো ম্যাকাইভার, বললো, 'অথবা মিস্ চৌধুরী।'

সোহানা তাকালো ম্যাকাইভারের মুখের দিকে। উত্তর দিল না, দিতে পারলো না। রানার দিকে চেয়ে ওর ঠোঁট কাঁপলো কিছু বলার জন্যে। এবারো পারলো না কিছু বলতে।

'দেখুন মিসেস্ মাসুদ, উনি আপনাকে অস্বীকার করেছেন। অস্বীকার করেছেন পিকিং ডাক ফিউজিং করতে···।'

'রানা কোনো দিন করবেও না।'

'করবেন, আপনি বললে নিশ্চয়ই করবেন।'

'আমি কোনোদিন বলবো না।'

'আপনি না বললেও আপনাকে দিয়ে মিস্টার মাসুদকে স্বীকার করাতে বাধ্য করবো।'

'আপনি বাজে কথা বলছেন,'—সোহানা বললো, 'আমরা পরস্পরকে ভাল করে চিনিই না। ওর কাছে আমি বিশেষ কিছু নই, ও ও আমার...।'

'বিশেষ কিছু নয়—এইতো বলতে চান?'—ম্যাকাইভার গার্ডদের কাছে এসে দাঁড়াতে বললো। গার্ডরা রানা ও ডঃ বরকতকে কভার করলো অটোমেটিকের মাথায়। ওয়াংকে ইশারা করলো। ওয়াং

সোহানার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। দু'হাত পেছনে বাঁকিয়ে ধরলো। ককিয়ে উঠলো সোহানা। ওয়াং সামনের দিকে চাপ দিল—মাথা ঝুঁকে পড়লো, মাথা ভরা খোলা চুল সামনে এসে পড়লো। ম্যাকাই-ভার কাছে এগিয়ে গেল। সোহানার মসৃন কাঁধে হাত বুলিয়ে ঘাড়ের পিছনের একমুঠি চুল আলাদা করলো যত্নের সঙ্গে। তাকালো রানার দিকে। তারপর প্রচণ্ড চীৎকার শোনা গেল একটা। রানা দেখলো, ম্যাকাইভারের হাতে এক মুঠো চুল। চুলের গোড়ায় কাঁচা রক্ত। এক পা এগুলো রানা। কারবাইনের নল পেটে ঠেকলো। সোহানা গোঙাচ্ছে। রানার নাম ধরে ডাকছে। ডঃ বরকত উল্লাহ তাকিয়ে আছে রানার স্থির চোখের দিকে। ম্যাকাইভার আবার এগিয়ে গেল।

রানা চীৎকার করে উঠলো, 'ওকে আবার স্পর্শ করলে তোমাকে খুন করে ফেলবো। খোদার কসম।'

'আপনি রাজী ?'

'রাজী।'

'গুড।'—ডঃ বরকত বললো, 'এছাড়া আপনার আর কিছু করার ছিল না, মিস্টার মাসুদ। কিন্তু আপনি আমার সাহায্য ছাড়া ফিটজিং করতে পারবেন না।'

ম্যাকাইভার এগিয়ে এল। বললো, 'ডঃ বরকত সাহায্য করবেন। তার উপর আমাদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি জানি, ডঃ বরকত কোন চালাকী চালালে আপনি তা সংশোধন করে দেবেন, চালাকী ধরতে চেষ্টা করবেন। কারণ আপনি আপনার প্রেমিকাকে ভালবাসেন।'

রানা চোখ তুলে তাকালো। সোহানা মাথা তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে একদৃষ্টে। রানা ভাবলো: ভালবাসি। সোহানার এই বেঁচে থাকাকে ভালবাসি। ভালবাসি ওর এই নির্ভরশীলতা।

সোহানা এগিয়ে এল। এবার কেউ বাধা দিল না। রানার বুকে মিশে গেল সোহানা। ও কাঁদছে, ভয়ে কাঁপছে। ভয় মেশানো কান্নায় অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কিভাবে ফিউজিং করবে তুমি? ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!'

কোন উত্তর দিতে পারলো না রানা। ম্যাকাইভার ওদের দেখছে। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো ক্রুর হাসি। হাতটা চলে গেল কোচিমার নিতম্বে। খামচে ধরলো এবার। পোষা কুকুরীর মত এলিয়ে পড়তে চাইলো কোচিমা। হাতটা তুলে একটা চাপড় দিল।

রানার বুক থেকে টান মেরে সোহানাকে সরিয়ে নিল কোচিমা।

১০

ডঃ বরকতকে সাহায্য করছিল বাঙালী নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ডঃ সেলিম খান, বৃটিশ হাইপারসনিক এক্সপার্ট ডঃ আওয়ারউড এবং কাউণ্টার-ইণ্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা। ডঃ বরকতের ডান পাশে বসে প্রতিটি জিনিস লক্ষ্য রাখছিল রানা। ডঃ কাজ করে চলেছেন একভাবে। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, চোখ তার নিবদ্ধ প্রতিটি তারে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কারুকার্যে। দুই রকেটে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছিলো ম্যাকাইভারের আদেশে। একবার এটার কাজ করে অন্যটাতেও তাই করতে হচ্ছিলো। ডঃ সেলিম, ডঃ আওয়ারউড এবং রানাকে

নিষেধ করলো ম্যাকাইভার পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে। দুই রকেটের কাজ একই রকম হচ্ছে কিনা মিলিয়ে দেখছিল সবাই। তাদের স্ত্রীদের কথা স্মরণ করতে বলা হচ্ছিল বারবার। আগে একটি রকেট পরীক্ষা করা হবে। সেটা ঠিকভাবে নিক্ষেপ করা হলে দ্বিতীয়টা নিয়ে যাবে ম্যাকাইভার।

সবার চোখ নিবদ্ধ ডঃ বরকত উল্লার হাতে। ওয়াং-এর অটোমেটিক টার্গেট করেছে রানার মাথা।

ডঃ বরকত উচ্চারণ করলো, 'ডেসট্রাক্ট-বক্সের চাবি?'

রানা বললো ওয়াংকে, 'ডেসট্রাক্ট বক্সের চাবি কোথায়?'

'আর কত দেরী?'

রানা উত্তর দিল, 'দুই মিনিট। ডেসট্রাক্ট-বক্সের চাবিটা প্রয়োজন।'

ডঃ খান এবং আণ্ডারউডকে নেমে আসতে হুকুম করলো ম্যাকাইভার। ওরা নামলে নিজে উঠে এল উপরে। বললো, 'শেষ মিনিটে কোনো চাল দেখাতে চান?'

রানা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'তবে আপনি নিজেই সুইচটা দেখুন, ও সুইচ চাবি ছাড়া নড়বে না।'

সুইচে হাত দিল ম্যাকাইভার। নড়াতে পারলো না। চিন্তিত মুখে, দ্বিধান্বিত হাতে চাবিটা এগিয়ে দিল। ডঃ বরকত কোন কথা না বলে সুইচটা খুললো! চারটে তারের প্যাঁচও খুললো। এবং কাজ শুরু করলো! পাঁচ মিনিটে সুইচ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

'শেষ?'—ম্যাকাইভারের উৎসাহী প্রশ্ন।

এক পাশে রাখা একটা ঘড়ি হাতে নিয়ে রানা বললো, 'এটা শেষ হয়েছে, ওই রকেটে এটা সেটা করতে হবে।'

'ওটা পরে করলেও চলবে। আমরা এটাকে আগে পরীক্ষা করতে চাই। সানইয়াৎ পরীক্ষা করার জন্যে সিগন্যাল দিচ্ছে। সময় কম

হাতে।'—ম্যাকাইভার বললো। ওয়াং সবাইকে অটোমেটিকের মাথায় দাঁড় করালো।

ম্যাকাইভার একজন গার্ডের উদ্দেশ্যে বললো, 'ওয়্যারলেস অপারেটরকে খবর দাও, কুড়ি মিনিটের মধ্যে পিকিং ডাক আকাশে উঠবে।'

'এবার আমরা কোথায় যাবো, কন্ট্রোল-রুম?'—জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কেন?'—উল্টো প্রশ্ন করলো ম্যাকাইভার, 'আশ্রয়ের জন্যে?...না, আমি অত বোকা নই, ডঃ মাসুদ। বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান এবং নেভীর লোকেরা বাইরে থাকবে যখন রকেট আকাশে উঠবে। আর আমরা সবাই থাকবো কন্ট্রোল-রুমে।'

বিজ্ঞানীদের কয়েকটি কণ্ঠ প্রতিবাদ করলো। ডঃ আওয়ারউড বললো, 'না, পরীক্ষামূলক রকেটের প্রথম নিক্ষেপের সময় অনেক এ্যাকসিডেন্ট ঘটতে পারে। এভাবে এতগুলো মানুষকে হত্যা আপনি করতে পারেন না।'

'মার্ডারার!'—চিবিয়ে বললো জার্মান বিজ্ঞানী।

সবাই ডঃ বরকত উল্লার দিকে তাকাচ্ছে, ডঃ কিছু বলে কি না। ডক্টর আপন মনে একটা সিগারেট হাতে নিয়েছে। ওদের কারো কথা কানে গিয়েছে কিনা, বোঝা গেল না। বললো, 'আমি বাইরে যেতে চাই। সিগারেট খাবো।'

ম্যাকাইভারও ডঃ বরকতের মুখের দিকে চেয়ে কিছু উদ্ধার করতে না পেরে রানাকে বললো, 'ডঃ মাসুদ, আপনি এখনো বলুন, ফিউজিং-এ কোনো চালাকী নেই তো?'

'ওটা আমি বলতে পারবো না নিশ্চিত করে।'—রানা বললো, 'আজই এটার প্রথম নিক্ষেপ। সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে এর সাকসেস্।'

'হ্যাঁ, বেঁচে থাকাটাও আপনাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে।'

'আপনার গার্ডরা কিন্তু ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে না।'

'কোনো গার্ড বাইরে থাকবে না। তারাও কণ্ট্রোল-রুমে আশ্রয় নেবে।'

'তবে আমরাও নিশ্চয়ই লক্ষ্মী ছেলের মত দাঁড়িয়ে থাকবো না ক্যাসারাঙ্কা সেজে।'

'না, আপনারা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য। যিনি নড়বেন তাঁর স্ত্রীকে কণ্ট্রোল-রুমে হত্যা করা হবে। সাতজনের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে থাকছেন।'

'সাতজন কেন। সোহানা কোথায়?'—রানার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'মিস্ চৌধুরী...ওনাকে আর্মারীতে রাখা হয়েছে।'

রানা প্রশ্ন করলো না, কেন রাখা হয়েছে ওখানে। হয়তো সোহানা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রানা বললো ন', তাকেও কণ্ট্রোল-রুমে রাখা হোক। যদি পিকিং ডাক এক্সপ্লোড করে তবে আর্মারীও উড়ে যাবে। তাও ভালো কণ্ট্রোল-রুমে বেঁচে থাকার চেয়ে।

'ডঃ মাসুদ,'—ম্যাকাইভার বললো, 'শেষবারের মত ভেবে দেখুন, যদি কোন ভুল থেকে থাকে, শুদ্ধ করে দিয়ে আসতে পারেন।'

রানা ডঃ বরকতের নিরাসক্ত মুখের দিকে তাকালো। মাথা নাড়লো, বললো, 'ন', কোন ভুল নেই বলেই আমি জানি।'

ম্যাকাইভার বৈজ্ঞানিকদের দেখিয়ে বললো, 'আপনি আবারও ভেবে দেখুন ডঃ মাসুদ, এতগুলো বিজ্ঞানী, এশিয়া-ইউরোপের এত-গুলো প্রতিভা, আপনার সামান্য ভুলের জন্যে মারা যাবেন!'

'এখন মারা না গেলেও আপনি সবাইকে হত্যা করবেনই!'—বললো ডঃ খান, 'আমরা মরতে চাই না। তাছাড়া আপনি রকেট নিরাপদে নিয়ে যান তাও চাই না। তার চেয়ে মৃত্যুকেই আমরা প্রেফার করবো।'

'এ প্রজেক্টে আপনারও স্বার্থ আছে, আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু সবাই আপনার মত মরতে চান বলে আমি বিশ্বাস করি না।' —ম্যাকাইভার নাটকীয় ভঙ্গীতে বললো, 'এখনো ভেবে দেখুন, আপনারা সবাই মরতে চান কিনা।'

'রকেট কোন অসুবিধার সৃষ্টি করবে না।'—এতক্ষণে ডঃ বরকত বললো বিরক্তির সঙ্গে।

'আমিও তাই মনে করি।'—রানা আবার সমর্থন করলো কথাটা।

দেখা গেল, পিকিং ডাক বের হয়ে আসছে হ্যাঙ্গার থেকে। রেল-লাইনের উপর দিয়ে একটা বগি এগুচ্ছে মন্থর গতিতে। রোদে চক্‌চক্ করে উঠলো পিকিং ডাকের তন্বী শরীরটা।

রানা এবং বিজ্ঞানীরা এক পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের পিছনে টেক্‌নিশিয়ান ও নেভীর সবাই। কংক্রিটে বাঁধানো লাউঞ্জিং প্যাডের মাঝখানে বগি এসে দাঁড়ালো। দু'জন টেক্‌নিশিয়ান নেমে এলো বগি থেকে লাফ দিয়ে। কানেকটিং-বার সরিয়ে ফেললো। গার্ডের অটোমেটিক কারবাইনের ইশারায় টেক্‌নিশিয়ান দু'জন এসে পাশে দাঁড়ালো রানাদের। রকেটের আর লোকের দরকার নেই। এখন সবকিছু কন্ট্রোল করবে রেডিও। গার্ডরা দৌড়ে চলে গেল কন্ট্রোল-রুমের উদ্দেশ্যে।

ডঃ এ্যাণ্ডারসন হঠাৎ ডঃ বরকতকে জিজ্ঞেস করলো, 'ডক্টর বরকত, আপনি কি শিওর?'

'শিওর?'—ডঃ বরকত হাসলো, 'উঠবে, না ব্লাস্ট করবে?'

'না, আমি বলছিলাম আমরা অকারণে প্রাণ দেবো কেন?'

'এখন নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে লাভ আছে আর?'

সবার দৃষ্টিই কখনো ডঃ বরকত আবার কখনো রকেটের উপর

স্থির হতে গিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছিলো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো রানা, 'এটা টার্গেট করা হয়েছে কোথায় ?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের একটা ভেলায়।'—পাশ থেকে বললো ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞ জার্মানীর ডঃ ম্যাক্সওয়েল, 'আমরা এখানে ইনফ্রা-রেড গাইডেন্স সিস্টেম ব্যবহার করেছি।'—বিশালদেহী ম্যাক্সওয়েল কথা বলতে পেরে যেন রক্ষা পেয়েছে, 'এই ইনফ্রা-রেডের কাজ হচ্ছে, হিট ডিটেক্‌শন। প্রশান্ত মহাসাগরের এক জায়গায় ম্যাগনেশিয়ামের ভেলায় এটা টারগেট করা হয়েছে। ভেলাটা মাত্র ছয় ফিট চওড়া, আটফিট লম্বা। রকেট যখন অ্যাটমোস্‌ফেয়ারে পুনঃ প্রবেশ করছে তখন স্টেলার নেভিগেশনের সুইচ অফ করে দেওয়া হবে। তখনই ইনফ্রা-রেড কাজ শুরু করবে। আমাদের জাহাজ সানইয়াৎসেন থেকে ম্যাগনেজিয়াম ভেলায় রেডিওর সাহায্যে তাপ সৃষ্টি করবে ঠিক নব্বই সেকেণ্ড আগে। ঠিক নব্বই সেকেণ্ড, দেড় মিনিট আগে যদি তা না করে, তবে সানইয়াৎসেনের চুল্লীতে পড়বে রকেট—ইনফ্রা-রেড অপেক্ষাকৃত উত্তাপে আকর্ষিত হয়।'

'যদি তারা ভুল করে ?'

'তারা তা করবে না। এখান থেকে রকেট ওড়ায় সঙ্গে সঙ্গে রেডিও সিগন্যাল চলে যাবে।'

'ধরুন, যদি সানইয়াতের কারো কোনো গাফিলতি ঘটে··· ?'

রানার কথার উত্তর দিল না কেউ। পিকিং ডাক রেডিও মারফত কাজ শুরু করেছে। ক্রেনের উপরের ক্ল্যাম্প খুলে গেল···উপরের হুইল ঘুরতে লাগলো।···নাইন···এইট···সেভেন···সিক্স···ফাইভ···ফোর···থ্রি ···টু···ওয়ান।

অরেঞ্জ রঙের আগুনের ফেঁপে ওঠা বল পিকিং ডাকের নিচ থেকে বের হয়ে এল। বজ্রপাতের শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে দিল।···আস্তে

আস্তে উঠে যাচ্ছে পিকিং ডাক। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। বাতাস বইছে প্রচণ্ড বেগে। ধীরে ধীরে উপরে উঠছে পিকিং ডাক। এটাই পিকিং ডাকের বৈশিষ্ট্য। এর জন্যই যে কোন বেজ থেকে এটা নিক্ষেপ করা যাবে।...পরপর তিনবার এক্সপ্লোশনের শব্দ হল। ততক্ষণে পিকিং ডাক দু'শো ফিটে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ মুহূর্তে গতিপ্রাপ্ত হল—অসম্ভব গতি। আট সেকেণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল রকেট।...পিকিং ডাকের অস্তিত্ব নেই আর। শুধু একটা ফুয়েল পোড়া এসিডের মত গন্ধ এবং কালো বগিটা তার স্মৃতি বহন করছে। ডঃ বরকত স্তব্ধ হয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তার দিকে চাইতেই দেখলো, একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। তার ঠোঁটের কোণে। তাকিয়ে আছে অদৃশ্য হওয়া রকেটের পথ অনুসরণ করে।

এগিয়ে গেল ডঃ ম্যাক্সওয়েল। ডঃ বরকত ফিসফিস করে বললো, 'আমাদের কষ্ট বৃথা যায় নি। আমি জানতাম, আমরা সাকসেস্‌ফুল হবোই।'

'কিন্তু এভাবে নয়।'—ডঃ সেলিম খানের কণ্ঠে স্পষ্ট অসন্তোষ।

করুণ হয়ে গেল ডঃ বরকতে মুখ। বললো, 'যে ভাবেই হোক, আফটার অল ইটস্‌ আওয়ার সাকসেস্‌।'—দাঁড়ালো না ডঃ বরকত। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের দিকে এগুলো।

রানা অনুভব করলো ডঃ বরকত উলার ব্যথা, কষ্ট এবং খুশিকে। রানার মায়া হল।

'ডঃ বরকত শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করলেন।'—রানার পিছনে কমোডোর জুলফিকারের কঠোর রুক্ষ কণ্ঠস্বর। রানা ফিরে দাঁড়ালো।

'কেন. আপনি কি সুইসাইড করতে রাজী ছিলেন, স্যার ?'—রানা জিজ্ঞেস করলো।

'সুইসাইড করে হোক, আর যে ভাবেই হোক, মৃত্যু ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।'—দুঃখিত কণ্ঠ কমোডোরের, 'ডক্টর নিজেও তা জানেন। যাবার আগে ম্যাকাইভার আমাদেরকে মেরে ফেলবেই। না মেরে কিভাবে রকেট এখান থেকে নিয়ে যাবে? কোনো উপায় নেই হত্যা ছাড়া। তবু কেন এ কাজ করলেন ডক্টর।'

'আপনি যোদ্ধা, কমোডোর। আপনার মধ্যে রয়েছে ওয়ারিয়র্স স্পিরিট। ডক্টর বিজ্ঞানী। তার সাইন্টিফিক স্পিরিটের কথা আপনি অস্বীকার করতে চাচ্ছেন।'—রানা সমুদ্রের দিকে তাকালো। বললো, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন স্যার, এটা ডক্টরের জীবনের স্বপ্ন। এ সার্থক দৃশ্যটি দেখার আশায় তিনি কত সাধনা করেছেন, একবার ভাবুন।'

'আমি যোদ্ধা, রানা। আমি মৃত্যুকেও পরাজয়ের গ্লানি দিয়ে ছোট করতে চাইনে।'—কঠোর কণ্ঠে আবেগ মিশালো।

রানা বললো, 'না, আজ ডঃ বরকতের পরাজয়ের দিন ছিল না, ছিল জয়ের দিন।'—কি একটা কথা মনে হতেই বসে পড়লো। পায়ের জুতো এবং মোজা খুলে বের করলো সেলোফেন মোড়কে রাখা কাগজটা। এগিয়ে দিল কমোডোরের দিকে। বললো, 'দেখুনতো স্যার, এটা কি? আমার মনে হয়, এটাই হবে দ্বিতীয় পিকিং ডাকের গতিপথ।'

কমোডোর কাগজটা হাতে নিয়ে পড়লো, 'পেঙ্গুইন হিরোশিমা 2300/14030, জাপাতা-গ্রাণ্ডক্যানিয়ন 2936/13000' এবং একটু ভেবে বললো, 'জাপাতা একটা মেক্সিকান জাহাজের নাম। আমার মনে হয়, ছয় জোড়া নামই জাহাজের নাম। কিন্তু নাম্বারগুলো কিসের?··· সময়?'

'না।'—রানা বললো, 'টু থ্রি জিরো জিরো রাত এগারোটা হতে পারে। কিন্তু তার পরের প্রত্যেকটা নাম্বারই চব্বিশের চেয়ে বেশি।

'তবে কি এটা অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ নির্দেশক?'—কমোডোর ভাল করে দেখলো, বললো, 'হ্যাঁ তাই। এভাবে পড়লে দাঁড়ায় টু থ্রি পয়েণ্ট ও, ও। মানে দাঁড়াচ্ছে তেইশ অক্ষ এবং বাকী অংশ —ওয়ান, ফোর, ও, পয়েণ্ট থ্রি, জিরো মানে দ্রাঘিমা একশো চল্লিশ পয়েণ্ট ত্রিশ।'

'উত্তর-দক্ষিণ অথবা পূর্ব-পশ্চিম, কোন্ কক্ষ বা দ্রাঘিমা, স্যার?'

'আমরা যদি উত্তর এবং পূর্ব ধরি তবে এ জায়গাটা মাত্র পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে এখান থেকে।'—কমোডোর মনোযোগ দিয়ে অক্ষ অক্ষ এবং দ্রাঘিমাগুলো মিলাতে লাগলো। পিছন দিয়ে রানা দেখলো কোথায় আছে ম্যাকাইভার। না, কণ্ট্রোল-রুম থেকে বের হয় নি।

'হ্যাঁ, এগুলো এক এক জোড়া জাহাজই মনে হচ্ছে এবং এদের পজিশন হচ্ছে এখান থেকে তাইওয়ানের মধ্যবর্তী অংশে কয়েকশো মাইল ব্যবধানে।'—কমোডোর বললো, 'এ জাহাজগুলো রকেটকে গাইড করে নেবার জন্যেই অপেক্ষা করছে, যাতে রকেট আক্রান্ত না হয়।'

'যুদ্ধ জাহাজ?'

'না, এতগুলো যুদ্ধ জাহাজ যদি এক সঙ্গে এখানে থাকে তবে উত্তর ভিয়েতনাম ও চাইনিজ রেডিওতে এতক্ষণে নিউজ প্রচার হয়ে যেতো, চাইনিজ নেভী এলার্ট হতো। যুদ্ধ জাহাজ নয়। তবে রাডার আছে এদের।'

'রাডার ডিটেক্ট করতে পারে, কিন্তু গুলি নিশ্চয়ই ছুঁড়তে পারবে না। ···যদি রকেটের উপর এয়ার-এ্যাটাক চালানো হয়?'

'আমার মনে হয়, রকেটকে নেবার জন্যে সাবমেরিন ব্যবহার করা হবে।' কমোডোর বললো, 'সাবমেরিনের টর্পেডো-রুমে এটা রাখা যেতে পারে।'

জাহাজ বেষ্টিত সাবমেরিন এগিয়ে যাচ্ছে ফরমোজা-তাইওয়ানের

উদ্দেশ্যে। মুহূর্তের জন্য ভাবলো রানা, একে রোধ করা যাবে না। ঠিক সেই মুহূর্তেই রানার চোখ একটা আশ্চর্য জিনিসে আটকে গেল। ক্যাপ্টেন দিউ! ক্যাপ্টেন দিউ-এর স্কুনার পিঙ্ক প্যান্থার এগিয়ে আসছে দ্বীপের দিকে।

রানা বললো, 'কমোডোর, আপনি এখনি ম্যাকাইভারের কাছে অনুরোধ করুন যে, আপনাদের যেন এই বিকেল বেলাটা বাইরে থাকতে দেওয়া হয়। বুঝিয়ে বলবেন যে, ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে তার চার-পাঁচ জন গার্ড লাগে। সমুদ্র পাড়ে একজন গার্ডই দূর থেকে পাহারা দিতে পারবে সবাইকে। ম্যাকাইভারের এখন কাজের লোক প্রয়োজন। আপনি তাকে কথা দেবেন যে, কোন গণ্ডগোল হবে না।'

'লাভটা হবে কি তাতে?'—কমোডোরের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। কিন্তু রানার মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'রানা তুমি কি সত্যিই রকেট আটকাবার চেষ্টা করবে?'

'না, বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা করবো, স্যার।'—রানা দাঁড়ালো না। ফিরে চললো ম্যাকাইভারের উদ্দেশ্যে। সব বিজ্ঞানীরাই এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাঙ্গারের দিকে। দ্বিতীয় রকেটের কাজ এবার শেষ করা হবে।

ম্যাকাইভার রানাকেই সবচেয়ে আগে সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জানালো। বললো, 'যাক, আপনি কোন চালাকী করেন নি। আপনাকে বুদ্ধিমানই মনে করি। আর বুদ্ধিমানদের আমি বিশ্বাসও করি। তারা ভুল করে না। বুদ্ধিমানরা ভুল করতে পারে না।'

'স্যাকসেসফুল?'—জিজ্ঞেস করলো ডঃ বরকত।

'একেবারে পুরোপুরি। ধন্যবাদ, ডঃ বরকত। আপনি প্রতিভাবান লোক।'—ম্যাকাইভার বললো, 'এবার দ্বিতীয় রকেটের কাজটা শেষ করে দিন।'—কথাটা রানার উদ্দেশ্যেই বলা।

'করতে পারি কিন্তু তার আগে মহিলাদের ও নেভীর লোকদের

ছেড়ে দিন।'—রানা বললো।

'ডক্টর মাসুদ, আগে আপনারা আপনাদের কাজ শেষ করুন তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে।'

'কি করবেন, তা আপনি আগেই ভেবে রেখেছেন।'—রানা বললো, 'সবাইকে হত্যা না করে দ্বীপ থেকে বেরুতে পারবেন না।'

'না', হত্যা আমি করবো না, এ কথা আমি দিতে পারি।'—ম্যাকাইভার বললো, 'তবে বিজ্ঞানীদের স্ত্রী ও মিস চৌধুরী আমাদের সঙ্গে কিছুদূর যাবেন। কারো কোনো ক্ষতি হবে না। তাঁরা অক্ষত দেহে ম্যানিলা পৌঁছে যাবেন আপনাদের কাছে তিন দিনের মধ্যে। অবশ্যি যদি রকেটে আপনারা কোন ট্রিক্স না করেন।'

'শয়তান!'—রানার ইচ্ছে হল, লোকটার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এক পা এগিয়ে নিজেকে সংযম করলো।

'হ্যাঁ, আপনারা কাজ শুরু করুন। বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করলে নেভীর লোকগুলোকে গুলি করা শুরু হবে। মিস চৌধুরীকে আপনার সামনে হত্যা করবো।'—ম্যাকাইভার বললো, 'আমি শয়তানের চেয়ে জঘন্য, হৃদয়হীন—আমার বন্ধুরাও বলতো।'

'মিস্ চৌধুরী কোথায়?'—রানা জিজ্ঞেস করলো। বললো, 'তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'না।'

'মিস্ চৌধুরী বেঁচে আছে?'

'আছেন।'

'আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'—রানা বললো, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

ম্যাকাইভার এক মুহূর্তের জন্যে রানার চোখের দিকে চাইলো। তারপর ইশারা করলো ওয়াংকে। ওয়াং-এর বিশাল শরীরটা এসে

দাঁড়ালো রানার পিছনে। রানা পিঠে অনুভব করলো অটোমেটিকের স্পর্শ।

'কি কথা বলবেন?'

'প্রেম নিবেদন করবো।'—রানা বললো, 'বিয়ের কাগজ একটা জোগাড় হলেও প্রেম নিবেদন করার সময় পাই নি।'

'ম্যানিলা ফিরেও সময় পাবেন।'—রেগে গেল ম্যাকাইভার।

'আমি এখনই সময়টা চাই।'

'দুই মিনিট সময়ে হবে?'

'দু'মিনিট অনেক সময়।'

'ওকে নিয়ে যাও।'—ম্যাকাইভার ওয়াং-এর উদ্দেশ্যে বললো কথাটা।

দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো গার্ড। রানা ভিতরে ঢুকলো, পিছনে ওয়াং।

সোহানা শুয়েছিল ছোট নোংরা একটা বিছানায়। দরজা খোলার শব্দে উঠে দাঁড়িয়েছে। পাংশু, শুকনো চেহারা। দুর্বল। অথচ তার মধ্যেই একটা উত্তেজনা ফুটে উঠলো চোখে-মুখে। রানা কাছে যেতেই বললো, 'আমার জন্যেই ডঃ বরকতকে তুমি রকেটের ফিউজিং করতে রাজী করিয়েছো।'—সোহানার ঠোঁটটা কাঁপলো, 'কেন এ ক্ষতি করলে?'

রানা সময় নষ্ট করতে চায় না। এক ঝটকায় বুকের মধ্যে টেনে নেয় সোহানাকে, গভীরভাবে চোখে-মুখে চুমু খায়। সোহানা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে পারে না। রানার হাত তার পিছনে স্ল্যাকসের বেল্টে কিছু একটা গুঁজে দিচ্ছে। প্রথমটায় হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় সোহানা, তারপরেই তার হাত দু'টো সক্রিয় হয়ে ওঠে, জিভটা রানার দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেয়। ত্রিশ সেকেণ্ড কেউ কোন কথা বলে না।

সোহানা দম নিতে নিতে উচ্চারণ করলো, 'রানা, রানা!'—বুকে মুখ

ঘষলো, চুমু খেতে লাগলো। তারপর মুখ তুলে তাকালো।

সোহানাকে ভাল করে দেখলো রানা। বললো, 'এখানেও পোষাক বদল করেছো দেখছি!'—সোহানার পরনে লাল শার্ট, কালো প্যান্ট। সকালে ছিল নেভীর বেঢপ আকারের পোষাক।

সোহানা আবার মুখ গুঁজে দিল রানার কাঁধে। বললো, 'এরা দিয়েছে। কোচিমা এনে দিয়েছে। কোন বিজ্ঞানীর স্ত্রীর কাছ থেকে।'

রানা বললো, 'জানালার শিকগুলো খুব মোটা নয়। আজ সারারাত ধরে ওটা কাটতে থাকবে। কেমন?'—পিছনের বেল্টে চাপ দিল।

বাংলায় কথা বলছিলো ওরা। ওয়াং বাধা দিল না প্রেমালাপে।

'কিন্তু রানা, শুধু আমার ঘর থেকে বেরুলেই তো আর হবে না! ওরা সবাইকেই মেরে ফেলবে বা সঙ্গে নিয়ে যাবে।—জানো, কোচিমার আসল নাম মীরা দিউ। পিঙ্ক-প্যান্থারের ক্যাপ্টেন দিউ-এর মেয়ে।'—সোহানা রানার কানের কাছে মুখ রেখে বলতে লাগলো, 'ও আমাকে সব বলেছে। ক্যাপ্টেন দিউ চাইনিজ নেভীর হয়ে কাজ করে। ভদ্রলোক ইন্দোনেশীয়ার বিখ্যাত কমিউনিস্ট। ওখানকার বর্তমান সরকার এখনো তাকে খুঁজছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন কম্বোডিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। মীরা-পিকিং-এ বিদেশী ভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। ওখানে ম্যাকাইভার জার্মান ভাষার অধ্যাপকের কাজ করতো, ম্যাকাইভারের প্রেমে পরে ও। এবং ক্রমে আবিষ্কার করে গুপ্ত-চক্রের কথা। এই চক্রের সঙ্গে চাইনিজ নেভীর যোগাযোগের কথাও জানতে পারে। ও তখন প্রেম এবং এ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকে এতে নেমে পড়ে। ও প্রথম দিকে শুধু খবর সংগ্রহ করে দিত ম্যাকাইভারকে। তার পরিবর্তে ম্যাকাইভার ওকে শুনাতো প্রেমের আশ্চর্য সব কথা। এবং ওকে গ্রেটা আইল্যাণ্ডে কাজ করার জন্যে রাজী করায়। ওর বাপকে ব্ল্যাকমেইল করতে সাহায্য করে। ওর বাপ জানে এরা ওকে

বন্দী করে রেখেছে, কিন্তু কোথায় রেখেছে তা জানে না। ক্যাপ্টেন সে জন্যেই ম্যাকাইভারকে সাহায্য করছে। চাইনিজ নেভীর একজন ভাইস এ্যাডমিরাল, নাম হচ্ছে…।'

'নামটা মনে রেখো, পরে প্রয়োজন হবে।'—রানা আস্তে করে বললো। এবং সোহানার চোখে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। চুল-গুলো সরিয়ে দিলো।

'রানা, কোচিমার এত কথা আমাকে বলার মানে বুঝতে পারছো?' —সোহানা বললো, 'ওরা আমাদের কাউকেই বাঁচতে দেবে না।'

'না সোহানা, এতক্ষণ পর মনে হচ্ছে আমরা বেঁচে যাবো। এই প্রথম ভাবছি, আমরা বেঁচে থাকবো।'—রানা আবার চুমু খেল। এবার সত্যিকারের চুমু পুরুষের কামনার আবেগ অনুভব করতে লাগলো সোহানা। সোহানাও রানার কামনায় নিজেকে এক করে দিলো।

'ডঃ মাসুদ!'—ওয়াং ডাকলো। বললো, 'আপনার প্রেমের সময় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে।'

রানা ফিরে দাঁড়িয়ে ওয়াং-এর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখতে পেল। এই প্রথম ও হাসতে দেখলো লোকটাকে।

'চলুন। যাই বলুন, দেশী ভাষা ছাড়া প্রেম করা যায় না।'—রানা বললো, 'যিনে পয়সায় কিন্তু বেশ এনজয় করলেন মিস্টার ওয়াং। নট এ ব্যাড শো আই থিঙ্ক!'

ওয়াং-এর ঠোঁটের হাসিটা উধাও হল। আবার নীরব নিষ্ঠুরতা নেমে এলো ভাঙাচোরা মাংস-পেশীতে। চোয়ালের মাসল পাক খেয়ে উঠলো। বললো, 'আউট!'

রানা ওয়াং-এর সামনে সামনে আর্মারী থেকে হ্যাঙারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলো, ক্যাপ্টেন দিউ-এর পিস্-প্যাস্থার এখন

অনেক কাছে এসে গেছে। কিন্তু ওটা জেটিতে থামলো না। কারণ, হয়তো জেটি ফাঁকা রাখা হচ্ছে অন্য জাহাজের জন্যে।

রানা খেয়াল করলো, কিছুক্ষণ ধরে কোচিমাকে দেখছে না।

ম্যাকাইভার এবং বিজ্ঞানীরা রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল। রানা ও ডঃ বরকত উঠে গেল লিফ্‌টে। রানা খুলে ফেললো ভেতরের আবরণের উপরের জংশন-বক্স। ডঃ বরকত হাসলো, 'গুড।' —এবং রোটারী ক্লকের টাইম এ্যাডজাস্ট করে দেখলো ডেসট্রাক্ট বক্স 'সেফ' পজিশনে রয়েছে। তাকালো ডঃ বরকতের দিকে। ডক্টর কিছু বললো না। এটা-সেটা কাজ শেষ করলো দ্রুত হাতে ডক্টর। তারপর আবার নজর দিল ডেসট্রাক্ট বক্সের দিকে। রানাকে সুইচগুলো দেখতে বললো। রানা আগের বারের মত সুইচগুলো চেক করলো কিন্তু তার চোখ এড়ালো না, ডঃ বরকত দ্রুত হাতে ডেসট্রাক্ট বক্সের সুইচ ও কভারের মাঝখানে এক টুকরো তার ভরে দিল। বললো, 'চাবি ?'

রানা চাবি চাইলো ম্যাকাইভারের কাছে, ডেসট্রাক্ট বক্সের চাবি।

ম্যাকাইভার ছুঁড়ে দিল চাবিটা।

কভার খুলে ফেললো।

সুইচের প্যাঁচ খুলে আবার লাগালো ডক্টর বরকত। লাগাবার সময় ঘুরিয়ে দিল ১৮০°।

রানা দেখলো, পুরোপুরি ব্যাপারটা রিভার্স হয়ে গেল। 'সেফ' এখন 'আর্মড' হয়ে গেল। ডঃ বরকতের মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। কিন্তু কপালে ঘাম দরদর করে নামছে।

রানা দ্রুত-হাতে ডেসট্রাক্ট বক্সের ঢাকনা লাগিয়ে চাবি দিল 'সেফ' পজিশনে রেখে। ওয়াং-এর দিকে চাবি ছুঁড়ে দিল।

ম্যাকাইভার বললো, 'এক সেকেণ্ড, ডঃ মাসুদ।'

উপরে উঠে এলো ম্যাকাইভার।

ঝুঁকে পড়লো ডেসট্রাক্ট সুইচের উপর। 'সেফ' পজিশন থেকে চাপ দিয়ে 'আর্মড' পজিশনে নিতে চেষ্টা করে পারলো না। খুশী হয়ে বললো, 'ঠিক আছে।'

ডক্টর ভেতরে ঝুঁকে পড়ে একটা তার এনে সোয়েনবেড-এর সঙ্গে যুক্ত করলো। এবং সোজা হয়ে রানাকে দরজা টেনে দিতে বললো। রানা দরজাটা টেনে বন্ধ করতে গেলে ডক্টর ধরে ফেললো। দু'হাত হ্যাণ্ডেলের দু'দিকে রেখে ভেতরটায় উঁকি দিল। রানা হাতটাকে ওয়াং-এর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ভেতরে উঁকি দিল—সে-ই তো দেখবে, ডঃ বরকত কোনো ক্ষতি করে কিনা। দেখলো, ভেতরের হাতটা হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে কিছু একটা জড়িয়ে দিচ্ছে।

দরজা বন্ধ করলো রানাই।

ম্যাকাইভার বললো, 'অলরাইট?'

রানা বললো, 'মোর স্থান অলরাইট।'

বের হয়ে এল হ্যাঙ্গার। ডঃ বরকত বাংলায় শুধু বললো, 'এ রকেট কোন কাজে আসবে না।'

রানা বললো, 'যদি আমরা বেঁচে থাকি, যদি কণ্ট্রোল-বোর্ডের ডেসট্রাক্ট সুইচে চাপ দিতে পারি?'

'না। চাপ না দিতে পারলেও ক্ষতি নেই। কণ্ট্রোল-বোর্ড হাতে পেলে তো রেডিওতেই আর্মড করা যেতো। এটা করে দিলাম এই জন্যে যে দরজাটা চার ইঞ্চি ফাঁক হলে দেড় পাউণ্ড প্রেসার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো রকেটে সুইসাইড চার্জ হয়ে যাবে।'—মৃদুকণ্ঠে খুব স্বাভাবিকভাবেই ডঃ বরকত বললো কথাগুলো।

ডঃ খান এসে দাঁড়ালো রানার পাশে। বললো, 'এবার কি হবে?'

অর্থাৎ তাদের জীবনের আর কোন মূল্য নেই এদের কাছে। সব কাজই শেষ। রানা দেখলো, ক্যাপ্টেন দিউ-এর স্কুনার থেমেছে একটা কোরাল-রীফের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন লাইফ-বোটে করে এগিয়ে আসছে একা।

রানা আশে-পাশে কোচিমাকে দেখলো না। একেবারে উধাও হয়ে গেল নাকি মেয়েটা। সোহানা বলেছে : ক্যাপ্টেন জানে না, কোচিমা এখানেই আছে।

দেখলো ম্যাকাইভার এবং ওয়াং তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের আগমন-পথের দিকে। ওদের চোখে-মুখে একটা গোপন উদ্বিগ্নতা দেখতে পেল ও। দেখলো, নেভীর লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্র পাড়ে। গার্ডরা বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে। 'বাহ্! ওদের একটু বিকেলের রোদে বেশ চরিয়ে নিচ্ছেন দেখছি!'—রানা বললো ম্যাকাইভারের উদ্দেশ্যে।

ম্যাকাইভার উত্তর দিল, আপনিও চরতে পারেন, 'অবিশ্যি সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত।'

রানা 'ধন্যবাদ' বলে এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। ডক্টর বরকত পাশে চলতে চলতে আপন মনে যেন বললো, 'মেজর মাসুদ, আপনি বিজ্ঞানী সেজে নিজে বিপদে পড়লেন, তারচে' বিপদে ফেললেন মিস্ চৌধুরীকে।'

'কেন?'

'ম্যাকাইভার সবাইকে রেখে গেলেও মিস্ চৌধুরীকে ছাড়বে না। অথচ আয়রনি হচ্ছে আপনি বিজ্ঞানী না, হয়তো প্রেমিকাও না। বেচারা মিস্ চৌধুরী।'

রানার চোখ তখন ক্যাপ্টেনের উপর। ডক্টরের কথায় থমকে গেল। একটু হাসলো। বললো, 'ডক্টর, আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব ভাল না দেখছি!'

প্রথমে একটু চুপ করে থাকলো ডঃ বরকত। তারপর বললো, 'না,

এটা ঠিক না। আপনার সম্পর্কে ধারণা করার মত পরিচয় না হলেও বুঝেছিলাম প্রথম দেখাতেই, আপনি কিছু একটা করতে চান। আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করলাম আপনার উপর নির্ভর করে।'

'আপনি যে ভাবে ফিটজিং করেছেন তাতো কারো সাহায্য ছাড়াই পারতেন আগেও।'

'পারতাম কিন্তু সাহস পাই নি। কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ডঃ অলিনকে ম্যাকাইভার ঠিক সাত দিন আগে হত্যা করেছে। এই সাত দিন আমার উপর অত্যাচার করেছে অনেক, রেবেকাকে হত্যা করেছে আমার সামনে এবং আমাকে বন্দী করেছে। পাগল সেজেছি, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি।'—ডঃ বরকত বললো, 'কন্ট্রোল রুম থেকেই সমুদ্রে রকেটটা রেডিও মারফত এক্সপ্লোড করার পক্ষপাতী আমি ওরা রকেট নিয়ে যাবে কোন লোকালয়ে, কারখানায়। সেখানে এটা এক্সপ্লোড করলে অকারণে, নিরীহ লোক, শিশু, মহিলা মারা পড়বে, তা আমি চাই না। এ কথাটাই শুধু আমি বলতে চাই, মেজর। এর জন্য আমি আপনার উপর নির্ভরশীল।'

রানা অবাক হয়ে দেখলো ডঃ বরকতের মুখ।

শুধু বেঁচে থাকার কথা না, আরো অনেক কিছু চায় ডক্টর। এটা কি একটু বেশি চাওয়া না? রানা ভাবলো।

দেখলো, ক্যাপ্টেন এগিয়ে আসছে। রানাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তার আগেই একজন গার্ড এসে ডেকে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনকে।

রানা বালিতে বসে পড়লো। পাশে কমোডোর গম্ভীর হয়ে শুয়ে আছে। রানা বললো, 'কমোডোর, স্যার কিছু বুঝতে পারছেন?'

'কোনও উপায় রেখেছেন কি ডঃ বরকত?'—কমোডোরের কণ্ঠে উষ্ণতা।

'ডক্টরকে বাদ দিন।'—রানা বললো, 'আমাদের ভরসা, একমাত্র ভরসা হচ্ছে ক্যাপ্টেন দিউ।'

'ক্যাপ্টেন দিউ—পিকপ্যাস্থারের?'

'হ্যাঁ।'—রানা উঠে বসলো। দেখলো ক্যাপ্টেন এগিয়ে আসছে আবার। উঠে দাঁড়ালো রানা। বললো, 'এবার একটা ফাইট দেখার জন্যে প্রস্তুত হন, কমোডোর।'—বলেই রানা এগিয়ে গেল ফাঁকা জায়গাটায়।

কাছে আসতেই রানা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্যাপ্টেনের উপর। ক্যাপ্টেন পড়ে গেল মাটিতে। রানা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'আপনি একজন কমিউনিস্ট হয়ে এদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন! আপনি জানেন আপনার মেয়েকে এরা বশ করে আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করছে? আপনি যে আশায় এদের সাহায্য করছেন তা পূর্ণ হবে না, আপনার মেয়েকে আপনি পাবেন না।'

ক্যাপ্টেন বুঝলো ব্যাপারটা। সে কিছু বোঝার জন্যে প্রস্তুতই ছিল। নইলে এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারতো না। খপ্ করে রানার চুলের মুঠি ধরলো, ফেলে দিতে চেষ্টা করলো নিচে।

কয়েকজন গার্ড দৌড়ে এলো। ওরা দু'জন গড়াতে গড়াতে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়লো। ক্যাপ্টেন গাল দেবার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'আমার মেয়েকে আমি উদ্ধার করবোই। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। এখন আপনার সাহায্য চাই। আমার লোকেরা, আকিকো আর নেগুচি আসছে পাহাড়ের সুরঙ্গ দিয়ে।'—ক্যাপ্টেন রানার পকেটে কি যেন গুঁজে দিল। বললো, 'ল্যুগার। রাত দু'টো বাজলে ওরা ঢুকবে।'

ক্যাপ্টেন ডিগবাজী খেয়ে একদিকে ছিটকে পড়লো। রানা তাকিয়ে দেখলো, ক্যাপ্টেনের হাতে আরেকটা পিস্তল, সেই বিশাল মাউজার। ওটা নেড়ে চীৎকার করছে, 'আই উইল শুট ইউ, আই উইল কিল

ইউ! ইউ ব্লাডি—!'

ম্যাকাইভার হাসছে হাঃ হাঃ করে। ওয়াং এসে ধরে ফেললো ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো, 'না, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ঐ হারামীর বাচ্চাকে খতম করে আজ অন্য কাজ করবো।'

ওয়াং চ্যাংদোলা করে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনকে।

রানাও দু'টো গাল দিয়ে থু থু ছিটালো। দেখলো ম্যাকাইভার হাসছে তখনো। বললো, 'ডঃ মাসুদ, সময় থাকলে কুস্তিটা এনজয় করা যেত।'

ওয়াং এবং ক্যাপ্টেনের গমনপথে তাকিয়ে আবার বললো, 'ক্যাপ্টেন বড় বেশি চালাকী করতে গিয়ে বোকামী করে ফেলেছে?'

রানা চমকে ম্যাকাইভারের দিকে তাকালো। বললো, 'কেন?'

'চাইনিজ নেভীর হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে এস. ও. এস. পাঠিয়েছে, আমাদের জাপাতা তা রিসিভ করে। ও ভাবছে, চাইনিজ নেভী আসবে। কিন্তু—'—হাসলো ম্যাকাইভার, 'যাঁর পাঠাবার দায়িত্ব তিনি অন্য কিছুই করবেন।'

রানা ভাবলো, এখন ইচ্ছে করলে এ লোকটাকে শেষ করে দেওয়া যায়। পকেটে হাত না দিয়েও ল্যুগারের অবস্থান অনুভব করলো। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যাপ্টেনও তো আপনার লোক?'

'হ্যাঁ', আমাদেরই লোক। কিন্তু বড় বেশি আদর্শবাদী।' —ম্যাকাইভার বললো, 'এখানে এসেছে মেয়েকে উদ্ধার করতে।'—কণ্ঠে বিদ্রূপের ছোঁয়া।

'মেয়েকে?'

'কোচিমা। মীরা দিউকে।'—ম্যাকাইভার বললো, 'আমাদের একান্ত অনুগত-কর্মী। ক্যাপ্টেন জানতো না, তার মেয়েই তার সঙ্গে ব্ল্যাকমেইল করছে। জানতো না, এ দ্বীপেই আছে। ওর সঙ্গে কথা

আছে, আগামী কাল ম্যানিলায় মেয়েকে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ আমার কুঠিতে গিয়ে আমাদের না পেয়ে ঘরগুলো খুঁজতে যায়। সেখানে সম্ভবতঃ মীরার কাপড় চোপড় দেখে চিনতে পারে। আমার সঙ্গে তখনই যোগাযোগ করে রেডিওতে। আমি ওকে বলেছি, মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যেতে।'

'মীরা, যাবে?'

'ভালো প্রশ্ন।'—ম্যাকাইভার বললো, 'এ প্রশ্নটাই ওর বাবা, এই ক্যাপ্টেন ভাবতে চায় না। হ্যাঁ, প্রশ্ন হচ্ছে, মীরা যাবে কিনা? না, মীরা যাবে না। কোথায় যাবে? ওর বাবা ওকে এখান থেকে বের করে নিয়ে গেলেও রক্ষা করতে পারবে না। চাইনিজ সিকিউরিটি পুলিশ ওকে ছাড়বে?'

'তবে ওকে ডেকে পাঠালেন কেন? রকেটের কথা তো ক্যাপ্টেন জানে না!'

'না, জানে না। ডেকে পাঠিয়েছি আমাদের সিকিউরিটির জন্যে। আমাদের লোক নেভীতে না থাকলে এতক্ষণ হয়তো নেভী রওনা হত আমাদের উদ্দেশ্যে। ক্ষতিকর লোক এই বোকা ক্যাপ্টেন। ও অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে পারে।'—ম্যাকাইভার বললো তাছাড়া ওর স্কুনারটাও আমাদের দরকার।'

'কেন?'

'আমাদের য কোয়েস্টার রাতে এসে পৌঁছাবে সেটা এত কম পানিতে জেটিতে নোঙর করতে পারবে না। এই স্কুনারে করে নিয়ে ওটাতে তুলতে হবে।'

'তবে কোয়েস্টারের কি দরকার ছিল?'—রানা বললো, 'অবশ্য কোয়েস্টারে ক্রেন থাকে। ক্রেন ছাড়া সাবমেরিনে তুলতে পারবেন না পিকিং ডাক।'

ম্যাকাইভার অবাক হল। এবং বললো, 'আপনি বিজ্ঞানী ডঃ মাসুদ, অথচ মাথা অন্য দিকে বেশি খাটান।'

ম্যাকাইভার গার্ডকে ডেকে নির্দেশ দিল সবাইকে ঘরে নিয়ে যেতে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

নেভীর লোকদের লাইন করে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল গার্ড। এবং সবাইকে সার্চ করতে লাগলো।

রানা পকেটের লুগারটা স্পর্শ করলো।

আরেকজন গার্ড বিজ্ঞানীদের এক জায়গায় হতে নির্দেশ দিল।

না, সার্চ করা হল না নিরীহ বিজ্ঞানীদেরকে — এবং ডঃ মাসুদ রানাকে।

ডঃ খান বললো, 'এরা অত্যন্ত অরগ্যানাইজড্, আমাদের বাঁচার কোনই উপায় নাই, মাই বয়।'

'হ্যাঁ, কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া আমাদের হাতে কিছুই নেই।'—রানা উত্তর দিল। বললো, 'পুরো রাতের অন্ধকার আমাদের হাতে, ডক্টর খান।'

হাসলো ডঃ খান। বললো, 'তুমি বড় বেশি আশাবাদী, রানা। এই জন্যেই তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'রাত দুটো।'—রানা উচ্চারণ করলো, আবার স্পর্শ করলো লুগারের শীতল অবস্থান।

১১

রাত ঠিক ন'টায় খাবার দেওয়া হল।

ম্যাকাইভার সবাইকে শুভরাত্রি জ্ঞাপনের জন্তে এল। চেহারা পাল্টে গেছে। দাড়িহীন, বলিরেখাহীন সুপুরুষ ম্যাকাইভার। নেভীর পোষাক পরেছে। হাতের ছড়িটা ঠিকই আছে। এবং অন্ত হাত সঙ্গিনীর নিতম্বে মাঝে মাঝে চাপ দিচ্ছে।

কোচিমাকে ম্যাকাইভারের পাশে দেখা গেল অনেকক্ষণ পর।

মেয়েটির চোখে আগের আদিমতা অথবা হিংস্রতা যেন নেই, রানা। দেখলো বিষণ্ণ দু'টো চোখ। বাবার জন্তে মেয়েটি দুঃখিত।

রানা একটু ভাবলো। চোখে চোখে তাকালো কোচিমার। বললো, 'মিস. মীরা দিউ, আপনার বাবার ভাগ্যের জন্তে আমি দুঃখিত, যদিও আমাদের দু'জনের ভাগ্যেই এক।'

সপাং করে শব্দ হল একটা।

রানার সকালের কাঁচা ঘায়ের উপর এসে পড়েছে ম্যাকাইভারের হাতের বেত।

এগিয়ে এল গার্ড।

ম্যাকাইভার চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'ডঃ মাসুদ, আপনাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সবার সামনে ওয়াং আপনার মাথা গুঁড়ো করে দেবে।'

রানা বললো, 'ভয় দেখাতে চেষ্টা করো না, ম্যাকাইভার। আমরা মরবো জানিই।'

'না, আপনারা মরবেন না। আপনাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সময় দেবো ভেবে দেখতে, আটজন মহিলা, আপনাদের স্ত্রী অথবা প্রেমিকা আমাদের হাতে মারা পড়ুক এটা চান কিনা।'—ম্যাকাইভার বললো, 'আপনারা তা চাইবেন না, জানি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমি একজন বিজ্ঞানী?'

'না করার কোন কারণ দেখি না।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমি একজন প্রেমিকা?'

'করি

'তবে এটুকুও বিশ্বাস করুন, আপনার হাতে পড়ার চেয়ে আমার প্রেমিকাকে আমি হত্যা করাই পছন্দ করবো।'

'আমরা যদি বেঁচে থাকি,'—ম্যাকাইভার বললো, 'আপনার প্রেমিকাকে পৌঁছে দেওয়া হবে ম্যানিলা, এ বিশ্বাস আপনি করতে পারেন।'

'না, করি না। সবাই হয়তো ম্যানিলা পৌঁছাবে, কিন্তু মিস্ চৌধুরী নয়।'—রানা বললো, মিস্ চৌধুরী ইজ ইয়াং এ্যাণ্ড বিউটিফুল। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়েই আমি একথা আরো ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।'—রানা তাকালো কোচিমার চোখে। বললো, 'মিস্ দিউ-এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। তার বাবা এখন বন্দী। এবং আপনি মাংসাশী জীব বিশেষ।'

আবার এসে বেতটা পড়লো রানার গালে। আবার উঠলো।

কোচিমা ধরে ফেললো। বললো, 'বাজে কথায় উত্তেজিত হয়ো না, ডার্লিং।'

বাঁ হাতটা কোচিমার কাঁধে রেখে ম্যাকাইভার শান্ত হবার চেষ্টা করলো। গার্ডকে চীৎকার করে হুকুম দিল সবাইকে ঘরে নিয়ে আটকাতে। বাইরে বেরিয়ে ম্যাকাইভার কোচিমার কানের কাছে বললো, 'আই লাভ ইউ ডার্লিং। ওর কথায় তুমি বিশ্বাস কর?'—হাত চাপ দিল নিতম্বে। আঙ্গুলগুলো খামচে ধরলো নরম মাংস।

উত্তর দিল না কোচিমা। শুধু হাতটা সরিয়ে দিল।

রাতটা ভীষণ অন্ধকার। চারদিকে কিছু দেখা যায় না। কোচিমা বা মীরার মুখটাও দেখতে পেল না ম্যাকাইভার।

ওদের দু'টো ঘরে রাখা হয়েছে। নেভীর লোকদের বড় ঘরটায়, এবং মাঝের করিডোরের ওপাশে অন্য ঘরে বিজ্ঞানীদের। করিডোরে দু'জন গার্ড, দু'ঘরের দরজার সামনে পায়চারী করছে।

অন্ধকারে এই শেডের চার কোণে চারজন দাঁড়িয়ে আছে সজাগ দৃষ্টি রেখে।

রাত দু'টো।

ক্যাপ্টেনের স্কুনারে তোলা হচ্ছে রকেট। অনেকের ব্যস্ততা। শঙ্কা সাবধান বাণী।

রাত দু'টো।

করিডোরে পায়চারী করছে গার্ড দু'জন। একজন থমকে দাঁড়ালো। নক হল ভেতর থেকে। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল ধাক্কা দিয়ে। তারপর দরজায় দাঁড়ালো অটোমেটিক কারবাইন উঁচু করে ধরে।

'বিষ খেয়েছে আমাদের ডক্টর বরকত।'—রানা বললো, উত্তেজিত

কণ্ঠে।

চাইনিজ গার্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। চাইনিজ ভাষায় কথাটা আবার বললো চাইনিজ বিজ্ঞানীদের একজন।

এবার এগিয়ে এল গার্ড।

মেঝেতে পড়ে আছে ডঃ বরকত। লেফটেন্যান্ট-সার্জন সান-চিয়াং তার ব্যাগ নিয়ে পাশে বসেছে। ঝুঁকে পড়লো গার্ড। সার্জন সান-চিয়াং খপ্ করে কারবাইনের মাথাটা ধরে বলে উঠলো, 'তোমরা এটাকে একটু দূরে রাখতে পারো না, প্রভুভক্ত কুত্তার দল।'

একটু অবাক হলো গার্ড, সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছে একটা শীতল স্পর্শও পেল। পিস্তল!

'সোজা হয়ে দাঁড়াও। টুঁ শব্দ করলে একেবারে শেষ হয়ে যাবে।'

করিডোর।

ও পাশের দরজায় শব্দ হলো। চাবি দিয়ে দরজা খুললো একজন গার্ড। দরজা খুলতেই একটা হৈ-চৈ শুনতে পেল সে।

দেখলো কে যেন মেঝেতে পড়ে আছে।

অনেকগুলো কণ্ঠ বলে উঠলো, 'কলেরা!'

ওপাশের ঘরে কিছু একটা পতনের শব্দে ঘুরে দাঁড়ালো গার্ড। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার উপর পড়লো শক্ত একটা কিছু।

নেভীর লেফটেন্যান্টের হাতে মদের বোতলের মাথা ধরা। গোড়াটা ভেঙে হাতে রয়ে গেছে। আজ খাবার টেবিল থেকে এটা নিয়ে এসেছিল।

পনেরো মিনিট পর।

কালো গার্ডের পোষাকে করিডোরে এসে দাঁড়ালো রানা ও একজন চাইনিজ নেভীর লোক, লাও। লাও এগিয়ে গেল দরজার দিকে দ্রুত পায়ে। বের হয়ে অন্ধকারে কাকে যেন ডাকলো। তারপরেই দেখা গেল ডবল মার্চ করে ফিরে আসছে। পিছনে আরো দু'জন গার্ড। তিনজনেরই কারবাইন উঁচু করে ধরা। দৌড়ে ঢুকে পড়লো ওরা বিজ্ঞানীদের ঘরে। কারবাইনের বাট তুলে মারলো রানা পিছনেরটার কানের কাছে। লাওয়ের কারবাইন লাগলো তার পিছনের জনের কণ্ঠে। পতনমুখ দেহ দু'টো ধরে ফেললো ওরা, শুইয়ে দিল মাটিতে।

দশ মিনিট পর। দু'জন গার্ড গিয়ে দাঁড়ালো বাইরের অন্ধকারে। ওদের একজন রানা।

দু'মিনিট্ পর।

সার্জেন সান-চিয়াং বের হয়ে এল ডাক্তারী ব্যাগ হাতে।

পিছনে দু'জন কালো পোষাক পরা গার্ড। এগিয়ে চললো সার্জেন। কারবাইন তার পিঠে ঠেকানো রয়েছে।

বাঁ দিকে সোজা ওরা এগিয়ে গেল লম্বা শেডের দিকে। মহিলাদের ওখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

কমোডোর বের হয়ে এল কারবাইন হাতে। তার পেছনে ডঃ সেলিম খান, তারপর সবাই। সবার শেষে এলো ডঃ বরকত। সবাই হামাগুড়ি দিয়ে উত্তরের পাহাড়ের দিকে এগুলো। নেভীর লোকেরা মাটিতে গড়িয়েই যাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের হামাগুড়ি দিতেও কষ্ট হচ্ছিলো।

ওরা উত্তরের পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে যাবে সুড়ঙ্গে।

ওরা এগিয়ে গেলে রানা দেখলো দূরের শেডের দিকে। সঙ্গী লাওকে বললো, 'তুমি এখানে দাঁড়াবে। মহিলারা উত্তরের দিকে

চলে গেলে তুমি সোজা পথে সুড়ঙ্গে যাবে। পাথরের ফাঁকে অপেক্ষা করবে। কেউ ওদের যদি বাধা দেয় গুলি চালাবে। এবং ওরা গুহায় ঢুকলে তুমি ঢুকবে।' লাও সম্মতি জানালো মাথা নেড়ে।

রানা এগুলো আর্মারীর দিকে।

হিসাব করে বের করলো সোহানার ঘরের জানালা। অন্ধকারে উঠে দাঁড়ালো। দেখলো, হ্যাঁ, এটাই। জানালার একটা শিক কাটা হয়েছে, কিন্তু পুরোটা নয়।

সোহানার বিছানা খালি।

সোহানা নেই।

অন্ধকারে মৃদু আলোকিত জানালার শিকগুলো বিদ্রূপ করে উঠলো। ত্রিশ সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রানা। পুরো ব্যাপারটা অনুমান করার চেষ্টা করলো। কিন্তু একটা ভয়ের অনুভব ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলো না।

রাত দু'টো পনেরো। স্কুনার। ক্যাপ্টেনের কেবিন।

চীৎকার করে উঠলো ক্যাপ্টেন দিউ, 'আমি তোমাকে শেষ বারের মত বলছি, আমার মেয়েকে তুমি ছেড়ে দাও, ম্যাকাইভার। নইলে ···তোমাকে আমি খুন করবো!'

'কিন্তু আপনার মেয়ে যাবে না।'—ম্যাকাইভার ঘরের কোণে মাথা নিচু করে বসে থাকা কোচিমাকে দেখালো। বললো, 'ও চীনে ফিরতে পারবে না।'

'ও যেখানে ফিরতে পারবে সেখানেই আমি নিয়ে যাব, ম্যাকাইভার। আমি সমুদ্রের মানুষ। আমরা সমুদ্রে সমুদ্রে থাকবো। ও অবুঝ, ওকে তুমি ভুলিয়েছো। ও আমার একমাত্র মেয়ে, ওর

মা মরে যাবার সময় আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলো ওকে।'—মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ক্যাপ্টেন, 'আমাকে দয়া কর, ম্যাকাইভার।'

'দয়া আপনাকে আমি করতে পারি না ক্যাপ্টেন। আপনার স্কুনার আমার প্রয়োজন, এর প্রয়োজন শেষ হলে আর দয়ার প্রশ্নই উঠবে না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আপনার মেয়ে যদি যেতে চায় তাও দেওয়া হবে।'

'আমি যাবো আপনাদের সাথে, আমি কথা দিচ্ছি। ওকে এখানে রেখে যান।'

'এখানে?'—এবার কোচিমা বললো, 'এখানে পাকিস্তানী চীনাদের হাতে? ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে?'

'দেবে—তুমি ক্যাপ্টেন দিউ-এর মেয়ে।'—ক্যাপ্টেন বললো, 'তুই ভুল করিসনে মা। রকেটের সঙ্গে থাকিসনে।'

'কেন?'—ম্যাকাইভার চমকে প্রশ্ন করলো।

'আপনি বুদ্ধিমান লোক, ম্যাকাইভার। আপনার বোঝা উচিত ছিল, ডক্টর মামুদ শুধু শুধু ফিটজিং করে নি রকেটে। রকেট নিয়ে যেতে পারবেন না আপনি।'—ক্যাপ্টেন বললো, 'রানা ডেসট্রাক্ট বাটন ব্যবহার করবেই।'

'না, করবে না।—আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনিও জানেন। এখানে মিস্ চৌধুরী থাকবে, থাকবে বিজ্ঞানী পত্নীরা। ওরা থাকবে ঘরে বন্দী। গার্ড থাকবে কন্ট্রোল-রুমে। প্রয়োজন হলে ওদের সবাইকে হত্যা করবো।'

'কিন্তু…'—ক্যাপ্টেন ঘড়ি দেখলো। বললো, 'ঠিক দু'টোয় আমার দশজন সশস্ত্র লোক এখানে প্রবেশ করেছে সুড়ঙ্গ দিয়ে অন্ধকারে। এখন দু'টো বিশ।'

'সুড়ঙ্গ দিয়ে!'—হাসলো ম্যাকাইভার হোঃ হোঃ করে। হাসি হঠাৎ থামিয়ে বললো, 'ওয়াং সন্ধ্যায় সুড়ঙ্গের মাঝখানটা বন্ধ করে দিয়েছে পাহাড় বসিয়ে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল ক্যাপ্টেন। তাকালো কন্যা মীরার নত মুখের দিকে। তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। চোখ তুলে তাকালো মীরা। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। তাকালো দরজার কাছে দাঁড়ানো গার্ডের দিকে।

একটা ফায়ারিং-এর শব্দ হল কোথাও। চমকে তাকালো ম্যাকাইভার। গার্ডকে বললো, 'কোথায় ফায়ার হল?'

'ওরা বেরিয়ে গেছে, ম্যাকাইভার।'—ক্যাপ্টেন বললো, 'ওদের আটকিয়ে রাখতে পারবে না তুমি। রানা রাত দুটোর জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'বেরিয়ে গেছে! কিভাবে বেরুবে! না…!'

'বেরিয়ে গেছে। আমিই রানাকে পিস্তল দিয়েছি।'

'মিথ্যে কথা।'—চীৎকার করে উঠলো ম্যাকাইভার, 'তুমি এখানে এলেই চোখে-চোখে রাখা হয়েছে তোমাকে। কখন দিলে তুমি?'

'আমরা অকারণে কুস্তি করি নি। অকারণে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যদি ডঃ মাসুদ রাউকে আক্রমণ করতো তবে তোমার জীবনই সবার আগে টেনে বের করতো।'—ক্যাপ্টেন বললো, 'ওরা পালাবে না। এ জাহাজই আক্রমণ করবে, দেখে নিও। সে শক্তি ওদের আছে…।'

'স্টপ!'—ম্যাকাইভারের বেত এসে পড়লো ক্যাপ্টেনের মুখে। গাল কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। ম্যাকাইভার বাইরে দৌড়ে গেল। একদল গার্ড দৌড়ে আসছিল। ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াং-এর উদ্দেশ্যে ওরা বললো, 'সবাই পালিয়েছে। ওরা সবাই পালিয়েছে!'

'স্টপ ফায়ার!'—ম্যাকাইভার কিছুটা স্থির হয়ে বললো, 'ওদের

সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকতে দাও। সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলে সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ করে দেবে এক্সপ্লোড করিয়ে।'

কেবিনে ফিরে এলো ম্যাকাইভার। কোটটা তুলে নিল। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ক্যাপ্টেন, ওরা পালিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিল। এখানে আর গার্ড রাখতে হবে না। সব ক'টাকে একসঙ্গে সুড়ঙ্গে আটকে রাখবো।'—হাসলো হাঃ হাঃ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু তোমাকে ছাড়বো না। সবার সামনে কুত্তার মত পিটিয়ে মারবো।'—সপাং সপাং করে বেত পড়তে শুরু করলো ক্যাপ্টেনের মুখে-গলায়। 'বড় বাঁচার সাধ! রানার উপর খুব বিশ্বাস! রানাকেও এই জাহাজে নিয়ে যাবো, দেখে নিস্! হ্যাঁ, ম্যাকাইভার, বেশ্যা মায়ের জারজ সন্তান ম্যাকাইভার যা বলে তা করে। মাসুদ রানাকে রকেটের সঙ্গে বেধে নিয়ে যাবো। কি করে?' —হাঃ হাঃ করে হাসলো বিকট হাসি, 'ওর প্রাণ-ভ্রমর এখনো আমার হাতের মুঠোয়। হ্যাঁ, এই স্কুনারেই এনে তুলেছি, ও পালাবার মতলব করছিল জানালার দিকে শিক কেটে। মিস্ চৌধুরী এখনো আমাদের হাতের মুঠোয়।'

ক্যাপ্টেন দিউ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাকাইভারের উপর। আঁকড়ে ধরলো শার্টের কলার, কিন্তু ম্যাকাইভার ধরে ফেললো ওর হাত দু'টো। ক্যাপ্টেনের হালকা দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে। ক্যাপ্টেন চোখ মেলতেই দেখলো, ম্যাকাইভারের হাতে পিস্তল।

একটা বিস্ময়। সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে ভরে গেল ক্যাপ্টেনের মুখ। ব্যাপারটা বোঝার আগেই ম্যাকাইভার পিঠের কাছে কিছুর স্পর্শ অনুভব করলো।

'পিস্তল ফেলে দাও!'—কোচিমার কণ্ঠ।

'মীরা, মীরা !'

'হ্যাঁ, তুমি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাকে ভালবাস। তুমি আমার বাবার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি কথা রাখ নি। তুমি মিস্ চৌধুরীকে এ স্কুনারেই তোমার কেবিনে আটকে রেখেছো। তুমি একটা জানোয়ার। তোমার প্রতি কোনো মায়া নেই। একটু নড়লেই গুলি করবো।'

পিস্তল ফেলে দিল ম্যাকাইভার। সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে নিল ক্যাপ্টেন। ধাক্কা দিয়ে এক পাশে ফেলে দিল ম্যাকাইভারকে। টার্গেট করলো পিস্তল। কোচিমার উদ্দেশ্যে বললো, 'তুই বেরিয়ে যা মা, মিস্ চৌধুরীকে নিয়ে বেরিয়ে যা।'

'তুমি ?'

'আমি আসছি। তুই বেরিয়ে গেলেই আমি বেরিয়ে পড়বো। দেরী করিস না যা।'—কোচিমা একটু ইতস্ততঃ করে ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কপাল ছোঁয়াল। বললো, 'তুমি বেরুতে পারবে তো ?'

'পারবো। তুই দেখিস মা, ঠিক পারবো। বুড়ো হলে কি হবে ?... তুই যা, মা।' কপালে চুমু খেলো।

কোচিমা দরজা খুলে বের হল। এগিয়ে গেল সামনের কেবিনের দিকে। হাতে পিস্তল।

তিন নম্বর কেবিনের সামনে গার্ড। বস্-এর সঙ্গিনীকে দেখে সম্ভ্রম করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এবং বিনা বাক্যব্যয়ে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকেই বেরিয়ে এল কোচিমা। ওকে ডাকলো ভিতরে। গার্ড ভিতরে আসতেই বললো, 'দেখ তো বেডের নিচে মেয়েটা কি লুকিয়ে রাখলো।'

গার্ড একটু ইতস্ততঃ করে হাঁটু গেড়ে বসলো। কোচিমা ওর হাতের কারবাইনটা নিয়ে বললো, 'ভাল করে দেখ।'—গার্ড ভিতরে

মাথা ঢুকিয়ে দিল। কোচিমা সোহানাকে ইশারা করলো কেবিনের বাইরে যেতে। কোচিমাও সঙ্গে সঙ্গে বেরুলো। এবং বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। সোহানা বিস্ময়ের সঙ্গে কোচিমাকে দেখছে।

দু-পা এগুতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলো দু'জন।

সামনে দাঁড়িয়ে রানা। ভেজা শরীর দেখে বোঝা যায়, এ ভূত পানি থেকে উঠে এসেছে। কোচিমাকে দেখছে রানা।

'ও আমাকে বের করে এনেছে।'—সংক্ষেপে এরচে' বেশি কিছু বলতে পারলো না সোহানা।

রানা সোহানাকে কাছে টেনে নিয়ে কোচিমাকেই জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আপনার মত বদল করবেন, জানতাম।'

উত্তর দিল কোচিমা অন্য কথায়, 'পানিতে নেমে যান। জাম্প!'

'আপনি?'

'আমি···আমার বাবাকে আগে উদ্ধার করতে হবে।'—বলে এগিয়ে গেল কোচিমা। রানা সোহানাকে বললো, 'তুমি পানিতে নেমে যাও। ভয় নেই, হ্যাঙারে আগুন জ্বলে উঠবে এখন! কিছু লোকের ওদিকে ব্যস্ত থাকতে হবে। তোমাকে কেউ দেখবে না যাও। ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।'—বলে রানা কোচিমার পথ অনুসরণ করলো। হঠাৎ খেয়াল করলো, সে নিরস্ত্র। কারবাইনটা সমুদ্র পারে রয়ে গেছে।

আগুন জ্বলে উঠেছে হ্যাঙারে। ছুটোছুটি পড়ে গেছে স্কুনারেও।

ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে ছিটকে বের হয়ে এল একজন নেভী-পোষাক পরা লোক।

রানা দেখলো ক্যাপ্টেন দিউ।

কোচিমা চীৎকার করে উঠতে গেলে রানা তার মুখ চেপে ধরলো। ক্যাপ্টেন ছুটছে। ডান দিকে এগিয়ে গেল। পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে!

স্ক্যুনারের ডান দিকে।

বাম দিকে নেমেছে সোহানা।

কয়েকজন কারবাইন তুললো।

ম্যাকাইভার চীৎকার করে বেরিয়ে এল বাঁ হাত চেপে ধরে। গুলি লেগেছে।

'ডোণ্ট শুট। গেট হিম। জাম্প।'

দু'জন পানিতে জাম্প করলো।

কোচিমাকে ছাড়লো না রানা। টেনে নিয়ে এল অন্ধকারে। আস্তে করে দু'জন নেমে পড়লো পানিতে। কোচিমা বললো, 'বাবার কি হবে?'

'পাড়ে উঠে ভাবতে হবে।'—রানা সাঁতার কাটতে কাটতে উত্তর দিল।

সোহানা কিছুদূর এগিয়ে এসে পানিতে ভেসে ছিল। রানাদের আসতে দেখে ও এগিয়ে গেল আরো কিছুদূর নিঃশব্দে সাঁতার কেটে। অন্ধকারে হাঁটু পানিতে এসে দাঁড়ালো ওরা। উঠে এল পাড়ে। কোচিমা দাঁড়িয়ে পড়ে দূরের স্ক্যুনার দেখছিল। বললো, 'ওরা বোধ হয় বাবাকে ধরে ফেলেছে।'

কোচিমা কাঁদছে।

রানা সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করলো না। কিন্তু সোহানা ধরলো মেয়েটাকে। বললে, 'কেঁদো না।'

ভীষণ ভাল লাগলো সোহানাকে দেখতে, ওর কণ্ঠস্বর শুনতে, ওর এই সান্ত্বনা, ওর অনুভূতি সব সুন্দর। রানা বুঝলো সবচে' সুন্দর মেয়েটির এই বেঁচে থাকা। সোহানা বেঁচে আছে, ইচ্ছে করলেই রানা ওকে ছুঁয়ে দেখতে পারে।

'চল এগিয়ে যাই।'—রানা বললো।

কোচিমা বললো, 'আমিও যাবো ?'

'হ্যাঁ।'

'না!'

'কেন?'

'বাবাকে ওদের হাতে —।'

'এটাই তোমার বাবার ভাগ্য ছিল।'

'না, ছিল না। আমি ঘটিয়েছি।'

'যা ঘটে গেছে তাকে অস্বীকার করতে পারো ?'

'না, পারি না।'—কান্না থামিয়ে কোচিমা চিন্তিত কণ্ঠে বললো, 'ম্যাক বাবাকে মারতে নিষেধ করলো কেন?'

'কারণ নারে ক্যাপ্টেন থাকলে আমি সুইসাইড বাটনে চাপ দিতে ইতস্তত করবো।'

'রকেট সত্যি সত্যি আছে ও?'—কোচিমার কণ্ঠে অবিশ্বাস। বললো, 'ম্যাক নিজে পরিক্ষা করে দেখেছিল…।'

'ম্যাক পৃথিবীর বোকা লোকদেরই একজন।'—রানা বললো, 'নইলে আজ রাতের কথা ভেবে দেখত। এতগুলো লোককে সামনে মৃত্যু ঝুলিয়ে রেখে বন্দী রাখা যায় না।'

কথা বলছিল ওরা অন্ধকারে চলতে চলতে। উত্তরের পাহাড় ঘেঁষে এগুচ্ছে ওরা। উদ্দেশ্য: সুড়ঙ্গ-মুখ।

গুলির শব্দ শোনা গেল। গুলি বিনিময় হচ্ছে সুড়ঙ্গমুখে। দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। বললো, 'কে জানে ক'জন গুলি খাবে।'

'এ গুলি ওরা চালাচ্ছে না?'—কোচিমা বললো, 'ওরা গুলি করবে না। সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে এপাশের মুখটা সিল করে দেবে।'

'ওপাশ?'

'সিলড।'—কোচিমা বললো, 'সন্ধ্যায় ওয়াং সিল করেছে।'

এবার গতিবেগ বাড়লো রানার। ওখানে পৌঁছুতে হবেই।
সোহানা রানার ধার ঘেঁষে এলো। বললো, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে হাতের ব্যথায়?'

'না। তোমার?'

'আমার তো কিছুই হয় নি!'—সোহানা বললো, 'আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটবে?'

'আমার ভার সইতে পারবে?'—রানা হাসলো। এবং সত্যি সত্যি সে তার ডান হাতটা তুলে দিল ওর কাঁধে। সোহানা আসলে রানার কাছে কাছে থাকতে চায়। সোহানাই রানার শরীরের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে চললো। ও ভুলে গেল রানার ব্যথার কথা। ওর শুধু ভাল লাগলো এই নিভরতা। হ্যাঙ্গারে আগুন দাউ দাউ করে জলছে চারদিক আলোকিত করে। আলোয় পুরো জায়গাটা আলোকিত। ওদের লোক ছুটোছুটি করছে। রানার অনেক দূরে, এখানেও আলো পৌঁছুচ্ছে।

সুড়ঙ্গের কাছাকাছি এসে দেখলো ওয়াং সামনে একদল লোক নিয়ে ব্যস্ত। রানা পাহাড়ের একটু উপরের তাকে উঠে গেল। একটা পাথরের চাঁই দেখিয়ে ওদের বললো আড়ালে বসতে।

কিছুদূর এগিয়ে গেল ও হামাগুড়ি দিয়ে। আরেকটা ছোট চাঁই বেছে নিয়ে তার উপরে কারবাইন রাখলো। বসে পড়ে প্রথমেই তাক করলো ওয়াং-এর অদূরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কারবাইনধারীদের দিকে।

ওয়াং টর্চ জেলে কিছু একটা করছে। এক্সপ্লোসিভের ফিউজ লাগাচ্ছে। আলো লক্ষ্য করে সেফটি ক্যাচ টেনে দিয়ে ট্রিগার চেপে ধরলো। অটোমেটিক কারবাইন থেকে বেরিয়ে গেল সাতটা গুলি। আলো নিভে গেল। আর্তনাত শোনা গেল। এবং সব ক'টা লোক মাটিতে

শুয়ে পড়ে এদিকে গুলি চালালো। হামাগুড়ি দিয়ে সোহানাদের কাছে চলে এলো রানা। দু'মিনিট অপেক্ষা করলো। আর কোনো গুলি হল না। আরো উপরে উঠে এল ওরা। অন্য একটা কোণে। আবার অপেক্ষা করতে লাগলো। হ্যাঁ, ওরা এবার তৈরী হচ্ছে গ্রেনেড ছুঁড়বার জন্যে। রানা অপেক্ষা করলো।

একজন কিছু একটা ছুঁড়ে দিল এদিক লক্ষ্য করে। মাটি কামড়ে কয়েকটা মুহূর্ত পড়ে থেকে আবার গুলি চালিয়ে দ্রুত সরে গিয়ে বসে পড়লো রানা আরেকটা চাঁই এর আড়ালে। আবার গুলি চললো।

ওরা সুড়ঙ্গ-মুখ থেকে সরে পাহাড়ের ধারে চলে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে। রানা অপেক্ষা করতে লাগলো সুযোগের।

আরো এগিয়ে গেল সামনে। এমন সময় ফায়ারিং হল দক্ষিণদিক থেকে।

মাটি আঁকড়ে শুয়ে পড়লো রানা। এক সময় খেয়াল হল, গুলি তাদেরকে লক্ষ্য করে হচ্ছে না। সুড়ঙ্গের ভিতর থেকেও কেউ গুলি করছে না। গুলি হচ্ছে দক্ষিণদিক থেকেই এবং ওয়াংদের উপর।

কারা?

দেখলো, ওরা এখন দক্ষিণদিক থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ব্যারিকেড গড়তে চাইছে। ছুটছে। গুলি চালালো রানা ওদের দিকে আন্দাজে ভর করে। সুড়ঙ্গের কাছাকাছি বিস্ফোরণ হল কয়েকটা।

এবার পালাচ্ছে ওরা।

ছুটছে, হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে কণ্ট্রোল-রুমের দিকে।

'কারা আছে ওদিকে?'—রানার পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

ভাবছিল রানাও: কারা?

উত্তর দিল কোচিমা, 'আমার মনে হয়, ওরা পিকপ্যাহারের ক্রু।'

'আমরা এবার সুড়ঙ্গে যেতে পারি না ?'—জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'না।'—রানা বললো, 'ওদের কেউ হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে, যারা পালাতে ভয় পাচ্ছে। তাছাড়া মেম-সাইডও হতে পারে।'

আটঘণ্টা ওর পাশাপাশি বসে রইলো। সোহানাই দু'-একটা কথা বলছিল মাঝে মাঝে। রানা দেখছিলো হ্যাঙ্গারের আগুন। রানার ধারণা হল, এ আগুন বহুদূর থেকে দেখা যাবে। দেখবে ম্যাকাইভারের জাহাজের বাইনোকুলার, দেখবে চাইনিজ নেভীর টহলদারী জাহাজ। কারা আগে পৌঁছুবে ?

'রানা!'—সোহানার উত্তেজিত কণ্ঠ।

'কি হল।'

'ঐ দেখ।'

রানা, দেখলো, ওপাশ থেকে কয়েকজন এগিয়ে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে। ওরা সুড়ঙ্গে ঢুকবে।

আরো এগিয়ে গেল ওরা। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল একঝাঁক গুলি!

ওরা পিছিয়ে এল।

ওদের কেউ চীৎকার করে কিছু বললো। উত্তরে গুলিই বের হয়ে এল আবার।

ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে। লুকিয়ে পড়লো পাহাড়ে।

সুড়ঙ্গে ঢোকা সহজ নয়। শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে নেভীরা, নিজেদের বিরুদ্ধেই!

রানা বুঝলো, আজ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এদিকে কোথাও লুকিয়ে আছে শত্রু। ওপাশে অন্যো আর সুড়ঙ্গে অতি সাবধানি বন্ধু!

'এখানেই কাটাতে হবে রাতটা!'—রানা বললো।

'সুড়ঙ্গের চেয়ে এখানটাই ভাল।'—সোহানা সহানুভূতির সঙ্গে মত দিল। কোচিমা একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসেছে ওপাশে।

সবাই সকালের প্রতীক্ষা করছে।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো রানা। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা একভাবে।

কোচিমা কিছুই দেখছিল না। দেখছিল অন্ধকার।

অঙ্গারটা পুড়তে পড়তে নিভে গেল যেন। সোহানা রানার হাত থেকে কারবাইনটা সরিয়ে রেখে পাথরে হেলান দিয়ে রানার মুখোমুখি হলো। রানার ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে দেখলো। হাসলো। বললো রানা, 'কি অদ্ভুত রাত, না?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত রাত।'—অঙ্গারের আগুন নিভে যাওয়াতে আকাশটা সাদাটে—কেমন যেন লাগছে। একটা নীরবতা চারদিক কেমন যেন আঁকড়ে ধরেছে। সোহানা কথা বলে সেটাকে হালকা করতে চাইছে।

'দেশে ফিরে সব কথা মনে থাকবে তোমার?'—সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

'যদি দেশে ফিরতে পারি সব কথা লিখিতভাবে রিপোর্ট করতে হবে....'—রানা তাকালো কোচিমার দিকে। 'জেনারেলের কাছে' কথাটা বললো না।

'ঘুমুচ্ছে'—সোহানা বললো।

রানার মনে হল, ঘুমাতে পারে না মেয়েটা। ওর ঘুম নেই। ও ঘুমাতে চাইলেও ঘুমাতে পারবে না।

'রানা!'—সোহানা ডাকলো।

'বল।'

'কিছু না'—বলে মাথাটা এলিয়ে দিল পাথরের উপরে। রানা আরো কয়েক মিনিট অন্ধকারে চেয়ে থেকে সোহানার পাশে আবার

পাথরটাতে হেলান দিল ক্লান্তিতে। রানা বুঝতে পারছে তার সমস্ত শক্তি শেষ হ'য়ে আসছে।

নড়ে বসলো সোহানা। রানার মাথার নিচে হাতটা দিয়ে বুকের উপর টেনে নিলো মাথাটা। নরম বুকের উষ্ণ সান্নিধ্য। আপত্তি করলো না রানা। অনুভব করছে বুকের স্পন্দন। বেঁচে থাকার স্পন্দন। আঙুল চুলের ভেতরে বিলি কেটে চলেছে। ওর উষ্ণ শ্বাস লাগছে গালে

মাথা তুলে তাকালো।

'ঘুমুবে না?'—সোহানা মৃদুকণ্ঠে বললো।

'না

'তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে'—সোহানা আবার মাথাটা টানলো। কারবাইনটা তুলে নিল কোলের উপর। বললো, 'আমি পাহারা দেবো, তুমি ঘুমুতে চেষ্টা কর।'

'না।'—রানা আকাশের দিকে তাকালো। বললো, 'তারচে' বরং তুমি গল্প বল সময় কাটবে।'

'গল্প···' আমার কোন গল্পই মনে পড়ছে না।'

'প্রেমের গল্প - প্রেমে পড় নি কোনোদিন?'

'পড়েছি।'—সোহানাও আকাশের দিকে তাকালো, 'মন দেয়া নেয়াও অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে···কিন্তু...।'

'কিন্তু ক

'না, তুমি ওসব শুনতে চেয়ো না

'কেন?'—রানা বললো, 'এখন বুঝি মরতে ভয় পাও?'

'পাই ভীষণ ভয় পাই।'—সোহানার বিষণ্ণ কণ্ঠ, 'অথচ মরতে চাই। এই মুহূর্তেই মরতে চাইছিলাম।'

'তবে ভয় কেন?'

'তোমাকেই যে ভয় পাই!'—সোহানা রানার চুলে মুখ গুঁজে গন্ধ নিল ডাকলো, 'রানা, রানা।'—অস্ফুট উচ্চারণ।

রানা কোন কথা বললো না। চোখ বুঁজলো বুকে মাথা রেখেই। তার শক্তি প্রায় নিঃশেষ।

রানার তন্দ্রা মত এসেছিল, বুঝতে পারলো যখন তন্দ্রা ভেঙে গেল।

সোহানা উঠে বসেছে এক ঝটকায়। তাতেই তন্দ্রা ভেঙেছে।

রানা উঠে বসেই বুঝলো সোহানার চমকে উঠে বসার কারণটা। সকালের আলো পূব আকাশটা লালচে করে তুলেছে। আবছা অন্ধকারে চকচক করছে কোচিমার হাতের কারবাইন।

কোচিমা বললো, 'নড়বেন না।'

রানা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। পিছনে সরে যাচ্ছে কোচিমা, লক্ষ্যস্থির হয়ে আছে ওদের দু'জনের উপর।

১২

একটা মোটামুটি দূরত্বে গিয়ে পাথরের চাঁইগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নিচে নেমে গেল কোচিমা। উপরে ফিরে তাকালো না আর একবারও।

পিছন ফিরে দেখলো রানা পিঙ্ক-প্যান্থারে চকচক করছে 'পিকিং ডাক' সকালের আলোয়।

মাঠে এগিয়ে আসছে কয়েকজন। দু'জনকে চিনলো। ম্যাকাই-ভার এবং সবার আগে আগে আসছে ক্যাপ্টেন দিউ। ওয়াং নেই।

কোচিমা নেমে গিয়ে একটা পজিশন নিল। ওদেরকে গুলি করবে?

ক্যাপ্টেন! এদিকে আসছে কেন? কাছে এগিয়ে এল ওরা। এবার দেখলো রানা, ক্যাপ্টেনের পিঠের সঙ্গে চেপে ধরে রয়েছে কারবাইন। স্টিফ হয়ে এগুচ্ছে ক্যাপ্টেন।

সুড়ঙ্গ-মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। কয়েকটা মুহূর্ত। ম্যাকাইভার চীৎকার করলো, 'কোচিমা, বেরিয়ে এসো।'

'কোচিমা !···মীরা দিউ, মিস্ দিউ তোমার পিতার প্রতি কোন দয়া-ভালবাসা থাকলে বেরিয়ে এস। নইলে ক্যাপ্টেনকে গুলি করা হবে।'

একটা গুলি করলো কোচিমা। কারো গায়ে লাগলো না। আর কাউকে গুলি করতে চায় নি কোচিমা, গুলি করতে চেয়েছিল ম্যাকাইভারকে।

এখন ম্যাকাইভার দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেনের পিছনে।

'মীর, বেরিয়ে এসো···'

'মীরা, আসিস না!'—চীৎকার করে বললো ক্যাপ্টেন দিউ, 'মীর', দু'জনকেই খুন করবে ওরা! তুই আসিস না।'

'মীরা, বের হয়ে এসো। আমরা তোমার বাবাকে ছেড়ে দেবো, বেরিয়ে এসো।'

'মীর', ভুল করিস না।'—ক্যাপ্টেন বললো, মাসুদ রানা, মীরাকে বের হতে দেবেন না। ওকে আপনি আপনার সাথে নিয়ে যাবেন। ওকে এখানে আসতে দেবেন না।'

রানা উঠে দাঁড়াতে গেল, সোহানা কিছুতেই উঠতে দিল না। ফিসফিস করে বললো, 'তোমাকে বাইরে দেখলেই ওরা গুলি চালাবে। ম্যাকাইভার প্রতিশোধ নেবে।'

'মাসুদ রানা।'—এবার ম্যাকাইভার ঘোষণা করলো, 'শেষ বারের মত বলছি, মীরাকে বের করে দিন। নইলে ক্যাপ্টেন দিউকে হত্যা করতে বাধ্য হব।'

রানা এবার উঠে দাঁড়ালো।

'ম্যাকাইভার!'

রানার কণ্ঠে সবাই পাহাড়ের এই অংশে তাকালো। রানা বললো, 'আমরা বাইরেই অনেক লোক রয়ে গেছি। আমরা তোমাকে, তোমার লোকদেরকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিতে পারি। তুমি

দু'জনের কাউকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

ম্যাকাইভার চারদিকে তাকালো। লাইম-স্টোনের চাঁইগুলো দাঁতে যেন করে আছে তার দিকে।

ম্যাকাইভার আরো কাছ ঘেঁষে দাড়ালো ক্যাপ্টেন দিউ-এর। বললো, না, তা পারবে না, মাসুদ রানা। ম্যাকাইভার জিতবেই। তোমাকে চিনি। তুমি বড় কৃপণভাবে জিততে চাও, দলের কাউকে হারাতে চাও না কিন্তু আমি জেতার জন্যে নিজেকেই পণ করতে পারি এবং ধরেছি। আমার দলের পঁচিশজন কাল মরেছে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ওয়াংও মরেছে। আমার আর হারাবার কিছু নেই। তাই আমি জিতবোই। তোমার লোক ক্যাপ্টেন দিউকে হত্যা করবে না। তুমিও করবে না। তাই আমি আমার বান্ধবীকেই নিয়ে যেতে চাই। ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে দেবো কথা দিচ্ছি।'

'মীরা', এই শয়তানটাকে বিশ্বাস করিস না!'—আবার চীৎকার করে বললো ক্যাপ্টেন।

রানা বসে পড়লো। দেখলো তার দিকে তাকিয়ে আছে মীরা ফ্যালফ্যাল করে। রানা বললো 'মীরা, যেও না!'

ম্যাকাইভার বললো, 'দশ গোণা শেষ হলেই ক্যাপ্টেনকে গুলি করবো! এক···দুই···তিন···!'

মীরা আবার তাকালো রানার দিকে। রানা এবার কিছুই বলতে পারলো না। মীরা উঠে দাঁড়িয়েছে কারবাইন ছেড়েই।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাচ্ছে মীরা। সূর্যের আলো পড়ছে মুখের ওপর। চুলগুলো একচোখ ঢেকে দিয়েছে। ম্যাকাইভারের দশ হাত দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ ছুটে গিয়ে পড়লো ক্যাপ্টেনের বুকে। ক্যাপ্টেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে পানি নেই, হাত উঠলো না আদর করতে।

মীরা ক্যাপ্টেনের গালে চুমু খেল। কোটের খোলা বোতামটা লাগিয়ে দিল। ওর কথা শুনতে পেল না রানা।

ক্যাপ্টেনকে সরিয়ে দিল ম্যাকাইভার। পিস্তল এখন কোচিমার উপর ধরা।

'নাগুচি, আকিকো!'—ম্যাকাইভার ডাকলো এবার।

রানা চম্‌কে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। শঙ্কায় বুক কেঁপে গেল। ভয় শিরশির করে উঠলো।

'নাগুচি, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'—ম্যাকাইভার বললো, 'তোমার প্রিয় ক্যাপ্টেনকে রেখে গেলাম। তার মেয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে যে জিনিসটি চায়, তা হল তার মেয়ে মীরার জীবন। আমরা চলে যাচ্ছি, তার মেয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে। মেয়েটাকে রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের। আমি জানি, ক্যাপ্টেন রকেটে থাকলেও এক্সপ্লোড করতো না মাসুদ রানা। তবু তার মেয়েকেই নিলাম। এখন ক্যাপ্টেন নিজেই তার মেয়েকে রক্ষার দায়িত্ব নেবে। আমি কথা দিচ্ছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্যাপ্টেন তার মেয়েকে ফেরত পাবে।'—ম্যাকাইভার দম নিয়ে বললো, 'মাসুদ রানা, আমার কথা শুনতে পেয়েছো আশাকরি।'

কোনো উত্তর দিল না রানা।

ম্যাকাইভার হাসলো। তারপর বললো, 'আপনার প্রিয় বন্ধুকে ফেরত দিয়ে গেলাম, আপনার খুশী হবার কথা। মীরাকে নিয়ে যাচ্ছি দুই কারণে—প্রথম কারণ, ক্যাপ্টেনের দশজন সশস্ত্র লোক গুহায় প্রবেশ করতে পারে নি। মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তি ক্যাপ্টেনের আছে। দ্বিতীয়তঃ, মীরা সাউথ-ঈস্ট এশিয়ার সি. আই. এ. নেট ওয়ার্ক সম্পর্কে অনেক কিছু জানে।'

মীরাকে সামনে রেখে ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।
ক্যাপ্টেনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ম্যাকাইভার কারবাইনটা।

ম্যাকাইভার চলে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালো রানা। দেখলো, পাহাড়ের ওপাশ থেকে নেমে আসছে নাগুচির দল। এরাই কাল বাঁচিয়েছে সুড়ঙ্গের মানুষগুলোকে। ক্যাপ্টেন পিছন ফিরলো না। কারবাইনের মুখ নিচের দিকে। নাগুচি ও আকিকো ক্যাপ্টেনের দু'পাশে দাঁড়ালো। আরো আট-জন লোক দাঁড়ালো সুড়ঙ্গ-মুখ কভার করে।

রানা দেখলো, ক্যাপ্টেন এখনো দাঁড়িয়ে আছে একভাবে। একবারও পিছন ফিরে দেখে নি। দেখলো না, তার মেয়ে চলে গেল। চলে গেল তার পিঙ্ক-প্যান্থার।

পাথরের আড়াল থেকে দু'পা বাড়াতেই রানা দেখলো, সবগুলো কারবাইন তার দিকে উদ্যত। দাঁড়িয়ে পড়লো।

'মিস্টার মাসুদ।'– নাগুচি বললো, 'নড়বার চেষ্টা করবেন না। কণ্ট্রোল রুমে যাবার চেষ্টা করারও কোন মানে নেই। কেন আপনাকে না বললেও বুঝতে পারছেন।'

রানা কোন কথা না বলে বসে পড়লো পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে। দাঁড়াবার শক্তিও তার নেই।

গুলির শব্দ হতেই রানা উঠে দাঁড়ালো। দেখলো, ওরা সুড়ঙ্গ-মুখে গুলি চালিয়েছে। নাগুচি চীৎকার করে বলছে, 'কেউ বেরুতে চেষ্টা করবে না!'

উঠে দাঁড়ালো সোহানা। রানাকে বসিয়ে দিল। রানা কোন কথা বললো না। চোখ বুঁজে রইলো। মিনিট কয়েক পরে তাকালো।

দেখলো সোহানাকে। জিজ্ঞেস করলো 'সোহানা, সেদিন ঘুমের ঘোরে কার নাম বলেছিলাম?'—একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটের কোণে। ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি।

পানিতে ভরে উঠলো সোহানার চোখ। বুঝতে পারছে রানা পুরো ঘটনা, ক্লান্তি যন্ত্রণা ভুলতে চায়। ভুলাতে চায় তাকে। সোহানা উত্তর দিল না।

রানা হাত বাড়িয়ে সোহানার গালের দু'পাশে বেয়ে আসা চুল-গুলো সরিয়ে দিল। বললো, 'বল?'

ভেজা চোখেই হাসলো সোহানা। বললো, 'মেজর জেনারেল। তোমার প্রাণ-প্রিয় বুড়ো।'

'নিশ্চয়ই খুন করতে চাইছিলাম?'

'না।'—সোহানা লাল হয়ে উঠলো। বললো, 'বলছিলে, হানি-মুনে আমি ওই বিচ্ছু মেয়েটার সঙ্গে কিছুতেই যাবো না।'

'মিথ্যে কথা।'—মৃদুকণ্ঠে বললো রানা। তাকিয়ে রইলো সোহানার মুখের দিকে। আবার বললে, 'আমি ওকথা বলতেই পারি না!'

সোহানা চোখ ভরে হাসলো। কিছু বলতে যাবে অমনি শুনলো—

'ডঃ মাসুদ!'—ক্যাপ্টেন দিউ ডাকছে।

রানা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'ক্যাপ্টেন!'

'রকেট আর্মড?'

'আর্মড!'—রানা বললো।

ক্যাপ্টেন কোন কথা বললো না। কারবাইনটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। কণ্ট্রোল-রুম তার উদ্দেশ্য। প্রথমে নাগুচি, আকিকো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সুড়ঙ্গ-মুখ ছেড়ে অনুসরণ করলো ক্যাপ্টেনকে।

এগিয়ে চলেছে ক্যাপটেন।

সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে এল ওরা। রানাকে দেখে ওরা চীৎকার করে উঠলো। রকেট না দেখে বিস্মিত হলো।

গুলির শব্দ ভেসে এল কন্ট্রোল-রুমের দিক থেকে। ডঃ বরকত বললো, 'কি ব্যাপার ?'

রানাও এগিয়ে গেল দ্রুত। ছুটতে গিয়ে বুঝলো তার শক্তি নেই। হাঁটতেও পারছে না। সোহানা ধরে ফেলেছে ওকে।

'ক্যাপটেন দিউ কন্ট্রোল-রুমের দরজা খুলছে।'—রানা বললো। ডঃ বরকত দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। তার আগে আগে কমোডোর জুলফিকার দল নিয়ে ছুটে চলেছে। বিজ্ঞানীদের স্ত্রীরা স্বামীর হাত ধরে হাসছে। বিদেশীরা চুমু খাচ্ছে। এত ক্লান্তি, অস্বস্তির ভেতরেও ওরা খুশীতে ঝলমল করছে সকালের রোদে। ক্লান্ত চোখে ওদেরকে দেখতে ভাল লাগছিল রানার। ডঃ সেলিম খান হাত নাড়লো। মিসেস্ খান আগের মতই আছেন। তিনিও হাসলেন।

সোহানা রানাকে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি ডাক্তারকে ডাকি...'

ঝলমল আলোয় আরো একটা আলোর ঝলকানি সবাইকে চমকে দিল। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রচণ্ড একটা শব্দ চারদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল।

সোহানা একটু এগিয়ে গিয়েছিল।

'রানা!'—ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলো সোহানা। ধরে ফেললো রানা ওকে।

'কি হলো!'—রানাকে জড়িয়ে ধরে কোনমতে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'পিকিং ডাক এক্সপ্লোড করলো।'—ক্লান্ত স্বর রানার।

'মানে, কোচিন···!'

'হ্যাঁ, মীরা দিউ··· '

'না, রানা! বলো, না।'—রানার মুখে হাত চাপা দিল সোহানা। কাঁদছে ও মুখে দু'হাত চেপে। উঠে দাঁড়ালো রানা। দেখলো, সবাই ছুটছে পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের তাকে উঠতে চাইছে সবাই। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকেও সবাই ছুটছে পাহাড়ের দিকে।

দেখলো, পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে ছুটে আসছে সমুদ্র। এখনো অনেক দূরে। রানা বললো, 'সোহানা, দেখ—টাইডাল বোর।'

সোহানার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। বললো, 'এখানে, এত উঁচুতেও আসবে পানির স্রোত?'

'আসতে পারে, আমাকে ধরে থেকো। যেখানে যাই এক সঙ্গে ভেসে যাবো। কি বল?'

সোহানা জড়িয়ে ধরলো রানাকে। রানাও ধরলো ওকে। চোখ বুঁজে ঢেউয়ের প্রতিক্ষা করছে সোহানা। শব্দ, সমুদ্রের ডাক কানে আসছে। রানা হাসছে, কিন্তু চোখ মেললো না সোহানা।

পাঁচ মিনিট পরে চোখ মেলে দেখলো, পাহাড়টা দ্বীপের মত জেগে আছে, আর সব পানির নিচে একাকার।

'আর একটু নিচে থাকলেই আমরা এতক্ষণ সমুদ্রের মাঝখানে···।'—রানা বললো।

দু'জন এক সঙ্গেই থাকতাম তো?'

'হুঁ'—রানা হাসলো, 'কিন্তু দু'জন এক সঙ্গে বাঁচতে চাই, মরতে নয়। তুমি?'

'আমিও।'—সোহানা বললো।

গভীর ঘুমে অচেতন রানা ও সোহানা। পানি সরে গেছে। সবাই বেরিয়ে এসেছে। চীৎকার করে খুশী প্রকাশ করছে। কয়েকটা প্লেন থেকে পঞ্চাশ জনের মত প্যারাট্রুপার নামছে। নামছে খাবারের বাণ্ডিল।

কমোডোর এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে।

ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দু'জনের কপালে হাত দিয়ে বললো, দু'জনেরই গায়ে প্রচুর জ্বর।'

চোখ মেলে তাকায় সোহানা। ফ্যালফ্যাল করে সবার দিকে চেয়ে থাকে।

চোখ মেলে রানা।

'কংগ্র্যাচুলেশন, মাই বয়।'—ডঃ খানও এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কংগ্র্যাচুলেশন।'—অস্পষ্ট কণ্ঠে রানা বললো, 'ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু কংগ্র্যাচুলেশন আমার প্রাপ্য নয়। ওটা জানান ডঃ বরকত এবং ক্যাপ্টেন দিউকে।

উত্তর নেই।

রানা দেখলো, কমোডোরের মুখের হাসি নিভে গেছে। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার, ক্যাপ্টেন দিউ কেমন আছে?

'ক্যাপ্টেন দিউ আত্মহত্যা করেছেন বাটন টিপে দিয়েই।'



গুপ্তচক্র

সলিড ফুয়েল এক্সপার্টের ছদ্মবেশে চললো রানা। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ছোট্ট দ্বীপে। সস্ত্রীক! বন্দীদশা থেকে পালিয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেল ওরা আপনভোলা এক প্রফেসরের কাছে।

তারপর?

তারপর শুরু হলো রানার জীবনের ভয়ঙ্করতম সংঘর্ষ। উন্মোচিত হলো গুপ্তচক্রের সাঙ্ঘাতিক সর্বনেশে এক পরিকল্পনা। বাইরে থেকে সাহায্যের কোন সম্ভাবনা নেই। প্রচণ্ড শক্তিশালী গুপ্তচক্রের আস্তানায় বন্দী মাসুদ রানা।

 মূল্য: সাত টাকা মাত্র

